শ্রীদীন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার

১৭১ মাসে উপন্যাস

বন্ধা সমৃদ্ধ

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শহর যোগ লেন, কলিকাতা

‘লহরী’ বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে

শ্রীবিনোভূষণ বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

‘রহস্য-লহরী’ কার্য্যালয়—

২৮ নং শহর যোগ লেন, কলিকাতা।
বন্দী সম্যাট
প্রথম উল্লাস

হং-লো-হঃ প্রস্তাব

হং-লো-হঃ লঙ্গনাবাসী চিন্দেশীয় বনিক। লঙ্গনের লাইম হাউস পল্লীতে প্যাকার কোর্ট’ নামক স্থবিন্ধুর হর্ষে তাহার বাস। তিনি দৌর্গকাল বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া বিপুল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। নীনাম্যান হইলেও তিনি ইংরাজের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতেন; মন কি, কোন সম্পাদ্য বংশীয় সৌভাগ্য ইংরাজিতে পরিচ্ছদের পারিপাত্রে তাহার চির কোন কৃতি অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। লঙ্গনের সর্বশেষ রিছড়-নিম্নান্তর তাহার জন্য পোষাক প্রত্যক্ষ করিতে গর্ব অমূল্য করিত। সামাদের দেশের রে, ডে, মিটার, সিনা। প্রভৃতি যে সকল ইংরাজ দৌর্গকাল হইলেও বাস করিয়া সাহেব বনিক। গিয়াছেন, তাহারাও মিঃ হং-লো-হঃকে বহুবিখ্যাত আদর্শ মনে করিতে পারিতেন। বস্ত্তর, কি পরিচ্ছদে, কি আদর্শ মায়দা বা কথায় ও ব্যবহারে তিনি পূর্ণ সাহেব ছিলেন। তিনি গাঁথ নীলবর্ণ পাল্লার রোহিতে নগরের পশ্চিম পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতেন। তাহার বাল্যতার ও পদাতিক জমকালে পরিচ্ছদে মহামূল্য শকের শোভাবর্ধিত করিত।

হং-লো-হঃ শীতকালের এক দিন প্রভাতে তাহার শকটে পশ্চিম পল্লী মণে বাহির হইলেন। যাহারা তাহাকে চিনিত, তাহারা পথে চলিত
চলিতে তাহাকে দেখিয়া সমস্ত অভিবাদন করিতে লাগিল। সেই দিন
লক্ষিত বিখ্যাত ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ল্যাক তাহার সঙ্গে ছিলেন। মিঃ
ল্যাককে তাহার গাঢ়ভাবে দেখিযা অনেকেই বিশ্বাস গ্রহণ করিয়া, তাহার
সমুখে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। তাহাদের শক্ত স্টাফালগার স্কোয়ার
অতিক্রম করিলে যাইতে চিনিতে পারিল না, তাহার। তাহায়কে
কেন উত্তপদস্থ চীনা রাজকর্মচারী বলিয়া নিশ্চিত করিল।
তাহার রোলস-রয়সের নেলসনের স্মৃত অতিক্রম করিয়া। কল্পনুর ল্যাট দিয়া
সেই দোকান প্লেস, পিকিভেলি স্কোয়ার,
এবং রিজেন্ট ল্যাট অতিক্রম করিল। অবশেষে শিকার গুয়েলফ ল্যাট নামে একটি
সভ্য পথে শিকার করিল। সেই পথের ধারে একটি আলমী দোকান
সেই দোকান প্রাচীন যুগের অনেক ছুঁড়াপ্পা মহাযাত্রা শিল্প ব্যবহার হইত দেখিলে,
মিঃ হং-লো-হুর শক্ত সেই দোকানের নিকট আসিয়া থামিল।
সেই দোকানের জানাগায় কতকগুলি কৌতুকার্থ প্রাচীন শিল্পসমূহ
সজ্জিত ছিল; সেই সকল সামগ্রীর সংখ্যা অধিক নহে; এবং সেই ণুফ্ফললিতে
সকলের দুটি আরুক্ত হইত না। কিন্তু সেই বাতায়নের এক প্রায় একটি
গ্রন্থ ফলকে কুর্মর মোটা। মোটা হয়ে যে নামটি কোনো দিয়া ছিল—তারা,
সকলেই সম্পূর্ণ দেখিতে পাইয়া দিয়া;
সেই নামটি—
“জুনি সেনারেস।”
মিঃ হং-লো-হুর তাহার বাতায়নের সমুদ্রের
নামিযা পড়িলেন, এবং তাহার বদ্ধ মিঃ ল্যাকের হাত ধরিয়া সেই বাতায়নেই
নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহার স্বেদেশজাত প্রাচীন শিল্প-সামগ্রীর
প্রতি আসক্ত ছিলেন। চীন ও জাপান দেশের পূর্বে কোন প্রাচীন শিল্পবিদে
তাহার দুটি অতিক্রম করিত না, তিনি তাহাদের মধ্যাদ রূপমিতে পারিতেন না।
তিনি সেই বাতায়নের সমুদ্রের দীপাইয়া। প্রাচীন সামগ্রী লক্ষ্য করিয়া,
করিতে কুর্মর মধ্যমের আদারে সম্পূর্ণ একটি নুতন কুর্মর গোহিদা।
প্রথম উল্লাস

দিনার ঘট দেখিতে পাইলেন। সেই ঘটটির দিকে আগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে মঃ রেকের বাহ্মুলে একটি জোরে চাপ দিলেন; তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে বলিলেন, "দেখুন বন্ধ, আপনার প্রতিপালিত নারীর কুচিবিয়া রক্ষার কেবল প্রশংসিত এক নহে, তাহার অভিক্ষ্যতাও সমাজরয়োগ। ইহা পালিয়। আমার কৌতুহল বর্ধিত হইয়াছে। চলুন, আমরা দোকানের ভিতর প্রবেশ করি। সেই স্থানচিনিপ্পর, সম্ভাব্য সমাজে স্পরিচিত মহিলাটির দেখিতে আলাপ করিয়া মুখী হইব।"

"দেখি, মঃ রেক হাসিয়া সম্ভাব্য জাপন করিলেন। তাহার বিদেশী বন্ধ হং-কুলে-হ-তাহার স্থানান্তর পালিত। নারীর এই কুড়ি দোকানখানি দেখিয়া বিধায় কণ্ঠে তৎপ্রতি অকুল হইয়াছেন বুঝিয়া আনন্দিত হইলেন। শেষে, জুনি সেভারেস তাহারই পারম্পর্য এই দোকান খুলিয়া সাহস রহিয়াছিল। হং-হান-সু তাহারই অনুরোধে সেই দিন প্রভাতে সেই কুড়ি দোকান দেখিতে আসিয়াছিলেন।

তে প্রায় এক বৎসর পূর্বে মঃ রেক এই সৌন্দর্য্যে সুন্দরী যুবতীকে সর্ব প্রথম কাঠিয়াছিলেন; সে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। হইবার পর তাহার প্রাধান্য দুইশো প্রাচীন শির জ্ঞানের এই দোকান খুলিয়া দোকানের দ্বারে প্রাচীনের নাম ক্ষোদিত করিয়াছিল।

জুনি সেভারেসের পিতা ভাকার সেভারেস সাংবাইএ ভাকারী রহিলেন; তিনি সেখানে ডিপ্লোমার ভাকারী করিয়া যায়। কিছু উপার্জন হয়েছিলেন তাহা হয়নীয় একটি চিনি বাকে গঠিত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু এই বাকটি থাকান কেল হওয়ায় তোহাকে সংবাইএ বিনে হইয়াছিল। চিনি বয়নে তিনি ভাগ্নদের প্রাপ্তিক করেন। তাহার অন্যদিন পরে বনের কোন জরীর জন্মত চুরীর তদম উপলক্ষে মঃ রেককে সাংবাইএ নিতে হইয়াছিল। সেই স্থানেই জুনির সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল।

তে গোপেন্দাগিরিতে তাহার সাহায্য করিয়াছিল। মঃ রেক তাহারই কাছে অপগ্রহে জন্মতগুলি উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। অহরী কুতুহলতার...
নিদর্শনগুলি মিঃ রেককে দুই হাজার পাঁচ পুরস্কার দান করিতে উজ্জ্বল হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ রেক জুনিয়র সাহায্য ব্যতীত কৃতকার্য হইতে পারিতেন না, এমন কি, সাংবাধিক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করাও তাহার অসাধ্য হইত, এইজন্য তিনি দেই দুই হাজার পাঁচ জঙ্গির নিকট হইতে লইয়া জুনিকে প্রদান করেন। জুনি সেভারেন্স প্রথমে তাহা এমন কি অনদ্যোগ করিলেও মিঃ রেকের আর্থিক শীঘ্র তাহা এমন কি করিয়াছিল। ভারাক সেভারেন্সের একটি খেয়াল ছিল; তিনি কোতুকাপড় হস্তাক্ষর প্রাচীন প্রাচীন শিলালিপি সংগ্রহ করিতে ভালবাসিতেন, এবং বহু অর্থসাধন এই উৎস বিদ্যালয় ডবা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এজন্য সকলের ডবা সকল যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছিল। মিঃ রেক সেই পিতৃহীন। জুনীর যুবতীর মুক্তি হইয়া তাহার ঐ উৎস প্রাচীন কোতুকাপড় শিলালিপির একাধিক দোকান খুলিতে আহরণ করেন। মিঃ রেকের অর্থসাধন সে ঐ ভাবে দুই হাজার পাঁচ মুরুড়ের পাইয়া তদ্রুপ। ঐ দোকানবানি খুলিলে ভারতীয় প্রাচীন যুগের হস্তাক্ষর ও স্থানীয় শিলা-ব্যাবসায়িক সে তাহার বহু দোকানে অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিয়াছিল। চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের শিলা-ব্যাবসায়িক তাহার দোকানে অধিক ছিল।

জুনি সেই দোকান খুলিলে মিঃ রেক তাহার সম্মান বন্ধু বাঙালীর একমাত্র দোকানের পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং তাহার দোকান হইতে কোনো কোনো জিনিস কিনিয়া তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে আহরণ করিয়াছিলেন প্রেরিত তিনি যে পরাক্ষে জুনিতে সাহায্য করিতেছিলেন—সে তাহ। জানিলে সে পারে নাই। তাহার আত্মরক্ষার নিদর্শন বলিয়া মনে করিত। মিঃ রেক তাহার মনের ভাত জুনিতে জানিতেন, এজন্য তিনি সাধারণ চরিত্রে জুনি তাহার মুক্তির সঙ্গে মনে আনাতে না পায় সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল।

মিঃ রেকের অহরোধেই হং-লৌ-মু সেই ইংরাজী যুবতীর দোকান দেখিতে আসিয়াছিলেন; মিঃ রেক তাহার হিতৈশী বন্ধু ছিলেন, এজন্য হং-লৌ-মু
প্রথম উল্লাস

তাহার কোন অন্তরোধ অগাছা করিতেন না। সেই দীর্ঘদৈহ সমস্ত
চিনামান্য যখন জুনি সেভারেন্দ্রের কৃষ্ণ দোকানে প্রবেশ করিলেন, তখন
জুনি ভগবান বৃদ্ধদেবের একটি কৃষ্ণ মূর্তি হাতে লইয়া মনোযোগ সহকারে
পরিযুক্ত করিয়েছিল। সেই মূর্তিটি করেক শতাব্দী পূর্বে চীনদেশের কোন শিলায়
কর্তৃক গজস্ত বাংলা নিমিত্ত হইয়াছিল।

মিঃ রেক হং-লো-স্থে জুনির সহিত পরিচিত করিয়া। দোকানের অন্য
প্রাঙ্গণ উপস্থিত হইলেন, এবং সেই স্থানে একাড়া দাড়াইয়া। একটি কৃষ্ণবণ
বর্ষা পরিযুক্ত করিয়ে লাগিলেন, সেই বর্ষাটি করেক শতাব্দী পূর্ববর্তী জাপান
দেশীয় কোন শোপনের পরিচ্ছদ বলিয়া পরিচিত। জুনির পিত। সেই
ভূলভ সামগ্রী বহু বছর সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

হং-লো-স্থ নিয়মন জুনির সহিত আলাপ করিতেছিলেন; তাহাদের জুনি
একটি কথা মিঃ রেকের কর্ণ প্রবেশ করিতেছিল। হং-লো-স্থ এই যুবতীর
পরিচয় জানিতে পারিয়া আশঙ্কা লাভ করিলেন। জুনিকে তিনি সম্পূর্ণ
অপরিচিত মনে করিয়ে পারিলেন না। সাংবাদিক নগরে তাহার একথা মনে বুঝত
বাড়ী ছিল, তিনি বহুদিন পূর্বে ব্যবসায় উপলক্ষে সেখানে বাস করিতেন।

সেই সময় সেখানে জুনির পিত। ভারতের সেভারেন্দ্রের সহিত তাহার ঘনিষ্ট
পরিচয় হইয়াছিল। হং-লো-স্থ জুনির নিকট প্রস্তাব করিলেন তিনি
কালী প্রচীন যুগের নাম। প্রকার দুর্বাণা শিল্প জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া সময়ে সময়ে তাহার
নিকট পাঠাইবেন; জুনি সেই সকল পিতল, কাশি ও তামার জিনিস, নাম।
লন প্রকার বৃশ্মী বন্ধাদি, যাকার নিকট এক বিবিধ শিলাধ্বনি তাহার দোকানে
নিয়োগ করিয়ে এবং কেতা উপস্থিত হইলে তাহাদের নিকট ব্যবস্থ
সাহায্য করিবে; ঐ সকল সামগ্রী বিক্রয় হইলে সে নিমিত্ত হারে কমিশন পাইবে।
ভাঙ্গুনি তাহার প্রস্তাব সম্বন্ধ মনে করিয়া। তাহাতে সম্পত্তি জাপান
করিল। ঐ কালীকল শিলাধ্বনির বিক্রয় করিয়া তাহার যথেষ্ট লাভ হইবে বুঝিয়া সে হং-লো-
স্থকে রূপক জমাইল।

অন্তঃপর মিঃ রেক তাহাদের সময়ে আলিয়া বলিলেন, “দেখ মিঃ
নবনী সম্প্রাতি

সেভারেন্ড, তুমি মঃ হং-লো-স্কর সঙ্গে কার্যকর করিতে সম্ভব হইবাছ——হইয়া—ফলে জানিতে পারিয়া আন্তর্দিক হইলাম। আশা করি এই ব্যবহার তুমি দেশে লাভ করিতে পারিবে। আমার বিশাল, উনি তোমাকে নামাগ্নিক শুনিল হেমন্তণর পণ্ডিত্রয় প্রেরণ করিতে পারিবেন; সেই সকল সামগ্রীর ক্রেতা অভাব হইবে না। ইহাতে তোমরা উদয়ের উপরূপ হইবে বলিয়াই আমার বিশাল।” (I believe you can mutually benefit each other.)

মঃ রেকে একথা বলিলেন বটে; কিন্তু মঃ হং-লো-স্কু কিছু বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী তাহার তিনি জুনিক নিকট গ্রাহক করিলেন না। তিনি মঃ রেকের বেদিতে খাতিতেই সেখানে আসিয়াছিলেন; জুনিন্দের সহায়ে প্রাণী যুগের শিল্পসম্মান বিক্রয় করিয়া কিন্তু অর্থপার্জনের অন্যান্য তিনি জুনির নিকট ঐ পণ্ডিত্রয় উদয়িত্ব করিলেন নাই——এ সংবাদও জুনিন্দের গোচর করিয়া তাহার আগ্রহ হইল না। তিনি কথায় কথায় জুনিকে বলিলেন, “শুনিয়া অর্লিন পরে ডোরা হীমের নোবল গোলারিতে প্রাচ্য দেশজাত বিশ্ব শিল্প ব্যবস্থার একটি প্রাদর্শনী খোলা হইবে। তুমি সেখানে একটি স্থান সং করিয়া তোমার সংগঠিত শিল্পবাদি প্রদর্শন করিলে তাহার লাভজনক হইবে পারে। যদি সেই প্রদর্শনীতে তুমি কোন জিনিস বিক্রয় করিতে না পড়ে তাহার হইলেও যাহারা এ সকল সামগ্রী ক্রয় করে তাহাদের নিকট তু পরিচিত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ, মঃ হং-লো-স্কু যদি সেই সময়ের পুরুষার সংগঠিত শিল্পবাদি তোমার নিকট পাঠাইতে পারিয়া তাহার হই তাহার প্রাদর্শিত ব্যাপারে দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; তাহার বিক্রয়ের ইহার হইতে পারে।”

মঃ রেকের কথা শুনিয়া হং-লো-স্কু জুনিকে বলিলেন, “আমার মানুষিক বন্ধু আপনাকে যে উপদেশ দান করিলেন তাহায় যে অতি মূল্যবান উপদে স বিষয়ে আমার সনেহ নাই। আশা করি আপনি তাহার উপদেশের প্রয়োজন বলিয়াই মনে করিবেন। আমি শীতল আপনার নিম্নলিখিত কল্পনায় শিল্পবাদি পাঠাইয়া দিব; সেগুলি সামান্য হইলেও আমার
গ্রথম উল্লাস

বিখ্যাত শিল্পামোদী দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমি আমার সমানিত বন্ধু সহিত একত্র হইয়া বলিতেছি আপনার সংগৃহীত জিনিসপত্র সেখানে প্রদর্শন করা একাদশ কর্মে।

জুলি বলিল, “এই সকল সামগ্রী কাহারও জিহাতে রাখা প্রয়োজন, অথচ আমি যে এই স্থান ত্যাগ করিয়া সেখানে যাহাঁ তাহারও উপযোগ নাই।”

যে সকল লোক প্রাচীন যুগের দুর্লভ শিল্প স্বার্থিক সংগ্রহ করে প্রদর্শনী-স্থানের উপযুক্ত হইয়া তাহার। ঐ সকল শিল্প একত্র সক্ষিপ্ত দেখিয়া উঠিয়া আকৃতির হইতে পারে, মিঃ রেকের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সমাধান হই। বুঝিবে, জুলিও তদ্ভাবাতী কার্য্যে কততম হইল। শিল্প ব্যবস্থার সংস্থাপকীয়। তাহার নাম ও থিকানা জানিয়া রাখিয়া ভবিষ্যতে তাহার ব্যবসায়ের সুবিধা হইতে পারে ইহা সে বুঝিতে পারিল।

মিঃ রেক বলিলেন, “তুমি নায়ক কথাই বলিয়াছ। তোমার সাহায্যের জন্য একজন উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করা প্রয়োজন। প্রদর্শনী স্থানে যে বাজি তোমার জিনিসপত্রের ভার গ্রহণ করিতে পারে, এবং সেই সকল শিল্প সম্বন্ধে যাহার কিছুই অভিজ্ঞতা আছে এরূপ কোন বিখ্যাত লোক অবিলম্বে সংগ্রহ করিতে পারিবে না।? প্রদর্শনীতে এরূপ কোন লোক রাখিতে পারিলে তুমি তাহাকে সকল ভার দিয়া এখানে নিশ্চিত থাকিতে পারে; বিশেষতঃ যদি মিঃ হং-লো-স্বর প্রেরিত জিনিসগুলি বিক্রয়ের জন্য সেখানে রাখিতে হয় তাহা হইলে তোমাকে ঐরূপ একজন সহকারীর সাহায্য লুইতেই হইবে।

(you will need some such person.) আমি-জানি মিঃ হং-লো-স্ন্যায় এইরূপ বহুব্যাপী নিউটার্ক নগরেও বিক্রয়ের ব্যবসা করিয়াছেন।”

জুলি কণ্ঠগত স্বত্ব করিয়া বলিল, “আপনার কথা আমি ভাবিয়া দেখিব।” টিফিনের সময় আমি গেলারীতে গিয়া একবার ঘুরিয়া আসিব, তাহা হইলে প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমার একটা সম্পূর্ণ ধারণা হইবে। তাহার পর যদি আমি সেখানে আমার সংগৃহীত কোন কোন সামগ্রী প্রদর্শন করা প্রয়োজন মনে করি তাহা হইলে একজন কার্য্যদক্ষ ও অভিজ্ঞ বিখ্যাত লোক
নিযুক্ত করিতেই হইবে। মিঃ রেক, আপনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, সে জন্য আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। মিঃ হং-লো-মু আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে যে ভাব প্রদান করিতে উদ্যই হইয়াছেন আমি সেই ভাব বহনের যোগ্য বলিয়া প্রতিপল হইতে পারি সে বিষয়ে আমাকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। দৌড়াইতে আরস্ত করিবা পুরুষে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে, আমি চলিতেও পারি।”

ং-লো-মু জুলিয়র কথা শুনিয়া গণ্ডের ভাবে বলিলেন, “মাননীয়া তরুণ মিস! আপনি অতি স্বদর কথা বলিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রাতঃশীর্ণ ঋষি কন্দুনি বলিয়াছেন, ‘শশকের মত জ্ঞানাগারে ধ্যান হইয়া গুহাশ্যায় ব্যাপ্ত্রের মূখবিবরে প্রবেশ কর।’ অপেক্ষা শামুকের মাধীর গতিতে চলিয়া শ্যামল শন্যপূর্ণ ক্ষেত্রে পদার্পণ কর। অধিকাংশ রাক্ষসীয় যাহা হউক, আমরা আমি আপনার নিকট কোন কোন দ্বার পাঠাইয়া দিব আমার নগ্ন মুহূর্ত আজ অপরাক্তই তাহা এখানে লইয়া আসিরে।”

মিঃ হং-লো-মু মিঃ রেকের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জুলিয়র দোকানের ঠিক সময়ে একজন তামাকবিকেতার যে দোকান ছিল সেই দোকানের দ্বারের আড়ালে একটি কীর্তিকায় কদাকার লোক লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, এবং অত্যন্ত আগ্রহভর্মশ্চ উদ্যত করে তাহাদের সকল কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। তাহারা জুলিয়র দোকানে প্রবেশ করিলে তাহাদের সঙ্গীতীৰ্থে দোকানখুনি লক্ষ্য করিতেছিল; তাহারা প্রস্তান করিলে তাহাদের দিকে চাহিয়া উঠক্ত মুখবিবর্ত্তি করিল।
বিতীয় উল্লাস

হাতের তীর ছাড়িয়া গেল

হং-লো-সু মিঃ রেকেকে সঙ্গে সহয়। তাহার মহাযুল্য রোলস-রয়য়েস কারে বেকার শ্রীলুটে উপস্থিত হইলেন এবং মিঃ রেকেকে তাহার বহিষ্কারে নামাইয়া দিয়া পাকাস্ক কোর্টে তাহার প্রাপ্তবয়স্ক বাসগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মিঃ রেকং তাহাকে চাপ হইয়া সাহা। বাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিনীতভাবে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

হং-লো-সু যে গুহে বাস করিতেন, তাহার অন্য অংশ তাহার দোকান ও গুদাম; কিন্তু বাসগৃহের সহিত সেই অংশ সম্পূর্ণ বিচিত্র ভাবে অবস্থিত। তিনি তাহার বাসকক্ষে প্রবেশ করিয়া সাহেবী পোষ্টাক খুলিয়া ফেলিলেন; তাহার পর পীতবর্ণ বেশমনিন্ধিত পরিচালন পরিধান করায় তাহাকে চীন দেশের রহস্য মান্দারিনের মত দেখাহইতে লাগিল। অন্তঃপর তিনি মান্দারিনদের ব্যবহার [টিপি মন্ত্রে ধারণ করিয়া তাহার পরিচালনের কক্ষ হইতে ভোজনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং অমৃত কাঠের পিড়ির সমুদ্ধে পুরু গালিচার আসনে উপবেশন করিলেন।

তাহার হাতের কাছে রৌপ্যকর্মযুক্ত বৈদ্যুতিক ঘটা ছিল। তিনি সেই ঘটা স্পষ্ট করিতেই একজন স্বেদিয়ারী ভুটা অন্য কক্ষ হইতে তাহার সমুদ্ধে আসিয়া অভিবাদন করিল।

হং-লো-সু তাহাকে বলিলেন “আমার চা, মিথাই বাদাম আনো। আমার আমার বিজ মুছোরী চেনে এখানে হাজির থাকিতে বল।” ভুটা অভিবাদন করিয়া এনান্ধন করিল; কিন্তু আল কাল পরেই উৎক্ষৎ চা এবং রৌপ্যাপ্রের বিভিন্ন খাদ্য ব্যব লাইয়া করিয়া আসিল। স্নাত্তশ্চ।
মিংএর প্যালায় সে কবে একার মিটান্নও অনিম্নল দিল। সেই সকল সাম্য যে তাহার প্রভুর সমুখস্থিত পিড়ির উপর পাখিয়া বলিল, “হংসুরের মুলুক মুল্যবান চেন এখনই আসিবেন বলিলেন।”

ভূতা প্রহান করিলে সেই কক্ষের একটি দায়ের সমুখে প্রাপ্ত তরী পার্থীর পদ্মা সরাইয়া। একটি পীঠ চীনামায় গৃহায় সস্ত। সমুখে উপনিষিদহই একটি ধর্মশাস্ত্রকায়, সুলদেহ। তাহার হাতে একখানা মোট-বহি ও পেলিম মুহুর্ত চেন প্রভুর ইতিহিতে তাহার সমুখে সেখানের উপর বসিয়া পডিল।

হং-লো-স্ত তাহার মুহুর্তেকে বলিলেন, “ছোট গেলারীর লিখ তোমাকে কাছে আছে চেন! আমি বাহাব বল লিখিয়া লও।”

ছোট গেলারীর নামক কক্ষে প্রাচ্যদেশীয় প্রাচ্যীন যুগের অনেক দুর্লভ মুল্যবান শিলাদ্বয় সকিয়াছিল; হং-লো-স্ত সেই সকল সামগ্রীর মধ্যে যে শিরা নাম স্মরণ ছিল তাহ। বলিতে লাগিলেন। মুহুর্তি ইহার কারণ বুঝিয়া পারিয়া বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তাহার চোখে মুখে কোডুললের কে চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল না। কয়েক মিনিট পরে হং-লো-স্ত নীরব হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাহার পর দুর্গামন্ত্র মুখ তুলিয়া বলিলেন, “চেন, তুমি এই জিনিসপত্র তালিকার সহিত মিলাইয়া নহ! সর্বকথা একটি পাকিং-বাক্সে পাক করিবে। তাহার পর সেই বাক্সটি মিসি সেভারেস্টের নিকট পোষাইয়া দিবে। তাহার ঠিকানা রিজেন্ট স্ট্রই অদরে ফুলুর প্যাটভুল প্যাট। অমার ইচ্ছা, আমার বৈকলেই এই সংস্কৃত তাহাকে হংসুরের হয়। তুমি জিনিসপত্র তাহার নিকট নিজে দইো নহযাহে, এবং প্রত্যক দ্বারা মিলাইয়া বুঝাই দিয়া। সর্জন আসিয়া তোমাকে আনা একটা কাজ করিতে হইবে। হিসাবের খাতা দেখিয়া প্রত্যক দ্বারার প্রতি মুল্যার এক একখানা টিকিট প্রস্তুত করিবে এবং সে টিকিট প্রত্যক জিনিসের সঙ্গে ফিস্তা দিয়া। বাধিয়া দিবে; তাহা হইলে মুহুর্ত নিদিদ্ধী মুল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে। যত টাকা মুল্য হইবে তাহ একটি তালিকাও তাহাকে দিবে। আমার কথা বুঝিয়ে পারিয়াছ?”
চেন বিনীতভাবে বলিল, “হা, ছড়া, আপনার অধম ভূতা পাণ্ডব বুঝিতে পারিয়াছে। ছড়ার ছড়াম অবিলম্বে তামিল হইবে।”

হং-লো-স্ত্র বলিলেন, “উত্তম, এখন আর এক কাষ কর। ছোট গোলার্থে ভগবান বুঝিতে পারিতে বুঝিতে যে অধারটি সংরক্ষিত দেখিবে—তাহার নীচে কাচের কোটায় যাহা সংরক্ষিত আছে তাহ। লইয়া আসিবে। তুমি চারিটা লইয়া যাও।”

হং-লো-স্ত্র তাহার অন্ধকারের ভিতর হাত পুরিয়া পিতলনিষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্র চারি বাহির করিয়া চেনের হাতে দিলেন। চেন তাহ। লইয়া আতুকে অবিভাবন করিয়া প্রস্তুত করিল।

সেই কক্ষের দামের সমৃদ্ধিশীল পদ্ধ প্রসারিত হইলে হং-লো-স্ত্র তাহার আদর্শিত বেশের দাল। খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি পুরুষ ছড়া কাজ বাহির করিলেন। তিনি কাগজখানির ভাটার খুলিয়া সমৃদ্ধি প্রসারিত করিলেন এবং চারি ভাষায় তাহাতে যে সকল কথা লেখা ছিল তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি একটি গভীর মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন যে, অন্য কোন দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। অবশেষে ঢার-প্রায় দশশ শুনিয়া তিনি তাহা ভাঁজ করিয়া ডেকের উত্তর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার মূর্তী চেন দামের পদ্ধ। সরাইয়া সেই কক্ষ প্রবেশ করিল।

চেন উভয় হস্তে একটি কাচময় বুঝি কোট। বহন করিয়া একটি সত্যরূপ ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং একটি সম্পত্তির ছড়াম একটি অগ্নিসংঘ হইল যে, তাহার ভাববিদ্ধ দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত, যে কোন মহামূল্য ব্যবহার বহন করিয়া আনিতেছিল। হং-লো-স্ত্র তাহাকে অগ্নি হইতে দেখিয়া তাহার সমৃদ্ধি একথানি ছড়া সে মূর্তী অপরাধ প্রসারিত করিলেন। হং-লো-স্ত্র তাহার মূর্তিকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে যে সকল সামগ্রী লইয়া জনি সেভারলের নিকট যাইতে বলিয়াছি, তুমি সেই সকল সামগ্রী লইয়া সেই স্থানে যাহা করিবার পূর্বে আমার সঙ্গে দেখা করিবে। এই
সামগ্রিতিতেও আমি তোমার সঙ্গে তাহার নিকট পাঠাইতে পারি।—তবে ইহাতে পাঠাইব কি না তাহা এখন পর্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমাকে আমার অভিপ্রায় জানাইব।"

মুহূর্তি বলিল, "যে আজ্জা, ছাঁদুর!"

মুহূর্তী প্রস্থান করিলে হংসলোক্তু তাহার সমুখে মেরশিমার আশুতোষ উপরের উপরে হইতে কাচময় অবরণের সমপর্ণে বুলিয়া লইলেন এবং তাহার ভিতর হইতে যে সামগ্রী বাহির করিয়া সদ্যক্ষেত্র দৃষ্টিতে নিরলস করিতে লাগিলেন, তাহার পাতলা ও সুন্দর পদার্থনিষ্ঠ বহুলকালি পেয়ালার। তাহার প্রাচী শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শকরূপ। বহু পুরাতন চেঙ রাজবংশ যখন চীন সামর্জ্যের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিত, এবং যে প্রাচীন যুগে চীন দেশের শিল্প, পাদচিত্র, বাণিজ্য, বিভিন্ন কৃষি প্রভৃতি সম্বন্ধ জগতের আদর্শকরূপে বিলাসিত ছিল, সেই সময়—খুঁটোর জন্য তিন শতাব্দী পূর্বে এই পেয়ালারটি নিম্নরূপে হইয়া মোকালের বর্ণ-গুরুত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতেছিল। ময়ূরকির নীল (peacock blue) এবং পৈতৃ, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণের এরূপ উচ্চতর বিভিন্ন সমাচারের মিলন-নৈপুণ্য জগতের বর্ণ-সামগ্রীতে উৎক্ষেপন হইতে শান অধিকার করিয়া শিল্পীর অনুষ্ঠানলগ্নী শক্তির পরিচ্ছেদ প্রকাশ করিতেছিল। পেয়ালার ভিতর চেঙ বংশীয় সমাজের অপূর্ব শোভাময় প্রাসাদ-চিত্র অক্ষরিত, এবং তাহার বহিরভাগে শ্রবণকীর্তি অহিংসক কে তের চিত্র শোভা সম্প্রদায়। পুরুষ-কুলুকুলর অতিক্রম পাপ তাহতে গুহা গুহা কৃষ্ণবর্ণ বিকিষ্ট হইয়া কে তের অপূর্ব শোভা বিষ্ণু করিতেছিল। চিত্র-শিল্পের আদর্শকরূপ এই পেয়ালারটির প্রকৃত মূল্য নির্দেশনা করা সহজ নহে; তবে কোন সময়ের মানিন্ত কোন উহার দশ সহজাত্মক পাতাল মূল্যে ক্রয় করিতে কুষ্টিত হইতেন না। কারণ প্রাচীন যুগে যখন মিন রাজবংশ চীনদেশে রাজত্ব করিতেন সেই সময় এরূপ আদর্শ শিল্প শ্রেষ্ঠ করণ কথন ঐ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল; কিন্তু চেঙ রাজবংশ উহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, এবং ঐ রাজবংশের রাজত্ব কালে যে সকল শিল্প শ্রেষ্ঠ নিম্নিন্ত হইয়াছিল তাহা এরূপ দুর্লভ এবং মহান।
সমস্ত রসায়নের এরূপ আদরণীয় যে, আরও অধিক মূল্য তাহার বিক্রয়ের সম্ভাবনা ছিল।

মঃ হং-লো-হ্যাচীন ভাষায় লিখিত যে কাগজখানি পাথ করিতেছিলেন তাহার। এই পিয়ালার পরিচায়ক বা উহার ইতিহাস বলিয়াই মনে হয়।

তিনি পাঠ ছাত্র অস্ত্রণের উপর নামাইয়া রাখিয়া সেই কাগজের আঁচল অন্তর্ভুক্ত পুনর্বাচন পাথ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তিনি অন্যতম যে বলিয়া লিখিত, "আমর সমান কথো ক্ষেত্রকে কি কথা যা জানাইয়া তাহার উপদেশ প্রাপ্ত।

করিব? না, তাহাকে কোন কথা না বলাই ভাল? আমি হং-লো-হ্যাচীন কিন্তু দেহাত নদী রসায়নের করিতে পারিনা। 

ধৃত সহিত ধৃত একাধী স্বার না কোন ফল নাই হইবে কি না কে বলিতে পারে? আমি এই পেয়ালাটি দেহাতের তুলনায় নিকট হইবে (cast into the scale of chance,)

ইহা দ্বারা আমি প্রকৃত প্রমাণ, এমন যে রহস্যের সৃষ্টি অবিষ্কার করিতে পারিনা, তাহার বা কে বলিতে পারে? হে কুপালিন্ধ ভল্লুক বুলাপেই।

এই নিবিড় অংশ কারে আমাকে আলোকের পথে পরিচালিত কর গ্রহণ।"

তিনি পূর্বে এক ঘটনা গভীর চিহ্নায় মন্ত্র রাখিয়া।

এই এক ঘটনা চিন্তায় পর তিনি কর্মস্বরূপ স্বার করিয়া লিখিল। এবং তাহার মূলী চেনকে পুনর্বাচন আন্তর্জাতিক করিয়া লিখিল, "শোন চেন, আমি এই মহামূল্য পেয়ালাটি অনান্য দৈবের সঙ্গে সেই ধৃততার নিকট পাথাইব মনে করিতেছি।

ইহা কিয়া মূল্যবান ও ধৃতপ্রায় হই তাহার তুমি জান; তুমি ইহ। অত্যন্ত সতর্কভাবে নহে যাইবে। জিনিসগুলির মূল্য তালিকায় ইহার মূল্য দুই হাজার পাউণ্ড লিখিয়া দিবে। তুমি সেই সমান মহিলার সঙ্গে একথাও জানাইবে যে, প্রশ্নাস্তু আর যদি কেন কেত। উহা ক্রমে কারণে উৎসব হয় তবে তাহা। তিনি তাহারই নিকট কর্ণী করিবেন।

অন্য সময় উহ। বিক্রয় করিতে তাহাকে নিশ্চেষ করিবে। প্রশ্নাস্তু আর উহ।

প্রাক্তান্তে রাখিবে হইবে। আর উহা। সহজে সাধারণের ক্ষতি অক্ষুন্ন হয়।—আমার কথা সংক্ষিপ্ত করিয়াছ।"
চেন বলিল, "হা হজুর, বুঝিয়াছি।"

ং-লো-হুর ইদিতে চেন সেই মহামূল্য পেয়ালার আধারটি হুই হাতে তুলিয়া লইয়া অতি সন্তর্পনে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। এরূপ বহুমূল্য, হ্রুয়্য ও প্রতিকর সেখের জিনিসটি হাতছাড়া করিয়া—ং-লো-হুর দীর্ঘ নিখাস ত্যাগ করিলেন—যেন তিনি অত্যন্ত আনিষ্কার সহিত উহা পরে হাতে তুলিয়া দিলেন। হুই হাজার পাউণ্ড তাহার ন্যায় ধনাট্য ব্যাঙ্কর পকে অধিক নহে; এই টাকার জন্য তিনি কেন উহা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রায়শীতে পাঠাইলেন, তাহা অন্য কাহারও বুঝিবার শক্তি ছিল না।

চেন অদৃশ্য হইলে তিনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাতের তীর ত ছুঁড়িয়া দিলাম, এখন দেখা যাওক, ইহার কি ফল হয়।" (let us see what comes.)

অতঃপর তিনি উঠিয়া সেই কক্ষের প্রান্তবত্তী দালান অতিক্রম করিয়া অলংপুরের অন্য কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই সকল কক্ষে তাহার পরিবারস্থ রমণীর বাস করিতেন। তাহার প্রাপ্তাহিদ প্রিয় পুত্রটি অনংপুরের সেই অংশেই বাস করিত। তিনি অবসর কালে তাহাকে বাণিজ্য ব্যবসায় সময়ে শিক্ষা দিতেন। তাহার সুলভ কিছু কাল আলাপ করিবার কথা তাহার আগহ হইয়াছিল।

সেই পেয়ালাটি সেই দিন অপরাহ্নে জুনি সেবারেষ্পের হস্তে প্রদত্ত হইল। সেই অপূৰ্ব্ব সামগ্রী হই হাজার পাউণ্ড বিক্রয়ের অধুমতি পাইয়া। জুনি অত্যাৎ বিক্রিয়া হইল। ং-লো-হুর উহার মূল্য লিখিয়া না দিলে জুনি উহা অনেক অধিক মূল্যে বিক্রী করিতে পারিত বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। জুনি মনে করিল—হয় ত সেই সামগ্রীটির মধ্যে এরূপ কোন খুঁত ছিল যে অন্য হং-লো-স্ত উহার ঐরূপ মূল্য হ্রাস করিয়াছিলেন, তৎস্মৃত উহার মূল্য হ্রাসের অন্য কোন কারণে সে নিঃখে করিতে পারিল না; কিন্তু সে সত্যতায় বরীক্ষা করিয়াই উহার কোন খুঁত দেখিতে পাইল না। সে বাতায়নর অত্যন্ত সর্কা অধিক প্রকাশ্য হলে তাহা সংস্থাপিত করিল। জুনি
দ্বিতীয় উল্লাস

বুঝিতে পারিল এই পেয়ালার প্রতি সর্বপ্রথমে দর্শকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট
হইবে। হং-লো-হুয় প্রেরিত জিনিসগুলি দোকানে রাখিয়া সে সায়ংকালে
দোকান বন্ধ করিল।

যদি জুলি বুঝিতে পারিত সেই পেয়ালাটি ঐ ভাবে তাহার দোকানে
রাখিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শনের ফলে কি ভীষণ অনেক ঘটিবে তাহা
হইলে সে তাহা স্পর্শ করিত না; সে সাংঘাতিক বিষের ন্যায় তাহ। বর্জন
করিত, এবং হং-লো-হুয় নিকট ফেরত পাঠাইতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিত
না।
তৃতীয় উল্লাস
হং-লো-স্ত্র কষ্টক

মিঃ রেক তাহার সহকারী স্মিথকে সঙ্গে লইয়া নেসন্যাল পোর্টিং ক্লাব জ্যাক হিলার্ড এবং বন্টি এনন্ডু নামক হইজন মুক্তিযোদ্ধার মুক্তিযুদ্ধ দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা বোনাক্সারের যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া করিতে বাড়ী ফিরিলেন।

তাহারা উভয়ে ট্যাঙ্কি হইতে নামিয়া সিডি দিয়া দোতালায় উঠিলেন তাহার। উপরে শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেই একজন চোখ চেয়ার হইতে উঠিয়া দাড়াইল এবং মিঃ রেককে সমান ভরে অভিযোগ করিল।

মিঃ রেক তাহার দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, সে স্পুন্দিন্দ ধনা চৈন। বিদিক হং-লো-স্ত্র বিষ্ণু মুহূর্ত চেন। চেন তাহার মনিবের আকে অনেকবার মিঃ রেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, এবং স্মিথও তাহাকে চিনিত।

মিঃ রেক তাহার বন্ধ হং-লো-স্ত্র সন্নিত যে দিন জুনি নেভারেন্ড প্রাচীন ও দুর্ভ শিল ঘোড়ের দোকানে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার দশ দিন অতিক্রম হইয়াছিল। এই দশ দিনের মধ্যে মিঃ রেক তাহার দের বিদেশী বন্ধু কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এই কয় দিনের মধ্যে একদিন মাত্র জুনির দোকানে উপস্থিত হইয়া হং-লো-স্ত্র প্রেরিত মূলাব ও প্রাচীন যুগের শিল্প্রক্ষণ দেখিয়াছিলেন। ভোরায় স্ট্রিট এর প্রস্তরীতি দোকান খুলিয়া জুনি যে সকল জিনিস প্রধান করিয়াছিল তাহার অনেক জিনিসই দশকগণ কয় করিয়াছিল; মিঃ রেক জুনির সহিত সাঙ্ক্ষেপ করিয়া সে কথাটা জানিতে পারিয়াছিলেন।
তৃতীয় উল্লাস

মিঃ রেক সেই অসময়ে চেনকে তাহার উপবেশন-কক্ষে প্রতিক্ষা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ; তাহার আশঙ্কা হইল হং-লো-স্তু গিয়া পণ্য-হ্রাস-গুলি সমক্ষে কোন বিবাদ ঘটিয়া ধারিয়া, এই অন্যায় হং-লো-স্তু চেনকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা। তিনি অহ্যামান করিতে পারিলেন না।

মিঃ রেক চেনকে প্রতাপিয়া করিয়া বলিতে বলিলে সে বিদ্যা তাহার নীলবর্ণ দাঙ্গের কোটের পকেটে হাত পুরিয়া দিল এবং একখানি লেকাপাই বাহিয়া করিয়া মিঃ রেকের সমুদ্রে ধরিয়া মুখুর্তের বলিল, “আমার সমাধান প্রায় এই পত্রখানি আপনার হইতে, অর্পণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।”

মিঃ রেক পত্রখানি হাতে লইয়া লেকাপাই উপর নিজের নাম দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার চেয়ারে বসিয়া কাগজ-কাটা ছুরিকার লেকাপাই ধার কাটিয়া ফেলিলেন; তিনি লেকাপাই ভিতর হইতে হং-লো-স্তু স্বাক্ষরিত দে পত্রখানি বাহিয়া করিলেন তাহার ভাজ খুলিয়া গাঢ় করিলেন,—

স্ববিধায় রবীন্দ্রনাথ রেক মহোদয় বরাবরে—

"প্রিয় বন্ধু, এই অনুমাণে আপনার শান্তির ব্যাঘ্র করিতে বাধ্য হইলাম, এজন্য আপনার নিকট কোন ভিক্ষা করিতেছি। পত্রবাহক কর্মচারীকে আদেশ করিয়া আপনি গৃহে উপস্থিত না থাকিলে সে আপনার প্রতাপামনের প্রতিক্ষা করিবে। ইহাতেই আমিঃ বুঝিতে পারিতেছিলেন আপনার সহিত পরম্পর করিবার জন্য আমি কিরূপ অধীর হইয়াছি। আমার প্রিয় পুত্রটি জরুর শয্যাগত; তাহাকে ফেলিয়া আপনার নিকট যাইতে পারিলাম না। এ অবস্থায় আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার এই অযোগ্য বন্ধুর তুচ্ছ বাস্তব গাঢ় পাঠাইতে পারিতেন, এবং তাহার প্রতি এই অন্তঃপ্রত্যুৎকৃষ্ট প্রদর্শন করা আপনার আদায় না হইয়া তাহা হইলে চিরকালে গৃহীত হইবে—

আপনার অযোগ্য বন্ধু—
চিরকৃতকাল হং-লো-স্তু,
লাল বোতামধারী মান্ডারিন।"
বন্ধু স্বাভাব।

মঃ কৃষক পত্রধানি ভাঙ্গ করিয়া লেকাপায় পুরিলেন এবং তাহ। দেরান্ত রাখিয়া সিখণী বলিলেন, "স্থির, গাড়ী আনো। তোমার জ্যোতের উপর একটা পুরু কোট পরিত্যাগ করো, কোটে যাতে হীরা।"

মঃ কর্তার জন্য একজন হইবার পুরুষই স্থির শক্তির চালনা পরিচালনা সহজতি হইল। তাহার পর টুপি মাধ্যম দিয়া গাড়ী আনিতে চলিল।

মঃ চেনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। স্বশ গাড়ী আনিতে তিনি চেনকে সেদে লইয়া নিশ্চয়ে গৃহস্থীর করিলেন।

মঃ হঁ-লো-ঝুর বাসগৃহের বহিষ্কারে উপনিষিদ হইলে চেন গাড়ী হইতে নামায়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সেই স্ত্রীর তালিকায় এক অংশ মালাবাদ। সেদেশে প্রাচীন-শোন্দ নানা প্রকা পণ্য ব্যবস্থা বস্তাবন্ধী হইয়া, তুলিয়া সহজতি ছিল; চেন সেই সকল বাসায় গাড়ী দিয়া চলিতে লাগিল। নানা প্রকার মসলা, কপুর, চা, রজন, চম্পকা প্রভৃতি প্রবেশের মিত্রশশা মঃ করকে নারায়ণে, এবং করিতে লাগিল।

এইরূপ বিভিন্ন স্যাম্বল অতিক্রম করিয়া চেন মঃ করকে হঁ-লো-ঝুর অন্তর্ভুক্তে একটা কোকে লইয়া গেল। সেই কক্ষটি দুর্গ হইলেও স্বস্বভাবে অভাবনা-কক্ষ। হঁ-লো-ঝুর অন্তর্ভুক্ত বস্তুর বাস্তীত অন্য কাহারও সেই কক্ষে ব্যবস্থাপনা ছিল না।

স্থির মঃ করকের অনুসরণ করিতেছিল। তাহারা উত্তেজিত চিন কক্ষে এবং শ্রদ্ধাহীন মঃ করকে সমুদ্রে দেখিয়া তাহার তাহার আসন হইয়া উঠিলেন এবং উৎসাহের দুই হাত পেটের উপর বলাইয়া লাগিলেন। চিন দেশে ইহাই না, কি স্থানটি অভিনব। তীর্থস্থিতি শাস্ত্র অনুসারে নিদর্শন! অবস্থান মতে অভিবাদন না। করিয়া, এমন কি, অন্ত্রিকের সহিত কর্মসম্পন্ন না। করিয়া নিজের পেটে দুই হাত বলাইলেই গভীর সমাধি শান্তি করা হয়। চিন্তাভাবনায় মতে 'উপরই জ্ঞানের বাস্তবায়ন!' (The abdomen is the 'seat of wisdom.')
হং-লো-সু মিঃ মনোক ও স্থিত তাহার পার্শ্বে আসনে বসিবার জন্য  ইহিতে করিল তাহার। কোট খুলিয়া রাখিয়া নির্দিষ্ট অসাধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন হং-লো-সু চেনকে বিদায় দান করিয়া রোপ্যানিষিদ্ধ ঘটা স্পর্শ করিলেন। তৃত্তীয়ে সেই ইহিতে বুধিতে পারিল অমিরীর মহাদারকর জন্য তাহার নিকট খাদ্যস্বার্থী লইয়া যাইতে হইবে।

অন্তত হং-লো-সু মিঃ মনোকের অভাবনামুক্ত ছুই একটি কথা বলিয়া তাছার দিনের সুখ্যাতকলের একােনি দীনী সংবাদপত্র খুলিলেন, এবং মিঃ মনোকে তাহার একটি ‘পার্ট’ দেখিতে দিলেন। সেই পার্টটি পুর্বেই নীল পেশিল ঘরে চিহ্নিত করা হইয়াছিল।—মিঃ মনোকেই চিহ্নিত পার্টটি পাঠ্য করিলেন। সেই পার্টটি এইরূপ,—

“টেমস নদীতে মৃত্যুদেহ! ”

“আজ অতুল্য লল-পুলিশ এডভেন্স এর অদৃশ্য নদীক্ষেত্র হইতে একটি মৃত্যুদেহ উদ্ভাবিত করিয়াছে।

“এই হত্যাকারী ব্যক্তিকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা কর। হইয়াছে বিলিয়াই ধারণ হয়; কারণ মৃতদেহটি পুলিশ কর্তৃক তীরে উদ্ভাবিত হইবার কয়েক ঘটা মাত্র পূর্বে সেই ব্যক্তি নিহত হইলেও তাহার মৃত্যু অস্ত্রাঘাতে এরূপ বিকৃত করা হইয়াছিল যে, তাহাকে সন্মান করিবার কল্প সত্ত্বায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

“নিহত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা করিয়া বুধিতে পারা গিয়াছে—সে হয় চীনাম্যান—না হয় জঙ্গানী; পাখিদের পীতাঙ্গ বলিয়াই অস্মান হইয়াছে। কৃটলগুলি ইয়ার্ড এই হত্যাকাণ্ডের অস্ত্রভাব এরূপ করিয়াছে, এবং পাখীর পূর্ব ইতি‌মধ্যেই অস্মান আরম্ভ হইয়াছে।”

মিঃ মনোক পার্টটি গল্পের ভাবে পাঠ করিয়া কাগজখানি হং-লো-সুর হতে প্রত্যাগত করিলেন।

হং-লো-সু বলিলেন, “আপনি এখানে আসিবার পূর্বে কি ঐ সংবাদটি দেখিয়াছিলেন?”
মি: রেক বলিলেন, “না, আমি এই সাক্ষাৎ সংক্রান্ত দেখি নাই।”
হং-লো-স্যু বলিলেন, “আমরা পরে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করব
এখন এই গোষ্ঠীর অতিথিদিগকের জন্য যে যৎসামান্য আয়োজন করিয়া
তাহার সদ্যবাহুর করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিব।”

মি: রেক ও স্নেহ হং-লো-স্যু প্রদত্ত চা, মিষ্টিকা এবং বাদামাদি ফল আহার
করিয়া তাহাকে সুখী করিলেন। আহারার্থে মি: রেক ধুমপান করিয়া
করিয়া কথাটা গুনিবার আশায় হং-লো-স্যু মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন
কিন্তু তাহাকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হইল না। কয়েক মিনিট পরে
হং-লো-স্যু একখানি আসনের উপর হইতে রেশমী আচ্ছাদন-বন্ধ অপসারিত
করিয়া প্রাচীন যুগের চে রাজবংশের সমসাময়িক একটি মহামূল্য পেয়ালাটি
গুতি মি: রেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। মি: রেক সেই পেয়ালাটি
দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। তাহা তিনি এক সম্প্রতি পুরুষ মি:
সেভারেসের দোকানের বাতায়নে প্রাচীন যুগের শিল্প দ্বয়রাজ্যের মধ্যে বিশি
স্মান অধিকার করিয়া প্রদর্শিত হইতে দেখিয়াছিলেন।

মি: রেক হং-লো-স্যু হাত হইতে পেয়ালাটি স্থগিত লইয়া উঠিয়া
দৃভাইলেন, এবং বাতায়নের আলোর নিকট গিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া
লাগিলেন; কারণ তাহার মনে হইল হং-লো-স্যু অকারণ তাহা তাহাকে
পরীক্ষা করিতে দেন নাই।

প্রথমে তিনি সেই পেয়ালাটির কোন খুঁত ধরিতে পারিলেন না; শেষে
তিনি তাহ। উন্টাইয়া ধরিয়া তলার প্রত্যেক অংশ লক্ষ্য করিয়া করিয়া
নীচের কিনারায় চাহিয়া হঠাৎ জ্ব কুকি করিলেন, তাহার পর পকেট হইতে
পকেট-ম্যাস বাহির করিয়া অথিকতর সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে
লাগিলেন। এই ভাবে পরীক্ষা শেষ হইলে তিনি হং-লো-স্যু আসনের
নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

হং-লো-স্যু প্রশস্তচক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলে তিনি মুহুর্তে
বলিলেন, “মাননীয় বন্ধু, চেং রাজবংশের রাজত্ব কালে যে শিল্প খ্যাতিলাল
করিয়াছিল, আমি সেই শিল্পের তেমন সমর্থন নাই এ কথা। বীরীভব করিতে
আমি লজ্জার কন্ধন কারণ দেখিনি। ; তথাপি যদি আমার স্ন্যানশোধন নহে না
হইল থাকে তাহার হইলে এ কথা দৃঢ়তার সঙ্কে বলিতে পারি যে, এই
পেয়ালাটিকে সনাতন করিবার পোষা চিন্তা দেখিতে পাইতেছিনি। সেই চিন্তা
শিরীভের অন্ততেই একটি অবিভক্ত বুদ্ধি। করিয়াছিলেন পূর্বে আপনি আমাকে
আপনার পেয়ালার সেই চিন্তা দেখাইয়াছিলেন।

ঝং-লো-স্কু পেয়ালাটি হাতে লইয়া তাহা উঠাইয়া দেখিলেন; তাহার পর
তিনি মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মান্যনীয় বন্ধু, আপনার কথা সত্য;
আপনাকে আরও দুই একটি কথা বলি চতুর্কৃত। আপনি আমার ক্ষুদ্র
গেলারীর ভিতরে যে পেয়ালাটি দেখিয়াছিলেন, তাহার আমি অন্যান্য শিল্প
জ্ঞানের সাহিত মান্যনীয় মিস সেভারেসের প্রচুর শিল্পের পরদৃশ্যাদি পাঠাইঘুলি
ছিলাম। তাহা দেখানে পাঠাইবার পূর্বে সতর্ক ভাবে পরিক্ষা করিয়াছিলাম
এবং আমার বিশ্বাস মুহুর্ত চেন তাহা সম্ভবে মিস সেভারেসের হস্তে প্রদান
করিয়াছিল। মিস সেভারেসের নিকট উহার যে মূলতাত্ত্বিক প্রেরিত
হইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে জাপন করা হইয়াছিল প্রেরিত পেয়ালাটির
মূল্য দুই হাজার পাউও। আপনি বোধ হয় জানেন তাহার একুত্র মূল্য দুই
হাজার পাউও অপেক্ষা বহুগুণ অধিক।

"প্রিয় বন্ধু, আমার কথা জন্মায়। আপনি বিশ্বাস হইতেছেন, কিন্তু আমি
কোন গুল্ম সম্প্রদায়ের বশবত্তী হইয়াই আদেশ করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন তাহার
তাহার দোকানের রাতায় রাতায়। প্রদর্শনের বাবস্থা করেন, এবং এ কথাতে
জানাইয়াছিলাম যে, দোকান দীর্ঘোক্তি প্রদর্শনেতে তাহ। প্রদর্শিত হইবার পূর্বে
যেন বিক্রয় করা না হয়; কারণ উহার সেই প্রদর্শনীতে দেখাইবার মত জনিম।
আমার এই অনুরোধেরও একটি গুল্ম কারণ ছিল। প্রদর্শনীতে বে সুকল
দর্শক উপস্থিত হিয়ে তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সেই পেয়ালাটির গ্রেফতার
অধিক পরিমাণে আকৃত হয়—তাহাই জানিবার জন্য আমার যথেষ্ট আগ্রহ
হইয়াছিল। এই বিষয়ের সদ্ব্যতে লইবার জন্য আমি আমার মুহূর্ত চেনকে
ছুই দিন প্রাধানী হলে প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে ছুই দিনই ছয়বেশে সেখানে উপস্থিত হইয়া দর্শকদের আচরণ লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু যে পাঁচ দিন প্রাধানী খোলা ছিল, সেই পাঁচ দিনের মধ্যে একদিনও কেহ সেই পেয়ালাটি ক্ষয় করিবার জন্য ওৎস্বরু প্রাকাশ করে নাই, কেহই তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করে নাই; তবে অনেকই তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছিল বটে।

“প্রাধানীর শেষ দিন ছয়বেশী চেন আমার আদেশ হয়েছিল ছুই হাজার পাঁচ মূলা উহ। ক্ষয় করিতে চাহিয়াছিল। যে সময়, সে সেই পেয়ালাটি ক্ষয়ের জন্য অগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল তখন প্রাধানী বন্ধ হইবার আর এক ঘটি। মাত্র বিলম্ব ছিল। আমি পেয়ালাটির মূল্য ছুই হাজার পাঁচ নিদিষ্ট করিয়াছিলাম, এ জন্য মিস সেভার্ল্যান্ড চেনের নিকট তাহা ঐ মূলা ক্ষয় করিয়াছিল। তিনি তাহার প্রাপ্য কমিশন পাইলেন, আমার পেয়ালা এই ভাবে আমারই নিকট ফিরিয়া আসিল; কিন্তু আমি যে উহার ক্ষতি তাহা মিস সেভার্ল্যান্ড জানিতে পারিলেন না।

“চেন আমার আদেশ ছয়বেশে প্রাধানীতে উপস্থিত হইয়া আমার পেয়ালা আমারই জন্য ক্ষয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যেই অন্য কেহ তাহ। ক্ষয় করিতে উদ্যত হয় তাহা। হইলে সে সেই লোকটিকে চিনিয়া। রাখিবে এবং তাহাকে উহ। ক্ষয় করিতে দিবে না; পেয়ালা অনেক হস্তগত হইবার পূর্বেই চেন তাহ। দখল করিবে। হতরাং আপনি বুঝিয়াছেন আমি এই পেয়ালাটি আমার শুধু সংকল্প সিদ্ধির কোন শ্রেষ্ঠ রূপে ব্যবহার করিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয আমের গতকালে সার্জকালে প্রাধানী বহন হইয়াছে। চেনের নিকট জানিতে পারিয়াছিল সে প্রাধানী হইলে ছুই দিন আপনাকে দেখিতে পাইয়াছিল। গত কলা সন্ধ্যার প্রাকালে এই পেয়ালাটি আমার হস্তগত হইয়াছিল।

“আমি আমার শিল্পশালার ছোট গেলারীতে উহা পুনঃস্থাপিত করিয়া স্থখী হইতে পারি নাই; কারণ সেই সময় আমি সতর্কভাবে উহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারি উহা স্থ্রাচীন চেন রাজবংশের রাজার কালে সংগঠিত.
সেই সর্কারসহ বিখ্যাত পেয়ালা নহে; উহা তাহার একটি অসাধ্য ও তৃপ্ত নকল মাত্র! উহা মূলাহীন অকিঞ্চিত পদার্থ। আমি জানি চেন্নায় রাজবংশের পতনের পর মিং রাজবংশ চীন সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলে পূর্বতন চেন্নায় রাজবংশের অন্যতম কালের অনেক উৎকৃষ্ট ও মহাকাশী শিল্পবাদ সামগ্রী নকল বাহির হইয়া তাহা। আরোহের স্থান অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেই চেষ্টা কোন দিন সাফল্যাদি করে নাই। সেই সময় আমার অধিকাংশ আসল পেয়ালাটিরও একাধিক নকল বাহির হইয়াছিল। সেই যুগের কোন শিল্পী চিত্রকর ও ভাবের পূর্বতন যুগের শিল্পীদের সমকক্ষ হইবার লাভ করিতে পারে নাই।

“মাননীয় বন্ধু, এখন কথা এই যে, আমার মহামূল্য আসল পেয়ালাটির পরিবর্তে এই নকল পেয়ালাটি কোথা হইতে কি কোথায় আমার নিকট প্রেরিত হইল?”

মিং রেকে এই গ্রন্থের উদ্ধরে কোন কথা বলিবার পূর্বেই সেই কথ্যের পদ্ধতি বাহিরে মূল জটিল হইল; ইহা সতর্কতাযুক্ত ইচ্ছিত তারিখ হং-লো-সু হাট তুলিয়া মিং রেকেক নীরব হইবার জন্য ইসার। করিলেন। মূর্ততরে একজন তৃত্য পদ্ধতি তুলিয়া। সেই কথা প্রবন্ধ করিল। সে তাহার প্রদূচক নিয়মের জন্য ইন্ডিয়া টেলিফোনে কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে চাহে। এইরূপে বুদ্ধিমান মিং হং-লো-সু মিং রেকেক কণ্ঠাল অপেক্ষা করিতে অন্যোন্নত করিয়া সেই কণ্ঠতঙ্গ করিলেন।

তিনি অদৃশ্য হইলে স্মিথ নিয়মের বলিল, “কর্তা ব্যাপার কি? কি উদ্দেশ্যে উনি ঐ সকল কথা বলিলেন? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।”

মিং রেকে বলিলেন, “আমিও এখন পর্যন্ত উহার মনের ভাব বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু আশা করি শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিব স্মিথ! এই ব্যাপারের মূল কোন একটি প্রাকাও রহস্য প্রদান আছে।”

স্মিথ বলিল, “আসল পেয়ালাটি কিরূপে অদৃশ্য হইল?”
মি-র বেকে সৈকতের বাহিরে মুখদগ্ধতার জন্যা সৃষ্টিকরে নীরব হইবার জন্যা ইচ্ছা করিলেন। মূলত গরেই হংকং সেই কজ্জ পুনঃ-প্রবেশ করিলেন। তিনি তাহার আসনে বসিয়া সহাসে বলিলেন, "বন্ধু, আপনি বোধ হয় মনে করিতেছেন আমি আপনার নিকট কোন রহস্য গোপন করিতেছি। মাননীয়! মিস সেভারেন্স টেলিফোনে এইমাত্র আমাকে ভাকিতেছিলেন। আজ সন্ধ্যার সময় আমি আপনার নিকট যে পত্রখানি পাঠাইয়াছিলাম আমার একটি ভুতা তাহ। লইয়া গিয়াছিল; ঠিক সেই সময় আমি আর একজন ভুতাকে একখানি পত্র লইয়া মিস সেভারেন্সের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। মিস সেভারেন্স ও তাহার মাতা বিক্টোরিয়া টেলিফোনে বেলাতে বাড়ীতে বাস করিন, পত্রখানি তাহাদের সেই বাড়ীতে পেশীরত হইয়াছিল। মিস সেভারেন্স আমাকে বলিয়াছিলেন তিনি প্রাচীন শিল্প দর্শনের দোকানখানি খুলিবার সময় হইতে তাহার মাতার সহিত অন্য একখানি কুঠু গৃহে বাস করিতেছিলেন—তাহ। বিক্টোরিয়া টেলিফোনে গনারস ম্যানসেনে অবস্থিত। তিনি তাহার পূর্বকৃষ্ণকালে যে বাড়ী আছে তাহা তাহার তাড়া দিয়াছেন এ কথাও তাহার নিকট শুনিয়াছিলাম। মিস সেভারেন্স টেলিফোনে এখন আমাকে জানাইলেন, তিনি থিয়েটারে যাওয়ায় সেই পক্ষ খানি বিলম্বে পাইয়াছেন। তিনি অবিলম্বেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন এবং তাহার কোন বঙ্গে সঙ্গে লইয়া। এখানে আসিয়া পারেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি তাহাকে বলিলাম আপনি এখানে উপস্থিত আছেন। এ কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন তাহার সেই বক্তৃতাতে আপনিও চেনেন। যাহা হউক, আমি যে কথা বলিতেছিলাম তাহাই এখন বলি শুনি।

"কি কাছ পূর্বে আমি মনে মনে এই কথার আলোচনা করিতেছিলাম যে, আপনাকে আমার মনের গুণ কথা খুলিয়া বলা উচিত কি না। কথাটি যে অপ্রদর্শনী এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; তবে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত কি না ভাবিয়াই আমি সঙ্গে-বোধ করিতেছিলাম।"
তৃতীয় উন্নয়ন

আমরা আমাদের দেশের সম্রাটকে ঈশ্বরের পুত্র ভাবিয়া ভক্তি ও সম্মান করি, এবং রাজ্যভুক্ত প্রত্যেক গ্রাম তাহার কল্যাণের জন্য সর্ব প্রকার অপরাপরের প্রস্তুতি—তাহাও বোধ হয় আপনার অস্তাদ নহে; কিন্তু আমাদের সেই দেবতাল্লু সম্রাট সৎপ্রতি তাহার প্রবন্ধ রাজধানী হইতে বিভাগিত হওয়ায় তাহার অবস্থা এখন কিছু সম্পর্কপূর্ণ হইয়াছে তাহাও বোধ হয় আপনার স্বীকৃতি।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি জানি আপনাদের সম্রাট এখন একুশ বৎসর বয়স্ক যুবক। তিন বৎসর পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল; কিছুদিন হইতে তিনি জাপানী গবেষণার আশ্রয়ে টোকিও নগরের সহবিক্ষু একাংশে সাধারণ ভূলা নামে নিরাপদ জীবন যাপন করিতেছেন।”

মিঃ হন-লো-ম্যালেন, “হা, এ সকল কথাই সত্য, অথবা করেক সম্পাদ পূর্বে পর্যায়ী হই। সত্য মনে করা যাইতে পারিত; কিন্তু মানুষ বন্ধু, আপনি বোধ হয় জানেন আমি সম্রাটের কার্যান্তরিক সম্পত্তির সভাপতিপূর্ণ ইযুক্তে তাহার পক্ষ সম্বন্ধের চেষ্টা করিয়া আনিয়াছি এবং বাহারা এখন পূর্বের তাহার প্রতি আমিত্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন আমি সেই দলেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের আশা ছিল সম্রাট অক্ষুণ্ণ জ্ঞান ভোগ করিবেন; কিন্তু কিছু দিন হইতে তাহার বাস্তবায়ন হওয়ায় আমার তাহার হিতাকারী ভক্ত—বুদ্ধি একবাক্যে এই মতের সমর্থন করি যে, তাহাকে গোপনে ইযুরোপে আনিয়া সর্বশেষ চিকিত্সকগণ দ্বারা তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ আপনি বোধ হয় ব্রিক্কার করিবেন বাহার। আমাদের বক্তি হইয়া কোন সরকারের অতিথিত্যে অবস্থিত করেন—সেই সরকারের অর্থপূর্ণ সন্তান হউক, তাহারা যতই সত্য বলিয়া সর্বর পরিচিত হউন, তাহাদের বন্ধু-তন্ত্রিক সম্রাট হইলেও পূর্ণ স্থান উপলব্ধের স্বয়ংগুরু হইবেন—

ইহা আশা করা সত্য নহে। যাহা হউক, সম্রাটকে গোপনে স্নানান্তরিত করুন। সকল আমোজন শেষ হইলে তিনি তাহার নিজের চিকিৎসক ও অধিক সহচর ভালার লিন-কুর তদানাজ্ঞে ইযুরোপে প্রেরিত হইলেন।
বন্ধী সম্বন্ধ

কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। কিন্তু সান্নু ফ্রান্সিসিনকে ও লংনের মধ্যবর্তী কোন স্থান হইতে সম্বন্ধ অদৃশ্য হইলেন।

“সংগ্রিত আমি অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছি, যে ডাক্তারকে রাজগণ ও সম্বন্ধের হিতের বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি সে ভয়াবহ বিশ্বাসযোগ্য! সম্বন্ধের অন্যতম থাকিবে বলিয়া সে শপথ করিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারট। যেই শপথ তদ্ব্যত্র করিয়াছে, সম্বন্ধের অন্যতম অধীনকে করিয়াছে। আমরা তাহার হাতে পাইলে তাহার বিশ্বাসযোগ্যতাকারীর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রদান করিব; কিন্তু সম্বন্ধেই বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারের বংশধরে শক্তিহস্ত বন্ধী হইয়াছেন। অর্থবিন্যাসে ডাক্তার লিন-কু তাহার শক্তিকে অপরন্ত করিয়াছে।

“মাননীয় বন্ধু, আপনি বলিলেন, কিছু দিন পূর্বে সম্বন্ধের বিবাহ হইয়াছিল, এ কথা সত্য। কিন্তু সেই রাজনীতি ডাক্তার লিন-কু সম্বন্ধের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা করিয়া তাহাকে শক্তিহস্তে সম্পর্ক করিয়াছে এই সংবাদ কখন জানিতে পারিলাম? কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাহার মুক্তি পণ্যের জন্য বিপুল অর্থের দাবী করিয়া পত্র লিখিলে প্রকৃত ব্যবাহ জানিতে পারিলাম। আমার নিকট ও সম্বন্ধের স্বাধীনতার ও সমিতির নিকট এই বিপুল অর্থের দাবী করা হইয়াছে। যদি কেবল দিতে অর্থ দান করিলে সম্বন্ধে মুক্ত করা সাধারণত হইত তাহা হইলে আমি সেই অর্থ প্রদানে বৃহত হইতাম না; কিন্তু আমি জানি সম্বন্ধের যাহারা বন্ধী করিয়াছে এই দাবী তাহাদের শেষ দাবী নহে। তাহারা বিশ্বাসে আরও নতুন নতুন দাবী করিবে ইহা বুঝিতে পারিয়া। আমি তাহাদের বর্ণ করিবার আশায় সময় লইবার জন্য বায়নার্বাল কতক টাকা পাঠাইয়া দিলাম। শক্রপক্ষের নিয়ন্ত্রিত নিকট সেই টাকা প্রদান হইয়াছে; কিন্তু সম্বন্ধে টাকাগুলি প্রদান হইয়াছে সেখানে আমি তাহার অঙ্গরণের চেষ্টা করি নাই; তথাপি বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তার লিন-কুকে
শুনতে যাহার করিতে হইলে কোথায় তাহার সম্বন্ধে পাইব তাহ। জানিবার জন্য আমি একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছি।

“প্রিয় বন্ধু, আপনারা পাশাপাশি তুমিও ও অধিদাতী, আমরা প্রাচ্য দেশীয়; আমাদের মনের গতি ও আপনাদের মনের গতির মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য আছে। আপনার দের অবস্থায় যে পথে চলেন, আমরা সেই অবস্থায় পড়িলে কার্যোপাক্ষভাবের জন্য ভিন্ন পথে অবলম্বন করি। ডাক্তার লিন-কুর চরিত্রগত সুস্থতা অামার উন্নতিতে, তাহার সহযোগী নাগায় তাহাকে ধরিতে পারিব—এই আশায় আমি একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম।

“সেই কথাই এখন আপনাকে বলি।—সেই নরপিশাচ, বিশ্বাসঘাতক ডাক্তার লিন-কু অসাধারণ শিলাশ্রয়ি; বিশেষতঃ হ্রদ্ধাসাত্ত্বিক চেং রাজবংশের রাজত্বকালে যে সকল শিলাশ্রয় অসাধারণ গৌরবের অধিকারী হইয়াছিল, এখনও যাহা সভ্য ভূগর্ভতের সর্বজন শিলাশ্রয়ি যাকি মাত্রেরই পরম আদরের বস্ত, সেই সকল দুর্ভিক্ষ শিলাশ্রয় সংগ্রহ করিবার জন্য বিশ্বনাথক ডাক্তারাটার আগেই কিরূপ অধিক তাহা আপনাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। সে জানিত চেং যুগের সেই পেয়ালাটি শিল-নীলের জন্য সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের অতুলনীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং আমি এখন তাহার অধিকারী। এইজন্য সে তাহা হস্তগত করিবার আশায় একাধিক বার তাহা খায় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল; এমন কি, গ্রুপের মূল দিতেও সম্ভব ছিল। আমি জানিতাম, যদি সেই পেয়ালাটি সাধারণের কোন প্রাদেশের জন্য কোন প্রকাশ্যে সংক্ষেপ হয় বা যদি সে শুনিতে পাই—তাহা হইলে বিক্যের জন্য কোন দোকানে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা হইলে সে তাহা হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা না করিবে না, যে-কোন কৌশলে সে তাহাও শাসন করিবেই।

“এই কারণে আমি সেই পেয়ালাটি মান্নানীয় মিস্টিয়ার্ডের দোকানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলুম, এবং এই সংবাদটি লোকান্তরের চীনী-মানুষের নামকৃত প্রচারিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলুম। তুত্রাং
বন্দী সম্বন্ধে

তাহা যে দাক্ষিণ্য লিন-চুর কর্ণপাত হইয়াছিল—এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ
হইয়াছিলাম।

“মাননীয়া মিসের দোকানে প্রহরী স্থাপন করা সংবত হইবে না। বুঝিতে
পারিয়া আমি তাহাকে আমূলে করিয়াছিলাম—পেয়ালাটি যেন তিনি
তাহার দোকান হইতে করিয়া না করেন; কিন্তু উহা যে প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত
হইয়াছিল—সেই প্রদর্শনীতে প্রহরী-নিয়োগের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে
না। বুঝিয়া আমি সেখানে ছুড়িবেশী প্রহরী নিয়ো করিয়াছিলাম। আমি
বুঝিয়াছিলাম লিন-চুর কোন কর্ণপাতে সেই স্থানে আসিয়া তাহা করিয়া
চেষ্টা করিয়া, এবং তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে না।

“কিন্তু আমার সেই চেষ্টা সফল হইল না। চিত্র-প্রদর্শনীর শেষ দিন
আমার মূহুর্ত নিদর্শিত মূলে পেয়ালাটি কিনিয়া আমিন বেটে, কিন্তু পরীক্ষায়
প্রতিপল হইল সে আসলের পরিবর্তে একটি নকল জিনিস লইয়া। আসিয়াছে।
লিন-চুর কোন কোনস্থলে আসল পেয়ালাটি আমারকে করিয়াছে সন্দেহ নাই;
কিন্তু এই নকল পেয়ালা কি উপায়ে আসলটির স্থান অধিকার করিল, আসলটি
অন্শের অঙ্কাঙ্কার কি উপায়ে স্থানান্তরিত হইল তাহা নির্ঘণ্ট করা। অস্বাভাবিক
হইয়াছে।

“আমার সে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আমাকে অগত্য সহ করিতেই হইবে;
সে অঙ্ককে নিকটল। কিন্তু আমি যে সুখ্যাবলম্বন করিয়া লিন-চুর সন্ধান
লইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—তাহা বিফল হওয়াই ক্ষোভের বিষয়। তাহার
উপর সম্পর্কে মাহারা আত্মক করিয়া রাখিয়াছে তাহার। আমার নিকট অজ
বিপুল অর্থের দাবী করিয়াছে—সে সুযোগ কি কর্তব্য তাহা হস্ত করিতে না
পারিয়া আমি হতরক্ষণ হইয়াছি।

আজ সাক্ষাৎ দৈনিকে নদীগড়ে মৃতদেহটির অবিকাশ সম্বন্ধে যে সংবাদ
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আপনি পাঠ করিয়াছেন। সেই মৃতদেহটি আজ
আমি দেখিয়া আসিয়াছি। কাগজে লিখিয়াছে মৃতদেহটি এরূপ বিকৃত করা
হইয়াছে যে, তাহা সনাতন করিবার উপায় নাই; কিন্তু মৃতদেহের কোন
কোন চিন্তা দেখিন্তু। আমি তাহা সনাক্ত করিতে পারিয়াছি। সে আমারই একটি অন্তঃচর এবং আমার পেয়ালাটি লঞ্চের কোনু হানে অদর্শিত হইতহিঁ—এই সংবাদ লঞ্চের চীনামানগণের নিকট প্রচারের জন্য আমার যে সকল অন্তঃচর নিয়ূক্ত হইয়াছিল—সে তাহাদেরই অন্ততম।

হঃ-লো-হঃ নীরব হইলে মিঃ রেক বলিলেন, “আপনি নূতন দাবীর কথা কি বলিতেছিলেন?"

হঃ-লো-হঃ বলিলেন, “তাহাদের দাবী অপ্রতি; তাহারা নক্ষত্র হাজার পাউণ্ড দাবী করিয়াছে! ঐ টাকা হয় আমাদের না হয়—সমার্থের স্বার্থ-সংস্কৃতি সমিতির ধনভাঙার হইতে এরূপ করিতে হইবে। প্রত্যেক কিন্তু তিন হাজার পাউণ্ড হিসাবে তিন কিন্তু তাই টাকা পাঁচালিতে হইবে, এবং প্রতি সপ্তাহে এক এক কিন্তুর টাকা দিতে হইবে। ঐ টাকা কোথায় কি উপায়ে প্রেরিত হইবে—এ সংবাদ তাহারা পরে জানাইবে।

“আমি ইহি পূর্বে দশ হাজার পাউণ্ড পাঁচালিতেছি; স্থান নূতন দাবীর টাকার সহিত যোগ করিলে তাহাদের মোট দাবীর পরিমাণ এক লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু এই দাবী ব্যাপ্ত তাহাদের আর একটা দাবী আছে—তাহাই অধিকতর অপবিত্রজন।—তাহারা দাবী করিয়াছে যে, যে পর্যন্ত এই নক্ষত্র হাজার পাউণ্ড তাহাদের হস্তগত না হইবে, সেই কাল পর্যন্ত সমার্থ-মহিলাকে মুক্তি-পার্চের জন্য তাহাদের নিকট জামিন রাখিতে হইবে; তাহাকে তাহাদের হস্তে অপর্ণ করিতে হইবে। তাহারা জানাইয়াছেন—সমার্থের নিকট তাহার মহিলার উপস্থিতি অপরিহার্য, সমার্থ তাহার মহিলার সাহায্যের প্রার্থ। আমাদের সনাতন বিধি অনুসারে—সমার্থের অনুমোদন কোন মহিলার মূহ-দর্শন প্রাপ্তির অবরোধে বাহিতে কোন পুরুষের পকে নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নরপিষ্টারা এ দেশের চিরচরিত সামাজিক বিধি এই ভাবে ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হায়! আমার কি দুর্ঘটায়! আমি এই দাবী সহ্য করিয়া কিছু শিখাই দেখিতে পাইতেছিনি। চতুর্দিক নির্ভর অস্কারে সমাজ।"
বন্দী সত্যাগ্রহ

মিঃ রেকের কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন ঠিক সেই সময় কক্ষের বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধ অপসারিত হইল। দ্বারফরক মিঃ হং-লো-সুর সমুদ্রে আসিয়া জানাইল— দুই জন ফান-কাই-লো। (বিদেশী) তাহার সাক্ষাত্রাথে, এই জন্য সে তাহার আদেশ জানিতে আসিয়াছে।

হং-লো-সু ত্রুত্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই দুই জনের এক জন মহিলা কি না?—ত্রুত্য জানাইল—তাহাদের একজন ইংরাজ মহিলা।

একথা শুনিয়া হং-লো-সু মিঃ রেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি কি তাহারিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিব, সমানিত বন্ধু?”

মিঃ রেক বলিলেন, “মিস্ট্রী সেনারেলের সুস্থ তাহার যে বন্ধুটি আসিয়াছে অগ্রে তাহার পরিচয় জানিবার জন্য আমি উত্তর হইয়াছি।”

হং-লো-সুর ইচ্ছিতে তাহার পরিচয় মিঃ রেকেক সঙ্গে লইয়া বাহিরে চলিল। মিস্ট্রি সেনারেল ও তাহার বন্ধু যে স্থানে অপেক্ষা করিলে ছিলেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া। মিঃ রেক সবিস্ময়ে দেখিলেন মিস্ট্রি সেনারেলের বন্ধু কাপ্তেন স্কট মর্গান। এই কাপ্তেনটি প্যারিসস্ত ব্রিটিশ রাজ

মিঃ রেক তাহার করমদন করিয়া। মিস্ট্রি জুনি সেনারেলকে বলিলেন, “হং-লো-সু আমাকে দুই একটি গুরু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর দিতে তোমার আপত্তি হইবে কি?”

মিস্ট্রি সেনারেল বলিল, “না, কোন আপত্তি নাই; আশা করি আমার কার্যের কোন ভৌত হয় নাই।”

মিঃ রেক বলিলেন, “কৃতি? না, তোমার পক্ষে কোন ক্রটি হয় নাই।”

তাহার পর তিনি কাপ্তেন স্কট মর্গানকে লঘ্য করিয়া বলিলেন, “আপনি লওনে কি কায় আসিয়াছেন স্কট মর্গান! আপনি ইচ্ছা করিলেই যখন তখন চুটি পান দেখিতেছি।”

মিঃ রেকের কথা শুনিয়া সেনানী যুবক ঈষৎ হাসিলেন। যুবকটি স্পুকৃত,
তাহার উপর তাহার পরিচ্ছেদের পরিপাট্য ছিল। জুনির রূপোদা তাহার সুদৃশ্য পরিচ্ছেদে যেন শতরূপণ বদিত হইয়াছিল।

কাঙ্গেন দ্ব্যর্থ মিঃ ব্রেকের মন্দবা গুলিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্রেক আমি ছুটি উপলক্ষে লিখিয়া আসিয়াছি এরূপ মনে করিবেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আগামী কলা প্রভাতে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসির এইরূপই স্থির ছিল। আমি কোন জরুরী কার্যে লিখিয়া আসিয়াছি। মিঃ সেভারেঞ্জের সহিত থিয়েটার দেখিয়া ফিরিয়ার সময় একজন চীনামানচে একখানি গত্র লইয়া আপনকা করিতে দেখিলাম। সেই পত্র পাঠ করিয়া মিঃ সেভারেঞ্জ এখানে, আপনি তখন হওয়ায় আমি উহার সঙ্গে আসিয়াবর জন্য আগ্রহে প্রকাশ করিলাম। তাহার নিকট শুনিলাম যিনি ঐ পত্রখানি তাহাকে পাঠিয়াছেন সেই সময় চীনামানচের আপনার বন্ধু। আপনার সেই বন্ধুর সহিত দেখা করিবার জন্য আমারও আগ্রহ হইল।"

মিঃ ব্রেক আ কুইক করিয়া বলিলেন, "আপনি যে জরুরী কার্যে আসিয়াছেন বলিলেন, সেই কারণের সহিত চীনামান্ডের কোন রাজনৈতিক ব্যাপারের সম্পর্ক আছে কি?"

কাঙ্গেন কুইকত ভাবে বলিলেন, "হা, তা একটা আছে আছে কি! এখানে গোপন আপনার সঙ্গে একটা আলাপের স্বয়ং হইবে কি?"

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "হা, আপনার কি বলিবার আছে তাহ। বলিতে পারেন।"

কাঙ্গেন বলিলেন, "ব্যাপারটি এই যে, আমাদের পররাষ্ট্র বিভাগের অফিস হইতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, কোন একজন মহাসাগরের চীনামানচেন্দ্র ইংল্যান্ডে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তিনি সহঃস্র নির্দেশ হইয়াছেন; এই জন্য তাহার গতিবিধির সন্ধান করিবার আদেশ পাইয়া আমাকে লিখিয়া আসিতে হইয়াছে। সেই সময়ের চীনামানচের জাপানে নির্দেশিত হইয়াছিল, এ জন্য তিনি নির্দেশ হওয়ায় জাপানী প্রশাসক তাহার নির্দেশের জন্য দায়ী হইতে হইয়াছে।"
বন্দী সম্ভার

"এই দুর্ঘটনা-সংঘটিত মস্তুবালিপি যে সময় আমাদের প্যারিসের আফিনে উপস্থিত হইয়াছিল সেই সময় আমি ঘটনাক্রমে আফিনে ছিলাম। আমি স্বেচ্ছায় এই তদন্তভাবে গ্রহণ করিতে সম্মত হই। আপনি বোধ হয় জানেন আমি যখন কার্যালয়ের টোকিওতে বাস করিতেছিলাম সেই সময় সেই মহাসম্মত চীনামানেকে দেখিয়াছিলাম। বিশেষতঃ, আমি চীনদেশের ভাব কল্পনা করিতে যাত্রিত্য বলিয়া আমার এই ভাবে কর্তৃক বলিয়া আপনি হয় নাই; এই জন্য আমাকে লগ্নে আসিতে হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল কাল সকালের আপনার সঙ্গে দেখা করিব। এই উপলক্ষে লগ্নপ্রস্তাবী সম্মত চীনামানের সহিত আলাপ পরিচয়ের সাহায্য দ্বারা আমি সন্তন মনে করি নাই।"

মিঃ রেক বলিলেন, "আপনি যে মহাসম্মত চীনামানের নিরুদ্ধারের কথা বলিলেন, তিনি যে এক্ষেত্রে সাবধান হইতে চান সাহায্যে সেকথা দ্বিতীয় কেহ নাই।"

কাগ্নে বলিলেন, "আপনার অন্যমান অসংগত নহে; আপনি যে তাহার সঙ্গে কোন কথা জানেন?"

মিঃ রেক বলিলেন, "আপনারা উভয়ই আমার সঙ্গে ভিতরে চলুন; আমরা যে পরামর্শ করিতেছিলে সেই পরামর্শে আপনাদের যোগান্তর করিবার প্রয়োজন হইবে। এ বিষয়ে আমি বিলম্ব করিবার উপায় নাই।"

মিঃ রেক তাহাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া হং-লো-স্কৰ নিকটে উপস্থিত হইলেন।"
চতুর্থ উন্নাস

নিম্নাভিমুখী

এই যুরোপীয়রা প্রাচীন বাংলাদেশের অবস্থার পাতামনে করেন কি না তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা কঠিন; মানুষের মত মানুষ সকল দেশের সকল সমাজেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত। সেকালেও রাজা রামমোহন দ্বারকানাথ ইংলণ্ডের সমাজের ইংরাজসমাজের সমক্ষে ন্যায় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন; মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ আমেরিকায় হিন্দুধর্মের গৌরব-পতাকা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; এখনও তাহা অমান মহিমায় বিস্মৃতি ঘটিয়া বিশ্বের অঙ্গ ও বিশ্ব আকর্ষন করিতেছে। ভববাণী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্পশর্দ্ধ কথামুক্ত আজ পাশ্চাত্য জগতের সক্রি সমাদৃত ও সম্পৃক্ত; রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিজ্ঞানী বাণী পুরীবীর দূরত্ব প্রাপ্তে নবজীবনের আশা ও আনন্দের বাহন করিতেছে, এবং পরাধীন আন্তরিক ভারতের জনগণনায়ক সর্বমহত্ত্বের অতীতলক্ষ সর্বত্বাগী সমাজী খুঁক্য ধর্মজগতে আজ খুঁদের কোট-মুক্তের অধিকারী বলিয়া বিশ্বৰথিত। স্তুতরা ইউরোপে প্রাচীনবাসীর সমাজ নাই একথা অসংখ্যে বলা যায় না; কিন্তু ইউরোপীয়ের একটি বিষয়ে আমাদিগকে হীন মনে না করিয়া থাকিতে পারেন না। হং-লো-সু শিক্ষায় ও দীক্ষায়, আচার ব্যবহারে ও সামাজিক প্রথায় ইংরাজের সমক্ষে হইলেও ইংরাজদের ধারণা ছিল—নারী জাতি যে অনেক বিষয়েই পুরুষ অপেক্ষা হীন, এ বিশ্বাস তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহাদের ধারণা প্রাচীর সকল পুরুষই নারী জাতিকে তাহাদের অপেক্ষা হীন মনে করেন, এবং ইহা তাহাদের মনোরুত্তরের ধারাবাহিক দুর্বলতা; এই দুর্বলতা ত্যায় করা তাহাদের অসাধা।

হং-লো-সু সমক্তে তাহাদের এইরূপ ধারণা কতদূর সত্য বলা কঠিন।
হং-লো-মু নারীজাতির প্রতি সত্যযোগ শিষ্টাচার প্রদর্শনে কখন কঠিন প্রকাশ করেন না; বাক্যে ও ব্যবহার তিনি তাহাদের প্রতি গভীর সমান্তর প্রকাশ করিতেন। কিন্তু মিঃ ঝরকের আশ্রম হইয়াছিল তাহার প্রেরিত পেয়ালাটির পরিবর্তে একটি নকল পেয়ালা। তাহার হস্তগত হওয়ায় তিনি জুনি সেবারেশ্ব কে হয় ত কোন অনুপ্রেরিত করিতে কখন মর্যাদাহীন করিবেন, নারীর প্রাপ্তি সমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকিবে না। এইজন্য মিঃ সেবারেশ্ব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বে রেক তাহার চীন। বদুকে সতর্ক না করিয়া থাকিয়া গাজেন নাই; কিন্তু মিঃ ঝরকের এরূপ আশ্রম করণ ছিল না। অসল পেয়ালাটির পরিবর্তে একটি অসার নকল পেয়ালা। তাহার হস্তগত হইয়াছিল, এ সংবাদ তিনি জুনির গোচর করিলেন বেল, কিন্তু তাহার উক্তিতে বিদ্বেষাকৃত কফে ও অমুখেষ প্রকাশিত হয় নাই; তাহার কিছু ক্ষতি হইয়াছিল সে সম্ভবতঃ তিনি বিদ্বেষাচার আচারের বিপাক ছিল না। তবে তিনি কি উদেশ্যে উহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাহা তাহার কথা কি ছিল না।

এই অজ্ঞাত বিবরণ শুনিয়া জুনির কফে ও ক্ষুধা অসহ্য হইয়া উঠিল কে অতি কঠিন অনুমতি করিতে সমর্থ হইল। সে মনে গভীর আবাত পাইল; কিন্তু নির্বাক ভাবে সকল কথা। শুনিয়া মিঃ হং-লো-মূ ও ঝরকের সহিত করিয়া ভরসা বলিল, “সকল কথা শুনিয়া আমি কিছু নিকট প্রাকাশ করিয়া পারিব না। অপনার মহামূল্য ও ত্রাণ পেয়ালাটি কি উদেশ্যে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তাহা যদি আমি পূর্বে জানিতে পারিতাম, উহার যে মূল্য আমার নিকট নিদ্ধিত করা হইয়াছিল, উহার যে মূল্য যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক এ কথা যদি সামান্য ইদিতেও আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে আমি সক্ষম তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতাম এবং রাখিতাম তাহার নিরাপদ স্থানে সরাইয়। রাধিতাম। কোন শুধু সকল সিদ্ধির জন্য উহা আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল ইহ। জানিতে পারিলে বোধ হয় এরূপ অনুর্গ ঘটিত না; কিন্তু দুর্বলগ্রামে ও সকল কথা আমি জানিতে পারি নাই।”
চতুর্থ উল্লাস

মিঃ হং-লো-সু বলিলেন, “একথা সত্য, কিন্তু আমার এই কাভির জন্য আমি ত কোন অভিযোগ করিতেছি না। এই বাপারে, আমি আপনার বিদ্যমান দোষ দেখিতেছি না, বরং আমার মনের কথা আপনার নিকট প্রকাশ না করা আমারই ক্ষুব্ধ হইয়াছে। দোষ আমারই।”

জুনী বলিল “আপনার কথা সত্য হইলেও অবশ্য ত কোন পরিবর্তন ঘটিল না। আসল পেয়ালা। আমার নিকট গঙ্গিত ছিল, তাহা আমার নিকট হইতে বেরুইয়ের হউক। গোর্গে; কিন্তু আসলের পরিবর্তে নকলটি কোথা হইতে কিরূপে আসিল তাহা বুঝিয়া উঠ।”

এই পর্যন্ত বলিয়াই মিঃ সেভারেস্ক হঠাৎ নীরব হইল; কে একটা চিন্তা মনে উদ্ভিত হওয়ায় তাহার মুখভাবের পরিবর্তন হইল, সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া ঈশ্বর উৎসোজিত ঘনের বলিল, “এই দিন আমি আপনার পেয়ালাটি পর্যন্ত নিদ্রি গিয়াছি তাহার পূর্বদিন কিছু ঘট্ট ছিল বলিয়াই মন হইয়া। কঠন্ত আপনাদিগকে বলি শুধু।—তখন প্রভাত কাল। সে সময় আমি একাকী ছিলাম। মিঃ স্টিভেনস নানায় যে মেটিকে আমি আমার সহকারীর নিয়ুক্তি করিয়াছিলাম, সে সময় তাহাকে কার্য্যালয়ের গাঠাইয়াছিলাম। সেই সময় একজন লোক আমার দোকানে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল পেয়ালাটির মূল্য কত? আমি তাহাকে বলিলাম সেদিন তাহা বিক্রয় হইবে না; উহা পর্যন্ত হল নেবল গোলারীতে রাখিয়া প্রদর্শন করা হইবে, এবং প্রদর্শনী বন্ধ হইবার পূর্বে উহা বিক্রয় করা হইবে।

“আমার কথা শুনিয়া লোকটি বলিল, ‘প্রদর্শনীতে উহা’ রাখিবার সময় একটা মুল্য নিষ্ঠুর হইবে; সেই মুল্য কত?”—তাহার প্রেমের উত্তরে আমিবলিলাম, “উহার মূল্যটিই হইয়াছে পাইও ধার্য্য করা হইবে।’ আমার এখন মনে হইতেছে—সে পেয়ালাটির মূল্যের কথা শুনিয়া যেন বিমুখ প্রকাশ করিল; তবে মূল্যটাই সে খুব বেশী মনে করিয়া বিমুখ হইল, কি আশার তুল মনে করিয়া বিমুখ প্রকাশ করিল তাহা রুবিতে পারিলাম না। সে বুঝি এক মিনিট লুকু দৃষ্টে পেয়ালাটার দিকে চাহিয়া। আমাকে বলিল—সে
ঝুঁকির পরিচয় দেখিতে চাহিয়া; কিন্তু আমি তাহাকে তাহা
পর্যন্ত করিবার অনুমতি দিলাম না। এই ভাবে প্রতাপাধ্যাত হওয়ায় সে আর
কোন কথা না বলিয়া অন্ধ হই একটি জিনিস দেখিতে লাগিল। তাহার পর
সে আমার দোকান হইতে নিঃশেষে প্রথম করিল। আপনারা কি মনে
করেন সেই লোকটাই কোন কৌশলে পেয়ালাটি বদলাইয়া লইয়াছিল?

জুনি যখন এই সকল কথা বলিতেছিল তখন হংা-লো-হু তাহার কথায়
বিমূর্ত কৌশল প্রকাশ করেন নাই। তিনি হই একবার চক্ষু তুলিয়া
তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, ইহাতেই মিঃ রেক রুজিয়াছিলেন,
তিনি যথেষ্ট আগ্রহ হইতেই তাহার কথাগুলি শুনিতেছিলেন। মিঃ রেকের
ধারণা হইল জুনির উক্তি প্রকৃত রহস্যের ইঙ্গিত ছিল।

মিঃ রেক বলিলেন, “সেই লোকটির চেহারার পরিচয় দিতে পারিবে?”

জুনি বলিল, “সেই লোকটি দীর্ঘকায়, কৃষি পুরুষ। তাহাকে দেখিয়া মনে
হইয়াছিল সে একটি কুঁড়ো। তাহার মুখের বর্ণ একটি তামাটে এবং তাহার
নাকের অগ্রভাগ নিম্ন রং। তাহার মাথার চুলগুলি কালো, এবং তেলাভ।
মুখে কালো দাঁতি গোল, কিন্তু তাহার পারিপাত্রা-বিস্তিত। পরিচ্ছন্নতার প্রতি
তাহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয় নাই। যাহারা প্রচীন শিল প্রয়োগে
সন্ধার করে—তাহাদের অনেকের চেহারার ঐ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি।
তাহার পরিচ্ছদটির বর্ণ নীল অথবা কালো। কিন্তু তাহাতে পরিচ্ছন্নতার
অভাব লক্ষ্য হইয়াছিল। তাহার উপর তাহার চক্ষু ছুটি রঙ্গীন চশমায়
আবৃত ছিল, একথা আমি তাহার চক্ষু দেখিতে পাই নাই; তবে আমার
অমৃদ্ধ হইয়াছিল—সে চশমার ভিতর দিয়া যেন প্রত্যক্ষ স্বয়ং তীব্র দৃষ্টি
লক্ষ্য করিতেছিল।”

মিঃ রেক বলিলেন, “তোমার বর্ণ। জুনিয়া মনে হইতেছে লোকটাই
ছবির উপরে আসিয়াছিল।—তুমি যে দিন সেই পেয়ালাটি নেবিল পেলারীতে
প্রদর্শনের জন্য কুঁড়ো দিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে দিন তোমার দোকানে এই
লোকটি উপস্থিত হইয়াছিল বলিতেছে?”
চতুর্থ উল্লাস

মিঃ রেক হং-লো-স্বর মনের ভাব বুঝিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

জুনি মিঃ রেকের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, “হা, উহাই আমি বলিয়াছি।”
মিঃ রেক বলিলেন, “আমার স্বর হইতেছে তোমার দোকানের পশ্চাতে একটি ছোট জানালা আছে।”
জুনি বলিল, “হা আছে, সেই জানালাটি পশ্চাতে একটি আঁধিনা আছে। সেই আঁধিনা হইতে একটি গলিতে প্রবেশ করিতে পারা যায়; সেই গলির রিংকেট শ্রীতে যাইবার পথ।”
মিঃ রেক বলিলেন, “তোমার দোকানের সেই জানালাটি আমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব।”
জুনি বলিল, “বেশ, আজ রাতে আমরা বাড়ী ফিরিবার সময় সেই দোকান দেখিয়া যাইব, ইহাতে আমাদের কাহারও অহিভিধা হইবে না।—এ সময়ে আপনার কি মত?”
মিঃ রেক বলিলেন, “উত্তম প্রস্তাব; আমি তোমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করি—যদি তুমি রাতে না হইয়া থাক।”
জুনি বলিল, “আমি কার্যের করিতেছি কি না—সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। এই রহস্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্বাসের আশা তাগ করিয়াছি।”
মিঃ রেক বলিলেন, “আমিও বিন্দুমাত্র বিস্মেলতা প্রকাশ করিব না। মিঃ হং-লো-স্বর তোমাকে বলিয়াছেন—তাহার এই কথির জন্য তিনি তোমাকে দোষী মনে করেন না। সত্যই অবশ্য বিবেচনায় তোমার কোন দোষ দেখি না।”
অতঃপর তিনি হং-লো-স্বরকে বলিলেন, “এই যুবকটি কি কার্যে লগনে আসিয়াছেন তাহাই এখন আপনাকে বলিতেছিও জ্ঞান।”
মিঃ রেক কাপড়ের ডুমুর্গানের লগনে আগমনের প্রকৃত কারণ মিঃ হং-লো-স্বর নিকট বিরুদ্ধে করিলেন। তাহার সকল কথা জুনিয়া হং-লো-স্বর।
বন্দী সম্বন্ধ

গৃহীর স্বরে বলিলেন, “বিষয়টি অত্যন্ত অর্জনী; আপনি প্যারিস হইতে লঙ্গনে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহা স্নিয়া। অত্যন্ত আনন্দ-লাভ করিলাম। মিঃ রেক আমাকে বলিয়াছেন—আমার মনের সকল কথা আপনার নিকট অকুপিত চিতে প্রকাশ করিতে পারি।—এই জন্য আমি সেই সকল কথা আপনাকে বলিতেছি তাহার আপনি মন দিয়া অনুছন কাপ্তেন।”

হং-লো-স্ক বন্দী সম্বন্ধ সহকারে মিঃ রেককে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা কাপ্তেন স্বত্রুপোনের নিকট পুনঃ-প্রকাশ করিলেন। জুনি সেভারেদে গবীর আওয়াহ ভরে সেই সকল কথা শুনিতেছিল। যখন সে গুরুল যাহার সম্বন্ধে বন্দী করিয়াছিল, তাহার তাহার মুখী পরের শুকু পরিশোধ না হওয়া পর্যায় সম্বন্ধেও জামিন স্বরূপ তাহাদের জিধার রাইবীর দাবী করিয়াছে, তখন সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ হং-লো-স্ক কথা বলা যাহার জুনি উত্তেজনাভরে লাফাইয়া উঠিল এবং মিঃ হং-লো-স্ক সম্ভূতে লাফাইয়া মিঃ রেককে ও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “মিঃ হং-লো-স্ক, আমার যাহা লাইন্যায় আছে—তাহ। আমাদের শুনুন। আপনার উভয়েই আমার পিতা ভাল সেভারেদেকে জানিতেন। আপনার একথাও জানিয়া যে, আমি দীর্ঘকাল সংঘর্ষ নগরে বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের বোধ হয় জানিতেন না যে, আমি চীনদেশের বিভিন্ন প্রদেশ-প্রচলিত ভাষার ঠিক চীনাময়ের মতই বলিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি চীনদেশের প্রাচীন সাহিত্যের পাচ্ছু বিভিন্ন বিভাগের পরিশীল দিয়া তাহাতে উত্তেজ হইয়াছিলম এবং প্রশংসাপত্রও পাইয়াছিলাম। চীনদেশের সমান্তরাল মহিলাগণকে যে সকল বিষয়ে শিকা লাভ করিয়া সমাজে স্বগ্রহিতি হইতে হয়, তাহাতেও আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি।”

চীনদেশের প্রাচীন সাহিত্যে পিতামাতার প্রতি পুনর্নিষ্পন্ন কর্দমা সম্প্রতি যে উপদেশ-বাণী লিখিত আছে—জুনি তাহ। তাহাদের সমুদ্র অনল ভাবে আবৃত্তি করিয়া তাহাদিগকে বিশ্বাসিত করিল।
চতুর্থ উল্লাস

অতঃপর সে বলিতে লাগিল, “আমি পাপটা মহিলাহইলেও চীনদেশের ভাষায় আমার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইলেন? এখন আমার বাহা বলিবার আছে—তাহা বলিতেছি শুনু। মিঃ রেকের সহিত আমার বহু দিনের পরিচয়, এই উপলক্ষে আমাকে অনেক বার নাম। কারে তাহার সংস্কৃত আদিতে হইয়াছে; কিন্তু আমি যতবারই তাহার সম্পর্কে আসিয়াছি, ততবারই তাহাকে বিপিন করিয়াছি। এবার তাহার মধ্যস্থতার আপনার সংস্কৃতে আসিয়া আপনাকে পর্যায় বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন—মিঃ হং-লো-হঃ! আপনার মহামূল্য ক্ষেত্রে আমার জিজ্ঞাসা থাকায় অপহর হইয়াছে—এই আমার ক্ষেত্রে। সীম। নাই। মহিমান্তি সামাজিকে জামিন রাখা সংস্কৃতে আপনি সেই তুর্ক্য হতেই যে দারীর কথা বলিলেন—তাহাও শুনিলাম। এ সংস্কৃতে আমার মাথায় একটি কনিষ্ঠ আবির্ভাব হইয়াছে।—আপনিও মিঃ রেকে যে পর্যন্ত কোন একটা উপায় স্বীকরণ করিতে বলাতাহার দৃষ্টিসম্পত্তি বাধ্য করিবার ব্যবহার করিতে না পারেন, আমার বিখ্যাত, আমার এই কৌশল দ্বারা তত দিন আপনাদিগকে সাহায্য করিতে পারিব।”

জুনির কথা শুনিয়া হং-লো-হঃ বলিলেন, “তুমি কি করিতে চাও মিঃ!”

জুনি বলিল, “তাহার তাহাদের দারীর টাকা শোধ করিয়া না পাওয়া পর্যন্ত জামিন চাহে, এবং সামাজিকে জামিন খুঁড় আটক করিয়া। রাখিবার জন্য তাহাকে তাহাদের নিকট পাঠাইবার আদেশ করিয়াছে। আমি স্বত্ব-মহিমার পরিবর্তে জামিন থাকিবার জন্য প্রস্তুত।”

মিঃ রেক ও কাপেন র্স্টের্গান জুনির প্রতিবাদে শুনিয়া সমীক্ষে বলিলেন,

“তুমি ?”

কিন্তু এই প্রতাপে হং-লো-হঃ কোন একার মন্তব্যে প্রকাশ না করিয়া নীরব রহিলেন।

জুনি বলিল, “হাই আমি। আমি সময় এইরূপ সম্পর্ক করিয়াছি; কিন্তু আমি আমার বর্তমান বেশে দেখানো যাইব না, আমি চীনা মহিলার ছদ্মবেশ
ধারণ করিব। কেবল চীনা মহিলা নহে, আমাকে চীন-সম্রাজ্ঞীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। আমার কথা শুনিয়া আপনার বিষ্ণু হইবেন না। হঁ-লো-স্বর পরিবারস্থ মহিলাগণ যখন আমাকে চীনা মহিলার ছয়মাসে সজ্জিত করিয়া। আমার মুখের ও হাত পাদের বর্ণ পরিবর্তন করিবেন, তখন হঁ-লো স্ব পর্য্যন্ত বিখ্যাত করিতে বাধ্য হইবেন যে, আমি চীনা রমণী ভিন্ন ইয়োরোপীয় মহিলা নহি। আপনারা দয়া করিয়া আমাকে এই পরিবর্তনের স্বয়ং দান করুন। আমার কথা সত্য, তাহা যাহাতে সম্প্রমাণ করিতে পারি তাহীতে আমাকে সাহায্য করুন। আমি চীন-সম্রাজ্ঞীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া।

সেই দুর্দশা তদের নিকট উপস্থিত হইব। তরণ সম্রাটের সৃষ্টি সেখানে আমার সাহায্য হইবে; আমি তাহাকে আত্মা করিবার ও স্বয়ং পাইব। আমি আপনাদের মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ স্বরূপ বিক্রিত খারিক, এবং যে স্থানে সম্রাটকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, সেই স্থান হইতে সংবাদ প্রদান করিয়া তাহাকে স্বয়ং লাভ করিব।”

কাপ্পেন স্তম্ভগান জুনির কথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং উদ্যোগে ঘরে বলিলেন “না, তুমি কথন সে স্বয়ং পাইবে না।”

তিনি আরও কোন কথা বলিতে উদায় হইয়াছিলেন, কিন্তু জুনি তাহার কথা শুনিয়া সোন্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এরূপ ভাবি করিল যে তাহার মুখে আর কথা সরিল না।

জুনি নারস ঘরে বলিল, “কাপ্পেন স্তম্ভগান, কোনু সময় হইতে তুমি আমাকে পরামর্শ দিয়া পরিচালিত করিবার ভার গ্রহণ করিতে উচ্ছেদ হইযাছে না?”

স্তম্ভগান সংস্থগত ভাবে বসিয়া পড়িলেন। মিঃ রেকে সোন্দে জুনির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কাপ্পেন স্তম্ভগান সত্য কথাই বলিয়াছেন। ও কথা উঠিতেই পারে না।”

মিঃ রেকের কথা শুনিয়া জুনি সেভারেন সোন্দে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, “আমি কি করিব না করিব সে কথা লইয়া আপনার অনন্দিকার-
চতুর্থ উল্লাস

চর্চার প্রয়োজন? আপনি আমাকে একটি নিরেট গদ্ধ মনে করেন? সর্বদাই সেইরূপ মনে করিয়া আলিঙ্গান৷ পূর্বে আপনার কার্যাঙ্কারের জন্য আমি চুনেবেশ ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাও কি আমার নিবৃত্তির কায় হইয়াছিল? আমার হেসে আপনি সেই সময়ে তার অর্থণ করিয়াছিলেন, সেই তার বহন করিবার জন্য আমি মুতুকে বরণ করিয়ে উদ্ধত হইয়াছিলাম, তাহাও কি আমার নির্বুক্তিতার নিদর্শন? আর এখন আমি কি করিব না করিব এসময়ে আপনি আমার কেরিয়া চাহিয়েছেন? আপনি কাণ্ডের প্রস্তরের উত্তর প্রতিভনি না করিলেই সঙ্গত কায় করিতেন মিঃ রেক! আমি যে তুরহ তার এর্গণ করিয়ে উদ্ধত হইয়াছি, তাহ। আমি যোগ্যতার সুস্থি বহন করিতে পারিয়ে কি না ইহার ধারায় ধারায় বিচারক মিঃ হং-লো-স্ব ভিন্ন অন্য কেহ নেহেন। আমি যে-নো উপাস্তে এই কায় সংসাধন করিব। আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াই আমাকে আমার সন্ত্রা পথ হইতে ফিরাইতে বা আমার কার্যে বাধা দিয়ে পারিবেন না।”

কাণ্ডের স্নাত মূর্তি জুনির কথা শুনিয়া অসাধ্ব ভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। তিনি তখন বজাহতের নয় চুন্তিত। মিঃ রেক স্নাত ভাবে বসিয়া রহিলেন; কেবল তাহার চক্ষু মূর্তির জন্য জলিয়া উঠিয়াছিল। মিঃ হং-লো-স্ব জুনির মুখের দিকে চাহিয়া কাঠ-পুক্তলিকার মত বসিয়া রহিলেন। (looked as much as a wooden idol as ever) পােকাঁতা রমণীর এইরূপ ভাবগ্রাহ্যতার পরিচয়ে তাহাকেও সুচিত হইতে হইয়াছিল। তিনি তাহার বদন মিঃ রেককে পূর্বে কথন একরূপ কিংকর্তব্যবিভূত ভাবে অবস্থিতি করিতে সেখেন নাই। তিনি তাহার অবরোধ-বাসিন্ন কোন নারীর একরূপ সাধন উক্তি, এরূপ অস্বীকৃতি করিয়েন না; তাহার অমাজ্জনীত প্রত্যাশা করিয়ে দেওয়া সুচিত। অথচ তিনি বুঝিয়ে পারিলেন জুনি তাহার নিকট যে প্রত্যাশা উদ্ভাবিত করিল তাহার সে কার্যে পরিণত করিতে পারিলে তিনি একটা দায়িত্ব রহিত নিষ্কাতি লাভ করিতে পারিলেন। যদি সে জাতার লিন-সু ও তাহার সঙ্গীদের প্রতিসংঘ্র করিতে পারে তাহা হইলে তাহার যাত্রা
নারী সমাজ।

একবার সফল হইবে, তাহার সাফল্যের জন্ত তিনি জীবন পর্যন্ত উৎসাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

হং-লো-সু কর্তৃক মিনিট নিত্য থাকিয়া বলিলেন, “মানুষ মিঃ রেকে যে কার্যের সম্বন্ধে অসম্ভব, আমি তাহাতে সমর্থ দান করিতে পারি না; তবে আমার বিশাস, মিছু সেনারেন্দ্র। আপনি যে কোন সমাজ চীন মহিলার ছয় বছরে সজ্জিত হইয়া তাহার ভূমিকায় পরিপূর্ণ সাফল্যের পরিচয় দিতে পারিবেন; এতদ্বিতীয়, আপনার কঠিন কোমলতায় ও বিস্মৃতিতে আমার পরিবারগণ মহিলাগণের কঠিন অপেক্ষা হীন নহে।”

তাহার কথা শুনিয়া ছুঁটি রেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি মিঃ হং-লো-সুর মন্ত্র শুনিলেন ত? আপনাদের সমাজের যে সমস্ত অর্থগৃহ নরপিণ্ডের নিকট প্রেরণ করা হয় তাহ। হইলে তাহার কি ফল হইবে তাহ। আপনি কি রূঢ় করান নাই? ইহার ফলে তাহাকে হয় ত বাধা হইয়া আলোহায়া। করিতে হইবে।”

মিঃ রেকে বলিলেন, “ও কথা যে সত্য ইহা আমার অজ্ঞত নাই; কিন্তু হং-লো-সু তাহার দাবী গ্রহণ করা প্রযোজনীয় মনে করিয়াছেন কি না তাহা আমি না। মিঃ সেনারেন্দ্, তোমার পক্ষে কি উচিত বা অনুচিত তাহা আমি স্বতঃসিদ্ধির দিব একর রূপে তাহ। আমার নাই। তুমি মনে করিও না যে আমি তোমাকে পরিচালিত করিতে উৎসর্গ। আমি হীরাক করি তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু আমি তোমাকে সম্পূর্ণ করাইয়া দিতে না হইলে তোমার পক্ষে অনবিকারের ভিত্তি আর কিছুই নাই; তুমি সম্পূর্ণ তাহাতে প্রবৃত্ত না। আমার বিদেশ আর কিছুই বলিবার নাই।”

হং-লো-সু বলিলেন, “এই আলোচনা এখন ভঙ্গ রাখাই প্রার্থনীয় মনে করি; আমরা সমন্বিতে এ বিষয়ের আলোচনা করিব। চীনদেশের রাজনীতি নিয়ে আপনাদিগকে বিবেক করা আমার পক্ষে অন্যায়।”
চতুর্থ উল্লাস

মিঃ কেক বলিলেন, "কিন্তু তুমি চীন সমাজের হিতাহিত সম্বন্ধে আলোচনা করলে যে চীনের রাজনীতির অংশ একুশে মনে করা অসমাজ। যাহা হউক, আগামী কলা আপনার সঙ্গে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব ; আজ রাতে আমি এ সকল কথা ভাবির। দেখিব।"

মিঃ হং-লো স্থবিন বলিলেন, "আপনি একই আমাদের হিতাকাজ্ঞী। কাপ্তেন, আপনি কি কাল আমার রাজনীতি ভবন যাইবেন?"

কাপ্তেন রুপ মর্গান বলিলেন, "হা, মহাশয়!"

মিঃ হং-লো-স্থ বলিলেন, "তাহাদের সহিত সাক্ষাতের পর তাহারা আপনাকে কি বলিয়াছেন, তাহা আপনি দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে আমরা পরপর ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি।"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমি আমাদের সঙ্গে আপনার এই অন্তরোধ রক্ষা করি।"

অতঃপর হং-লো-স্থ উদ্ধৃতিয়া দাড়াইয়া জুনিকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মিঃ সেভারেস, আপনার এই প্রতাপের আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এবং যদি আমাদের কথা কিরূপ হিতকর তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে; কিন্তু আমাদের কথা মিঃ কেক বলিতেছিলেন ঐকুশে মন্ত্রাভ্যাসের আশা নাই। তখন আমি আপনি যে ভবে ত্যাগস্ব করা উদ্যত হইয়াছেন তাহার পরিচয় পাইয়া আমি আত্মরক্ত হইলাম। আমাদের সরাসরি যদি জানি তাহাতে শক্তির হইতে রক্ষা করিবার জন্য একজন মনোকথন মহিলা নিজের জীবন বিপর্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাহার মন আমাদের পূর্ণ হইবে।"

অতঃপর মিঃ সেভারেস ও কাপ্তেন রুট মর্গান হং-লো-স্থ নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মিঃ কেক তাহার প্রণাম করিলেন একটি কথা বলিয়া স্থির সহ গে প্যাস্থারের নিকট উপস্থিত হইলেন। মিঃ কেক জুনি ও কাপ্তেনের তাহার শ্রেষ্ঠ তালিকা লইয়া স্থির করিয়া শক্ত চালনার তার দিলেন; স্থির তাহার ইতিমধ্যে
বন্ধী সন্ত্রাস

ঋগ প্রায়বরকে বিভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়া স্বয়ংক্রিয়তার মিস জুনি দোকানের সমুখে উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক জুনির সহিত দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানের পশ্চাতে বাতায়নটি পরীক্ষা করিলেন, তিনি সেই বাতায়নের শার্শে খুলিয়া একটি কুঁড়ি পকেট-ল্যান্সের সাহায্যে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি বিষাদে পারিলেন সেই বাতায়নটি কোন কোঁশলে বাহির হইতে উদ্ধারিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি বাতায়নটি বন্ধ করিয়া মিঃ সেনার্মানকে বলিলেন, “রহস্যের ভেদ করা কঠিন হয় নাই; অন্য সাহায্য দ্বারা খুলিয়ার চিহ্ন সম্প্রমাণ দিয়া লক্ষ্য করিয়াছে।” তাঁহারা যে মিঃ পেয়ারাটি নোবল গেলায়েতে প্রণীতের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, চোর তাহার পূর্বে তাহাকে ভুলা। খুলিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং নকল পেয়ারাটি রাখিয়া সাধারণ লইয়া গিয়াছিল। আসল পেয়ারাটি প্রণীতে প্রণীতের জন্য উপস্থিত করা হয় নাই। আমি হইলে ঐ জানালাটি লোহার গরাদে দ্বারা পূর্বেই আবদ্ধ করিতাম; তাহা হইলে চোর অত সহজে দোকানে প্রবেশ করিতে পারিত না।”

জুনি বলিল, “আমি জানালাটি ঐ ভাবেই বন্ধ করিয়া।”
পঞ্চম উল্লাস

স্মিথের সিগারেট-বাক্স

পুরো দশক ঘটনার পর দিন অপরাহ্ন ৫টার কয়েক মিনিট পূর্বে স্মিথ তাহার মোটর-সাইকেল বুঝ স্ট্রেটের ভিতর দিয়া নোবল গেলারী হইতে ফিরিয়া যাইতে যাইতে পথের দুই দাঁতের শেষীবদ্ধ বাতায়নগুলি লক্ষ করিয়েছিল। অবশেষে সে একদিনে আমিয়া হঠাৎ বিস্ময়স্বরূপ শব্দ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল খামাইয়া তাহার হইতে নামিয়া পড়িল।

স্মিথের মন্ত্রণা হঁ-লো-স্ট্রেফট সহিত সাফতারের জন্য তাহার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি তৎপক্ষে স্মিথকে আদেশ করিয়াছিলেন, সে অপরাহ্নে নোবল গেলারীতে উপস্থিত হইয়া, প্রাদেশিক জিনিস-পত্রগুলির রক্ষাবোধের ভার যাহার হইতে অর্থ ছিল—তাহাকে জেরা করিবে।

তিনি যদিও অহ্বামান করিয়াছিলেন জুনির দোকানের পশ্চাতে জানালাখুলি আসল পেয়ালাটি অপহর হইয়াছিল; তথাপি জুনি প্রাদেশিকের কে কথা ভাবিয়া হইয়াছিল, তাহার দাঁতের তালা ভায়ি। আসল দোকান পেয়ালা করা হইয়াছিল কি না। জানিবার জন্য তাহার আগাই হইয়াছিল।

স্মিথ প্রাদেশিকের স্থানে জেরা করিয়া। কোন কথা জানিতে পারিল না, তাহার পর সেই কথাকের তালা, ক্রম প্রচুরতি পরিতৃক্ত করিল; কিন্তু সেই কথাকে কেহ অবৈধভাবে বা গোপনে প্রবেশ করিয়াছিল—ইহাকে কোন চিহ্নে সে আবিষ্কার করিতে পারিল না।

স্মিথ বিস্ময়মনোরথ হইয়া বেকার স্ট্রেটে প্রত্যাগমন করিতেছিল, সেই সময় পথিমধ্যে বিস্ময়স্বরূপ শব্দ করিয়া তাহার সাইকেল হইতে ফস করিয়া।
নামিয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিষয়ের কারণ এই যে, সে যখন বঁাকত দিয়া নানাবিধ ঘানের বাধা অতিক্রম করিয়া যুদ্ধগতিতে অগ্রসার হইতেছিল, সেই সময় পথ-প্রান্তবর্তী একটি দোকানের বাতাইয়ের দিকে চাহিয়া সেই বাতায়নের এক প্রান্তে একটি পেয়ালার সংস্থাগত দেখিল; সেই পেয়ালাটি হং-লো-স্থা পূর্ব-কথিত পেয়ালাটির অন্যুরূপ বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। পূর্ববর্তী সে হং-লো-স্থা গুচ্ছে উপস্থিত হইয়া মিঃ রেনেকে সে পেয়ালাটি পরীক্ষা করিতে দেখিয়াছিল, সেই পেয়ালার সহিত সে দোকানের বাতায়নস্থিত পেয়ালার বিন্দুমাত্র পার্শ্বত্ব বুঝিতে পারিল না।

মিঃ যে দোকানের বাতায়নে সেই পেয়ালাটি সংযুক্ত দেখিল, সেই দোকানের কিছু দূরে গিয়া সে তাহার গাড়িবানি একজন পাহাড়িয়ালর ক্ষিণায় রাখিয়া দোকানের সমুখে কিরিয়া আসিল; সে দোকানের মাথার দিকে চাহিয়া সে সাইনবোর্ড দেখিতে পাইল, তাহাতে লেখা ছিল—

সেন্থুকী এণ্ড কোম্পানী,
লগুন—প্যারিস—নিউইয়র্ক।

দোকানের মালিকের নাম পাঠ করিয়াই তাহার মনে হইল সে কয়েক দিন পূর্বে এই নামটি শুনিয়াছিল; কিন্তু কি উপলক্ষ, কাহার নিকট কোথায় শুনিয়াছিল—তাহার সমুদ্র করিতে পারিল না। (he could not recollect where and under what circumstances he had heard it spoken.) কিন্তু সেই বাতায়ন অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ তাহার মনে পড়িল মিঃ সেভার্জেন্স একদিন প্রসঙ্কমে মিঃ রেনেকে বলিয়াছিল—সে শিলা—প্রদর্শনীতে সে যুথীতকে তাহার সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিল—তাহার নাম মিঃ পিভেনস; সে সেন্থুকী কোম্পানীর দোকানে অনেক দিন কায়ে নিযুক্ত থাকায় প্রাচীন শিলা ব্যবাদি সৃষ্টি অভিপ্রেতান্তরীণ করিয়াছিল। এই সেন্থুকী কোম্পানী জাপানী কোম্পানী, লগুনে তাহাদের প্রাচীন শিল্প ব্যবাদির ঐরূপ বুঝা দোকান
পথম উল্লাস

আর একথানিও ছিল না। শিখ দোকানবানী দেখিয়া বুঝিতে পারিল জুনি সেভারেস সেন্টিস কোম্পানীর যে দোকানের কথা বলিয়াছিল, উহাই নেই দোকান।

শিখ দোকানের প্রবেশের পূর্বে হাতের উর্দ্ধ পার্শ্বে বাতায়নে সংরক্ষিত স্তূপ পাণ্ডিত্যগুলি দেখিতে লাগিল। সে যে পেয়ালাটি দেখিয়া বিষম হইয়াছিল, কেবল যে সেই পেয়ালাটিতেই তাহার দৃষ্টি আরু হইয়াছিল এক্ষণে নহে, সে সেখানে আরও নানা প্রকার স্তূপ প্রাচীন দেশীয় শিলাব্য পরিবেষ্টিত সুসজ্জিত দেখিতে লাগিল। ঐ সকল দ্বন্দ্ব বন্ধী প্রায় সে নানা প্রকার তৈজসপত্র, রেশমী বর্ণাদি, চীনামাতির সূর্যচিত্র বাসন, রাগ, প্রতুতি পণ্যজ্ঞান দোকানের বিভিন্ন অংশে সুসজ্জিত দেখিতে পাইল। সে সেই বাতায়নের সমুদ্রে দাড়াইয়া কয়েক মিনিট পূর্ব্বার্থ পেয়ালাটি নির্মলের নেত্রে নির্জন করিল। সে যে মনে মনে বলিল, "হংলো-সূ আমাদিগকে যে পেয়ালাটি দেখাইয়াছিল, ঐ দেখিতে ঠিক সেই রকমই বটে; কিন্তু উহা তাহার সেই আসল পেয়ালা কি তাহার নকল, ঠিক রূপে পারিতেছিল না। যদি উহা আসল পেয়ালার নকল হয়, তাহা হইলে এমন নকল যে আরও আলোক অত্যন্ত এবং সুদৃশ্য দেখিতে পাইল। ঐ পেয়ালাটির মূলা উজ্জ্বল কত ঠাকরা চাহিবে তাহা আমি অনুমান করিতে পারিতেছিল না। মঠ এবং কল্পা তাহা বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়া মনে হইয়াছি ঐরূপ পেয়ালা সেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। হং মনে করেন, তাহার নিকটে যে পেয়ালাটি ছিল তাহাই আদি ও অস্ত্রত্মী; ঐরূপ পেয়ালা। কেবল সেই একটি নির্মিত হইয়াছিল। ঐ বাতায়নে যে পেয়ালাটি দেখিতেছিল, তাহা হং এর অসাধারণ পেয়ালা। হইতেই পারে না, কারণ সেই বিশালগজাকার চীনা ভাকাট।

যদি সত্যই তাহা নকল পেয়ালাটির পরিবেষ্টিত আসামী করিয়া তাহা হরে সে তাহা লইয়া গিয়া এখানে ঐ ভাবে রাধিকার ব্যবহার করিয়া, ইহা বিভাগের অনুকূল; সুতরাং আমার অনুমান ইহা তাহার আদর্শে নির্মিত নকল পেয়ালা। একটি নকল তিনি পাইয়াছিলেন, আর একটি নকল এখানে 


রাখা হইয়াছে। কিন্তু আসল পেয়ালটি অপহরণ হইবার পর সে কথা লইয়া নামে কানায়ানা চলিতেছে (just after all the fuss there's been) তখন এই পেয়ালটা এখানে রাখিয়া দেওয়া অস্ত্র ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। বাহা হউক, আমি করিয়া এসকল কথা বলিব।"

স্বাধীন মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া সেই দোকানের সমুদ্র হইতে প্রথম দোকান হইয়াছে সেই সময় একখানি জ্বরং সেলুনকার সেই দোকানের অদূরে আসিয়া ছায়া ধায়। সেই মুখ্য সেন্নকীর দোকানের একজন আরাধ্য তাড়াতাড়ি সেই গাত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া গাত্রের দরজা খুলিয়া দিলে গাত্রের ভিতর হইতে একটি খুলকায় চিনামায়া নামিয়া আসিল। দোকানের সেই আরাধ্য দোকানের দিকে আগ্রহ হইতে উদার হইল; কিন্তু সে তাহার দিকে দোকানে প্রবেশ না করিয়া সেই বাতায়নের দিকে আগ্রহ হইল।

স্বাধীন কিছু দূরে দাড়াইয়া অগ্নিপ্রকাশ লক্ষ্য করিতে লাগিল। অগ্নিপ্রকাশ সবুজক্ষণ। তাহার পরিধানে একটি দীর্ঘ লেখকে ফুল ফুল ও ফালং ফুল; তাহার মধ্যে একটি বৰ্ণ তুপি; তুপিটি সুগন্ধিত হইলেও পরিচ্ছেদের সহিত তাহা মানাইতেছিল না। স্বাধীন প্রথমে মনে করিয়াছিল লোকটি ইন্দ্র; ইন্দ্রের মধ্যে সেই দেশের লোক হইতেও পারে; কিন্তু তাহার মাধ্যমে সেই একক্ষণ তুপির আড়াল হইতে তাহার মুখবনি মুখের জন্য স্থিতের দৃষ্টিগোচর হইল; তাহা দেখিয়া স্বাধীন বুঝিতে পারিল অগ্নিপ্রকাশ চিনামায়া। লোকটির পরিচ্ছেদের আড়াল এবং শক্তিক্ষণের মহাদর্শ দেখিয়া স্থিতের অগ্রহ হইল চিনামায়াটি ধনাত্মা ব্যক্তি এবং লঙ্গ প্রবাসী চিনামায়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল।

স্বাধীন কিছু দূরে দাড়াইয়া অগ্নিপ্রকাশ চিনামায়াটির ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সে আড়ালের দিকে চাহিয়া দেখিল চিনামায়াটি জানালার সম্বন্ধে দাড়াইয়া নিন্মের নেত্রে সেই পেয়ালাটাই দেখিতেছিল; সেখানে নানাবিধ স্বল্পত্ব পণ্যার সচিত্ত লাগিলেও সেই সকল হবে তাহার লক্ষ্য ছিল না।
চীনামানটি দোকানের একজন পরিচারককে আহ্বান করিয়া বলিল, “ও তিনিটি একটি ভাল করিয়া দেখিতে চাই, খাসু চিজ !”—সে পৃথকৃত পেয়ালাটার দিকে অলুমি নিদেশ করিল।

সেই কথা শুনিয়া পরিচারকটি রাতায়নের অন্তরালগুলি মথমের অধীর হইতে পেয়ালাটি তুলিতে আসিল। সেই সময় আগ্নেয় চীনামান পেয়ালাটি পরিক্ষা করিবার জন্য চাকরটার দিকে দুর্গিযা পড়িল। সেই সময় স্থির তাহার মুখ সম্পর্কে দেখিবার সুযোগ পাইল।

স্থির চীনামানটির পরিচ্ছদ ও আকার একার স্বর্ণ রাখিবার জন্য মনে মনে বলিল, অথবা ক্রক-করিত, অপরিচ্ছন্ন, কালো। মুখে একারণে কালো গোল—পারিপার্টীহীন, মাথায় চুলগুলি বৈলক্ষণ্য, চোখে রপ্তি চুম্বি।—কেবল দাড়ির অভাব; যদি উহার মুখে কালো দাড়ি ধারিত হইলে উহাকে কি রূপ দেখিতে হইবে ?—হাঁ, তবে লোকটা মিস সেভারেসের দোকানে গিয়া তাহার নিকট মিঃ হং-লো-হুর প্রেরিত পেয়ালার মূল্য সকল প্রেশ করিয়াছিল, এবং তাহা হাতে লইয়া পরিক্ষা করিয়া এবং তাহা হাতে লইয়া পরিক্ষা করিয়া এবং তাহা হাতে লইয়া পরিক্ষা করিয়া—থিক সেই লোকটির চেহারার সহিত ইহার চেহারার সাদৃশ্য সম্পর্কে বুঝিতে পারা বাইত; ইহার মুখে কালো দাড়ি নাই বড়ে, কিন্তু এ সেই লোক এ বিষয়ে আমি নিঃসনেন হইয়াছি।

চীনামানটিকে স্থির একারণ কৌতুহলবদ্ধ অথবা মনোযোগ সহায়ে নির্দীপ্ত করিতেছিল যে, দোকানের চাকরটা তাহার ঐ ভাবে অকারণ দাড়াইয়া থাকিয়া দেখিযা। তাহার মুখের দিকে দুই একবার বকুলীয়া চাহিতেছিল, ইহার সে লক্ষ্য করে নাই। স্থির করিয়া সেই বাতায়নের নিকট দাড়াইয়া থাকিয়া দেখিযা চাকরটা তাহার সদয় করিয়াছে ভাবিযা স্থির অস্বস্ত রোগ করিতে লাগিল, এবং তাহার সন্দেহভঙ্গ করা। প্রয়োজন মনে করিয়া তাহাকে হুলাইবার অভিপ্রায়ে উংসাহ ভরে বলিল, “কি বেল, ওহে সার্জেন্ট! ঐ যে
বন্ধু সম্প্রদায়

জিনিসটি ওখানে সাজাইয়া রাখ। হইয়াছে এই জিনিসটি কি? স্থিত যে ব্যাট লক্ষ্য করিয়া অদূরে প্রসারিত করিল তাহ। সিগারেট-কেস। সেখানে তিনটি সিগারেট-কেস একত্র সজ্জিত ছিল।

ভূত্তা বলিল, "ও জিনিস চেনে না, এ রকম লোক এদেশে কেহ আছে—ইহা জানিতাম না!"—তাহার কঠিনতর সন্দেহের আভাস ছিল।

স্থিত বুঝিল প্রশ্ন করিয়া সে ঠিকি। গিয়াছে, এজন্য সে বলিল, "আমার কথাটা তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি বলিতেছিলাম উহা চীনদেশের না জাপানের জিনিস? কোন জিনিসটি। চীনদেশের আর কোনটা জাপানের, না বলিয়া দিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় কি?"

ভূত্তা বলিল, "উহা জাপানে। আজকাল জাপানে অনেক তাল জিনিস প্রস্তুত হইতেছে।"

স্থিত বলিল, "আমিও সেই রকমই অস্থায়ী করিয়াছিলাম। জাপানীদের নিম্নিত সমস্ত সমস্ত পণ্য ব্যব এসিয়া ও ইয়ুরোপের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। উহা কি মূল্যবান? ঐ ছোটটির মূল্য কত?"

ভূত্তা বলিল, "পাঁচ পাউণ্ডের অধিক নহে।"

স্থিত বলিল, "বেশ, আমি আমার কোন বন্ধুকে জমেনের উপহার দেওয়ার জন্য পাঁচ পাউণ্ডেই উহা কিনিব।"

এই কথা বলিয়া সে ভূত্তাকে ঠেলিয়া। ফেলিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্তে সে চীনামাত্রকে পেয়ালাটি হাতে তুলিয়া লইতে দেখিল। চীনামাত্র তাহা উল্টাইয়া ধরিয়া তাহার তলা পরিক্ষা করিল, ইহা ও স্থিতের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তাহা দেখিয়া স্থিত বলিল, "কর্ধা ও হং কাল উহার তলায় যে চিহ্নটির কথা বলিতেছিলেন সেই চিহ্নটা দেখিতেছে বোধ হয়।"—স্থিত চীনামাত্রকে কাছে দাড়াইয়া সেই চিহ্নটি দেখিয়া চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা সে দেখিতে পাইল না। সে সিগারেট-কেস লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; সেই সময় দোকানের একজন কর্ণধারীর সহিত চীনামাত্রের মস কথা হইতেছিল তাহ। তাহার কর্ণধারের হইল।
চীনাময়ান বলিল, “সাত হাজার পাউড়? অস্ত্রব! তুমি যে ভয়ানক চড়া দর বলিতেছ । আমি এত বেশী টাকা দিয়। উহা কিনিতে পারিব না।”

তৃতীয় বলিল, “দেখুন মুহারিম, আপনি ইহার মূল্য অধিক বলিয়া কেন মন করিতেছেন তাহ। বুঝিতে পারিতেছি না। অন্য পুরুষে জাপান হইতে মালের বে চালান আসিয়াছে, সেই চালানের মালগুলি যদি যথেষ্ট অর্থ মূল্যে কিনিতে না পাইতাম, তাহা হইলে ঐ মূল্যে উহা বিক্রয় করা আমাদের অনাধুন। হইত। আমি আপনাকে এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যদি এই পেয়ালাটি আমরা লওয়া বিক্রয় না করিয়া বিক্রয়ের জন্য দুই এক পাইতুল, তাহা হইলে সেইখানে প্রাচীন শিলের অন্তরাগী যে কোন ক্রেদা ইহা দশ হাজার পাউড়ে কম করিবে; কিন্তু ইহা আমরা লওয়া বিক্রয় করাই বাঅ্যন্তরীণ মনে করি, কারণ ইহা আমেরিকায় পাইতুলে সে দেশের গভর্মেন্ট ইহার জন্য যে শক্তির দাবী করিবে তাহার পরিমাণ অতঃপুরুষ অধিক। এই জন্যই ইহা আমরা এ দেশে এক এক অর্থ মূল্যে বিক্রয়ের পক্ষপাতী। এই পেয়ালতি কিছু মূল্যবান সামগ্রী তাহা আপনি নিঃস্বতে বুঝিতে পারিয়াছেন, হেতুত্বা আমি যে মূল্যের দাবী করিতেছি তাহা প্রকৃতই অন্ত এ কথা আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।”

চীনাময়ান বলিল, “হা, আমি এই পেয়ালার শীতলপুপ্পুরের মধ্যাদাক্ষিণে বুঝিতে পারি; এই জন্যই আমি বলিতেছি—”

এই পর্যন্ত বলিয়াই সে ঠান্ড নীরব হইল, এবং পেয়ালাটি তাহার শুষ্কমক্তি মধ্যমের আধারে রাখিয়া দিল; তাহার পর ইহার ক্ষুদ্র বলিল, “এখন আমার হাতে এত টাকা নাই যে, ইহা ক্রয় করিতে পারি। আমি অন্যদিন পূর্বে অনেকগুলি হাস্পাতী শিলাধ্ব কয়ে করিয়াছি। তবে যদি তোমার পাঁচ হাজার পাউড়ে উহা বিক্রয় করিতে সম্ভব হও তাহা হইলে আমি উহা কিনিতে পারি।”

তৃতীয় বলিল, “আপনি আপনার ইচ্ছামতী মূল্য নির্দিষ্ট করিতে পারেন না, কিন্তু উহা নাত হাজার পাউড়ের কম মূল্যে বিক্রয় করিবার আদেশ
বন্দী সমাপ্ত

পাই নাই। তবে যদি আপনি আমাদের দোকানের মালিক নিঃ সেন্নকির সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহা হইলে মূলসম্বন্ধে তাহার অভিমত জানিতে পারিবেন; কিন্তু তিনি এখন দোকানে নাই, আপনি দয়া করিয়া কার এক সময় এখানে আসিলে তাহার সঙ্গে দেখা হইতে পারে।”

চীনাম্যান বলিল, “আমি এ সঙ্গে বিবেচনা করিব। আমি সম্ভবতঃ কাল পর্যন্ত এক সময় এখানে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অথবা তাহার পূর্বে পেয়ালাটি অন্য লোকের নিকট বিক্রয় করা হইবে না।”

চীনাম্যান অতঃপর ঘড়ির দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি দোকানে তাক করিল। স্থির তখন সিগারেট-কেস ক্রয় করিয়া দোকানের বাহিরে আপনা করিতেছিল; চীনাম্যান প্রকাশ নেলাখরাতে উঠিয়া অস্ফোর্ড স্টিপাটের দিকে ধাবিত হইল দোখায় মে তাহার মোট-সাইকেলে উঠিয়া। চীনাম্যানটির অস্ফরণ করিল। তখন সেই পথে নামা প্রাকার শক্তি চলিতেছিল, এখন চীনাম্যানের শক্তের অসুসংগততা তাহার অস্থিরতা হইল না।

তখন শরাতের সম্মুখীন সমগ্র। ক্যাপিউট স্লীজের নিকট উপস্থিত হইল। স্থির দেখিল কতকগুলি গাড়ী পথের একস্থানে চেঁচ করায় চীনাম্যানের গাড়ী সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারিয়া থাকিয়া ছিল। সেই স্থানে স্থির একটি চর্চনিমিত কোটে সর্বসাধারণ আচ্ছাদিত করিয়া মাধার টুপিটা কোলার উপর টানিয়া দিল।

ক্যাপিউট হইতে চীনাম্যানের মোটর হাই হলবর্ণ ও ফ্যারিংডন টাইট অভিক্রম করিয়া ল্যাডোট হিলের অভিমুখে ধাবিত হইল, তাহার পর ক্যান্ট টিট, বুইন ভিকটোরিয়া টিট, বাল্ক অফ ইংল্যান্ড পশ্চাৎ ফেলিয়া। বিভিন্ন পথে কমারিয়াল রোডে প্রবেশ করিল।

স্থির সেই শক্তের অস্ফরণ করিতে করিতে মনে মনে বলিল, “বলুন হ্রেত দোকানে বে পেয়ালা দেখিয়া। আসিলাম, উহার কথা শুনিতে পাইলে হং-লো-ক্রোতু বোধ করিবেন। উহার মূল্য সাত হাজার পাউন্ড! কিন্তু আসল পেয়ালার প্রকৃত মূল্য দশ হাজার পাউন্ড বলিয়াছিলেন; তাহার কেবল...
নকলের মূল্য কয়েক পাউন্ডের অধিক নহে। সেটার দোকানের কর্মচারীরা জানে উহার প্রকৃত মূল্য কত। ঐ চীনামায়াটা বলল দোকানের কর্মচারীরা উহার যে মূল্য চাহিল তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু ঐ লোকটার যদি দাড়ি ধার করিত তাহা হইলে মিস সেভারেন্স তাহার দোকানে যে লোকটাকে দেখিয়াছিল সে যে সেই লোক ইহা নিজস্বে বলা যাইত। যাহা হউক, লোকটাকে যখন আমার সন্মত হইয়াছে তখন উহার গতিবিধির প্রতি আমারকে লক্ষ্য রাখিয়াই হইবে। পেয়ালাটা উহার বেশ পছন্দ করিয়াছে; কিন্তু ঐ স্কুলোয়াদর চীনামায়াটা ভাঙ্কার লিন-কু কি না রুখিতে পারিতেছিল না। তবে ঐ ব্যক্তি লিন-কু না হওয়াই সত্য; কারণ সে যদি হং-লো-স্কুর আসল পেয়ালা হস্তগত করিয়া থাকে তাহা হইলে উহা কোন জন্য কেন আগাহ করান করিবে?

মিথ্যে এক বিষয়ে নিজস্বে হইলেও যত বিষয়ে ভুল করিয়াছিল তাহাই সেই রাত্রিই সে বুঝিতে পারিল।

'স্কুলকায় চীনামায়ার শক্ত লাইম হাউস পলিয়ে প্রবেশ করিলে মিথ্যে সতর্ক ভাবে তাহার অমুদরণ করিয়া হইল; তবে যদি সে মোটর-সাইকের পরিবর্তে ট্যাক্সিতে তাহার অমুদরণ করিয়া তাহাই হইলে তাহার ঘর পড়িবার আশঙ্কা। একটি বিশেষ শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি শাব্দিক অর্থনীতি 

চীনামায়ার শক্ত অর্বেশে যে প্রশ্ন পত্থে প্রবেশ করিয়া চলিয়া লাগিল, তাহার ছই দিকে শীতোষ্ণ দোকান। চীনামায়ারের এই সকল দোকানে নানা প্রকার মশলা ও গাছ-গাছাড়া পাওয়া যায় এমন কি হাঁহার দীর্ঘ হইতে পার্শ্ব বাসা। পর্যন্ত কোন দূরেরই অভাব নাই। নানা প্রকার শুধু মাত্র মাছ ও মাংসের দোকানের পার্শ্বে বিভিন্ন ধাতু ব্যবহার দোকানও সেই পত্থের ছই দিকে হস্তক্ষেপিত।

মিথ্যে এই পত্থে কিছু দূর চলিয়া তাহার অপগ্রহী চীনামায়ারের শক্ত-শান্তিকে একটি বৃহৎ দেবমন্দিরের সমুখে থামিতে দেখিল। মিথ্যে একটু ইবে তাহার সাইক্ল ধামাইল, এবং তাহার দৃঢ়তে সমুখে চাহিয়া পর্যন্ত ইলাদ চীনামায়ারকে তাহার গাড়ি হইতে নামিতে দেখিল। চীনামায়ানটি সেই
মঠ প্রবেশ না করিয়া সম্মুখস্থ পথে পদচারণ করিতে লাগিল। অবশেষে একটি বৃহৎ মোটর-কার স্থিতের পাশ দিয়া এই চীনাম্যানের সেলুন গাড়ীর ঠিক পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

স্থিথ সেই নবাগত শক্তিশালীর দিকে চাহিয়া একটি রমণীকে তাহার ভিতর হইতে পথে নামিতে দেখিল। এই স্ত্রীলোকটি ইয়ুরোপীয় নাহে; সে একটি চিঠা মুল পরিচ্ছেদে বিক্ষিত ছিল; তাহার উপর একটি পীতবর্ণ রেশমী অঙ্গরাখ। তাহার দেহ-শোভা বিক্ষিত করিতেছিল। সেই চীনাম্যানের সম্পূর্ণ পশ্চাতে যে আলো অলিতেছিল সেই আলোকে স্থিথ দেখিল, স্ত্রীলোকটি সমুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে চীনাম্যানটার আকৃষ্ট নয় করিয়া তাহাকে অতিবাদন করিল।

মুহূর্তের সেই সহেকারিগী রমণী ব্যাগডাবে চীনাম্যানটার শক্ত প্রবেশ করিল। চীনাম্যানটাও তৎক্ষণাং সেই গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিয়ে আরম্ভ করিলে তাহা মঠ ঘুরিয়া। তাড়াতাড়ি স্থিতের মোটর-সাইকেলের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। চীনাম্যানের সেলুন-কার মুহূর্তমধ্যে স্থিতের সাইকেল অতিক্রম করিয়া দূরে প্রস্থান করিল। স্থিথ পার্করার সাইকেল উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল। তাহার মন নাম। সম্পূর্ণে পূর্ণ হইল।

স্থিথ সেই দিন অপরাহ্ণে তাহার মোটর-সাইকেল গ্যারেজ হইতে বাহিয়া করিবার সময় তাহার গাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে তেল ও পেট্রল ভরিয়া লইয়াছিল, এইকথা তাহাকে কত দূর যাইতে হইবে ইহ। জানিতে না পারিলেও সে নিঃশব্দ চিত্তে চীনাম্যানের সেলুন-কারের অনুসরণ করিল। কিন্তু পথের জন্য স্থিথ বাছাই। অগ্রগামী শক্তিশালী বা তাহার মোটর-সাইকেল পূর্ণবেগে চলিতে পারিল না।

কিন্তু স্থিথ একটি বিষয় বুঝিতে না পারিয়া ধাঁধায় পড়িল। চীনাম্যানের কোনও সম্পূর্ণ মহিলা নিঃশব্দভাবে একাকী কোন মোটর-গাড়ীতে আসিয়া আর কোন পুরুষের গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে ও তাহার সঙ্গে বেড়াইতে যায় এরূপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল বলিয়াই তাহার মনে হইল। যদি সেই রমণী সম্পূর্ণ-
ংশীয়া না হয় তাহার হইলে সে কে? হং-লো-স্থ তাহার ধরে বসিয়া মিঃ রেকের সহিত যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধের মনে পড়িল। চীনের সম্রাট-মহিষীকে জামিন রাখিবার জন্য দুর্বলত্বের মিঃ হং-লো-স্থর নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার সহিত এই রমণীর আকারের অভিভাব কোন সম্পর্ক ছিল কি না তাহা সিদ্ধ রুখিতে পারিল না।

সিদ্ধ জানিল হং-লো-স্থ সেই দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর লাইম হাউসের গ্রাহাম মন্দিরে উপস্থিত হইয়া কনফিউশিয়ার কঠোর বচন-সমধিক অর্থক অনুক্ত লোহিত পতাকা সেই মেঠের উত্তর-পূর্ব ভোরণ-ধারে সংহারিত করিলেন; তাহার পর সম্রাট-মহিষী সঙ্ক্যো ছত্রটার সময় সেই মেঠ আসিবেন। উক্ত পতাকা উড়িতে দেখিয়া সম্রাটের শক্ররা রুখিতে পারিলে হং-লো-স্থ তাহাদের দাবী গ্রাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সিদ্ধ যে দৃষ্ট্যা দেখিল তাহা হইতে তাহার মনে হইল চীনের সম্রাটী ভাগার লিঙ-কু বা তাহার কোন অনুচ্ছেদের হইতে এই ভাবে আরাম মরণ করিলেন। তাহার এই ধারণা সত্য হইলে সে যে অন্ত ভীষণ পরাক্রাম সম্পূর্ণ হইয়াছে ইহা বিচ্ছিন্ন পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইল।

কিন্তু সিদ্ধের সন্দেহ কোন প্রকারে দুর্বল হইল না; সে পূর্বার্থে হং-লো-স্থর নিকট হিবিনাছিল তিনি সম্রাট-মহিষীকে জামিন স্থলে সেই দুর্বল তর্কের হইতে অর্জন করিলেন না।

সিদ্ধ জানিল মিঃ রেকে সেই দিন অপরাহ্ন পাকাস্কের কোন্ট গিয়াছিলেন; হং-লো-স্থ তাহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে হয় তাহে দুর্বল তর্কের লাপিত গ্রাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার মনে হইল; কিন্তু মিঃ রেকে তাহারকে ঐরূপ উপদেশ দিয়ে পারেন এ কথা বিষ্ণু করিতে তাহার প্রতি হইল। সে জানিল মিঃ রেকে সেখানে হইতে বাধ্য ফিরিয়া, অর্থোপিত পূর্বাপার চিনিয়া নিম্ম ধারিত। সেই সময়ে কিছু করিয়া তাহাই নির্দিষ্টীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ঐরূপ নিষ্ঠুর করিয়া প্যাকাস্কের কোন্টে গিয়াছিলেন তাহা সে জানিতে পারে নাই।
বন্ধী সংবাদ

জুনি সেভারেন্স যখন সংবাদ—মহিষীর পরিবর্তে তাহার ছদ্মবেশ সমারের মুক্তিপণের জানিতে সর্বপ্রথম তাহার শরুপগণের হস্তে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিল তখন স্থিত সেই স্থানে উপস্থিত থাকায় সে তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছিল। স্থিত ইহাও জানিত যে, মিঃ ব্লেক হং-সুর-সুর গুহে উপস্থিত হইয়া বে অভিভাবক প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'তাহার পরিবর্তে হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তাহার ধারণা হইল যে, যদি তাহার ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না হইয়া থাকে তাহা। হইলে সে সহ গাড়ীতে যে চীনা মহিলাকে দেখিয়াছিল তিনি সংবাদ—মহিষী। সে তাহাকে জুনি সেভারেন্স বলিয়া মনে করিতে পারিল না। সে ঘটনার ব্যাপারে এককালে শত্রু হইতে অন্য শত্রুর প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল; কিন্তু এই ঘটনার শেষ কোথায় তাহা জানিবার জন্য তাহার আগের প্রবেশ হইয়াছিল। এ জন্য সেই শত্রুর অনুসরণ করার কষ্ট্য মনে করিল।

স্থলাঙ্গ চিনা মার্কারের সেলুন-গাড়ী কাছে পোর্টমাউথ রোড দিয়া ধাবিত হইল। স্থিত মোটর সাইকেলে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সেই পথে তখন নানা রকম গাড়ী চলিয়েছিল। এইজন্য স্থিতের সাইকেলের দিকে কাছারও লক্ষ্য ছিল না।

অবশেষে চিনা মার্কারের সেলুন-গাড়ী রিপোর্টের স্বদীর্ঘ পথে উপস্থিত হইল। সেই সময় সেই গাড়ীর পথের আলো। স্থিতের দৃষ্টিকোণ অভিচর্ম করিল। গাড়ীর সেই সময় পথের মোড় ঘূরিয়া রাম দিকের একটি পথে প্রবেশ করিয়াছিল। স্থিত একটু খামিরা চারি দিক দেখিয়া হইল; তাহার পর সেলুনের সম্ভাবনা বুঝিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিল। এবার পথে শক্তিতার প্রচুর না থাকায় সেলুনের অবসরণ কর। তাহার পথে গভীর লক্ষাধ্য হইল না। সেলুনবাসির আরোহারা যেন তাহার অনুসরণ কারী মোটর-বাইক দেখিয়ে পায় নাই, এই ভাবে চলিতে লাগিল।

সেলুন-গাড়ী কমশঃ কবরহীর ভিতর দিয়া লেদারহেড রোড অতিক্রম করিয়া বুড়ি বুকহারের উপকরে উপস্থিত হইল। তাহার পর স্থিত কিছুকাল
পঞ্চম উল্লাস

অগ্রামী শালতের আলো দেখিয়ে পাইল না। কয়েক মিনিট পরে সে দক্ষিণ দিকে অগ্রামী শালতের মাঝারি আলো দেখিয়া রুখিতে পারিল গাছীধামী ঘুরিয়া আসিয়াছে। সেই পথের কিছুদূরে ঠোঁট উম্মান লেন” নামক গলীর মাঝারি একখানি আটালিকা ছিল; গাছীধামী চলিতে চলিতে সেই আটালিকার সমুখে ধামিল। ইহা দেখিয়া স্মিথ তাহার গাছীধামী একটি বোপের ভিতর লুকাইয়া রাখিল পদরোজ্জে সেই আটালিকার দিকে চলিতে লাগিল। সে সেই আটালিকার বাতায়ন-পথে আলোক দেখিয়ে পাইল।

মিথ মনে মনে বলিল, “আমি পুর্বে এই বাড়ীর পাশ দিয়া গিয়াছি। তখন বাড়ীধাম খালি পড়িয়া ছিল। চীনামারণ। এই বাড়ীতেই প্রেঢ়ণ করিয়াছে। আমি তাহার গতি বিবিধ লক্ষ্য করির।”

মিথ কক্ষাকীর্ষ পথ দিয়া একটি ফুল বাগান অতিক্রম করিল; তাহার পথ দিয়া সেই আটালিকার বারান্দার নীচে আসিয়া দোতালার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দোতালার ঘরে আলো লাগিতেছিল। সেই আলোক তাহার দৃষ্টিগোচর হইল।

স্মিথ সেই স্থানে দাড়াইয়া কিন্তু দোতালার উম্মুক্ত বাতায়নের সমুদ্ধে উপস্থিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সেই সময় সে কোন লোকের মুখ কঠিন শুনিতে পাইল। তাহার ধারণা হইল কোনা লোক সেই আটালিকার অত্য প্রায় আসাবলে থাকিয়া কাহারও নহির আলাপ করিতে ছিল। স্মিথ সমুদ্ধে চাহিয়া বারান্দার নীচে একটি আইভি-কুঁড়ি দেখিতে পাইল। আইভি লতা তোতালার কাবিন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

লতাটি শাখাচায় হইয়া ও পরিপূর্ণ। স্মিথ সেই লতায় তর দিয়া উঠিয়া উঠিতে লাগিল। সে প্রায় পনের ফিট উঁচু দোতালার জানালার নিকটে উপস্থিত হইল; তখন সে উম্মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই কঁকরের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যে দৃঢ় তাহার নয়নগোচর হইল—তাহা দেখিয়া সে একে বিমিত্র হইল যে, তাহার হাত ছুইখানি দ্বারা। লতাটি ধরিয়া রাখা কঠিন হইল। সে নীচে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে নামলাইয়া লাগিল।
ষষ্ঠ উন্নাস

স্মৃতির গোয়েন্দাগিরী

স্মৃতির সেই কক্ষে একাধিক টেবিলের কাছে যে লোকটিকে উপবিষ্ট দেখি। সে সেই খুলকায় চিনামায়; তাহার পাশে একাধিক আরাম কেদারায় সে যাহাকে উপবিষ্ট দেখিল—তাহাকেও চিনিতে তাহার কথা হইল না। মনে রেকও তাহাকে চিনিতেন। সেই রহস্যময়ী শক্তিশালী নারী বহুদিন পূর্বে ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশে অনেক অস্তু কার্য করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। তাহার পর একাল পর্যন্ত কখনই তাহার সন্নাট পাই নাই। স্থির সেই অট্টালিকায় তাহাকে দেখিতে পাইলা ত্যাগিত তাহে দাড়াইয়া রহিল। তাহার পরিচয়ের মহাব্যাপ্তি ও পরিপাত্ত দর্শনে যে কোন পুরুষকে মুখ হইতে হইত। তাহার উপর সে যে সকল হীরকচিন্তায় পরিধান করিয়াছিল সেগুলি মহামূল্য অগ্রজ কেন কোটাপিতের ক্রীর অকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই হীরক বদ্ধককার সে কোন চান হইতে লুটিন করিয়াছিল কিনা স্থির তাহ। বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহার আড়ার দেখিলে তাহাকে প্রায় মহীয় বলিয়াই সকলের ধারণা হইত। দত্তা সমাজে এই নারী 'অর্কী' নামে পরিচিত ছিল। এই রমণীর দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি নারী বসিয়া ছিল; স্থির তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল। সে সোফী ভন কেজেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই রমণীও একটি দশ্যদলের অধিনায়ক ছিল। লোন্ন পারিস ও বার্লিনের দশ্যদল তাহার নাম শুনিলে ভয়ে কাটিত। অর্কীর বামপার্শ্বের যে ব্যক্তি উপরিটি ছিল তাহার নাম কাস্পার নিগান; সাংখ্যের নগরে সে লক্ষতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই লোকটি জুনি সেভারেসের শর্ত ছিল। জুনিকে আয়ত করিবার জন্যে সে বহুদিন পর্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। সোফী ভন কেজেনের পার্শ্বে স্থির
যাহাকে উপবিষ্ট দেখিল তাহার নাম মাটি বিধায়। মাটি বিধায় হীরক-চোর (Diamond crook) রিলাই সমগ্র ইয়ুরোপে খাত্ত লাভ করিয়াছিল। কিন্তু চীনাদেশে সে খুঁজুন্থে প্রচারকের ছাদে বহুদিন অভিবাহিত করিয়াছিল। সেই সময় সে রোভারের জেম্স বতন নামে পরিচিত ছিল। বিধায় সমুদ্রে 
বাক্সিয়া ছিল—সে জীবন হায়েনা। নামে পরিচিত ছিল। তাহার পার্থ একটি খর্বকায় কিন্তু ঝুঁকিও উপবিষ্ট ছিল। সে সাংঘাই নগরের অধিবাসী। সে খুনির পিতা। তাহার সেভারেসের তাজারঘানায় চাকরী করিত। সেই 
টেলিসের ধারে আরও যুইজন লোক উপবিষ্ট ছিল। মিন্ট তাহাদিগকে দাস্তা 
রিলাই মনে করিল। তাহারা ফনাসী এবং অর্কিডের অন্ধ। মিন্ট মিন 
ক্রের নিকট দুর্ভিক্ষ ছিল, অর্কিড ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বহুসংখ্যক মন্দির 
পরিচালনার জন্য করিয়াছিল। 

মিন্ট এই সকল নর নারীর মুখের দিকে চাহিয়া। অবশেষে যুলাকাকে 
চীনামানটিকে লক্ষ্য করিয়া লাগিল। মিন্ট সমুদ্রকে দোকান হইতে তাহার 
অসহ্য করিয়াছিল। সে দেখিয়া সই চীনামানটি। অর্কিডের চেয়ারের পাশ 
উঠিয়া। দাড়াইয়া তাহার নিম্মরে কি বলিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিয়া। 
অর্কিড মধ্যে মধ্যে বাতাশে মাথা তুকিয়া তাহার উত্তর সহজন করিতে 
লাগিল। অন্য সকলে মনোযোগ সহকারে তাহার কথা শুনিতে লাগিল। 

অবশেষে অর্কিড হইতে হাত নাড়িয়া। তাহাকে কি ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া 
দাড়াইল। তাহার ইঙ্গিতে সোফি ভন কেজেনও তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে 
উঠিয়া। উভয়ে একত্র সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। 

মিন্ট মনে মনে বলিল, "আমার বিখ্যাত, উহারা নবীন সমান্তকে এই 
বাড়ীতেই লুকাইয়া। রাখিয়াছে। এই অট্টালিকার তেতালায় আলো জলিতে 
লাগিয়াছি, সম্ভবতঃ তাহাকে সেইখানেই কয়েদ করিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে 
আমি আজ অপরাজ বও ঢ্রাইরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কর্মকে এখানের 
সকল কথা জানাইবার জন্য আমার মন বাকুল হইয়াছে; কিন্তু এই স্থান 
ত্যাগ করিবার পূর্বে আমাকে এই বাড়ীর তেতালায় কক্ষটিও পরিস্কৃত করিতে
হইবে। আমি এই আইভি লতায় চাড়াইয়া আরও উঠে উঠিতে পারিব কি না রুখিতে পারিতেছি না। চীন্মায়ালটা যে চীনা রমণীকে তাহার গাড়িতে তুলিয়া লইয়া আসিয়াছে তাহাকেও একবার দেখিতে চাই।”

স্মিথ সেই আইভি লতার সাহায্যে সেই অত্যাধিক তত্তালার জন্য পর্যায় উঠিবার জন্য একটা ব্যাকুল হইল যে, সে সময় নীচের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না; এজন্য একজন লোক কিছুকাল পূর্ব হইতে মাটিতে পাড়াইয়া নিমিন্মে নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল, তাহা সে দেখিতে পাইল না। সেই লোকটি কয়েক মিনিট সময়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সেই লতাকুঠের উঠে উঠিতে লাগিল। অবশেষে তাহার দেহের ভারে যখন আইভি লতার উষ্ণাঙ্গ আন্দোলিত হইতে লাগিল সেই সময় স্মিথ রুখিতে পারিল কেহ তাহার সম্প্রতি পাইয়া লতা বহিয়া উঠে উঠিতেছে। কিন্তু স্মিথ সতর্ক হইবার পূর্বেই লোকটা বিড়ালের মত জুতিও গণ (with the swiftness of a cat) তাহার নিকটবর্তী হইল। তখন স্মিথ নিজের সহকর্মীর অবস্থায় কথা রুখিতে পারিল। সে দেখিল আরও কিয়দুর উঠিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে পলায়ন হইয়া নীচে পড়িতে হইবে। যদি সে বিতলের বাতায়ন পার হইয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহার অবস্থা বাঘের মুখে মাথা পুরিয়া দেওয়ার নত বিপজ্জনক হইবে! (to put his head straight into the jaws of the tiger!)

সে কিছু দূরে আর একটি লতায় স্থবির দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু হাত বাড়াইয়া তাহা ধরিতে পারিল না; লাফাইয়া তাহা ধরিয়া চেষ্টা করিল বিকল হইবে রুখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল; তাহার সর্বাঙ্গ অন্ধ হইল।

স্মিথ তখন কি করিবে তাহার চিন্তা করিবার অবসর পাইল না। কারণ সে তাহার পদপ্রান্তে দৃষ্টিগোচর করিয়া তাহার অহ্নসরণকারীকে পাচ ছয় কিট নীচে দেখিতে পাইল। স্মিথ অগত্যা তাহার নীচে নামিবার চেষ্টা করিল। তাহার অহ্নসরণকারী সন্দেহ করে নাই যে, সে ঐভাবে নীচে নামিয়ে সাহস করিবে; এজন্য স্মিথকে নামিতে দেখিয়া সে কি করিবে তাহা।
ষষ্ঠ উল্লাস

স্মৃত করিতে পারিল না; সে আর উত্তরে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া। স্বার ভাবে ঢাকারিয়া রহিল। সেই সময় দোষালার কক্ষের দীপালোক তাহার মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হওয়ায় স্মৃত তাহার মুখ দেখিয়া। পুরীতে পারিল—সেই লোকট।
চীনাম্যান। সে দুই হাতে তাহার সমুদ্রস্থিত আইভিতাতি ধরিয়া পাকিলেও তাহার সঙ্গে একখানি তীক্ষ্ণ্ডাদি কিরীট ছিল; তাহা সেই দীর্ঘ দিন ধরিয়া রাখিয়াছিল।

স্মৃত অবনত মূলকে সেই চীনাম্যানটার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে এক হাতে আইভি লতার একটি সুর শাহা ধরিয়া অন্য হাতে কিরীচাকানি একই করিয়াছিল। সে কিরীচাকানি বাগাইয়া ধরিয়া স্মৃত্বের অবতরণের প্রতীকা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়াও স্মৃত নামিতে লাগিল; কিন্তু সে অধিক দূর না নামিয়া এক হাত মাটি নামিয়া স্নিগ্ন ভাবে ঢাকারীয়া রহিল।
চীনাম্যানটি উদ্ধে চাহিয়া বুঝিতে পারিল স্মৃত রেখায়ে দাড়াইয়া ছিল সেই হাতে সে হাত বাড়াইয়া কিরীচের অগ্রভাগ দ্বারা তাহার পদপ্রান্ত স্পর্শ করিতে পারিত। কিন্তু স্মৃত আরও কিছু দূরে নামিলে তাহাকে আভাব করিবার স্ববিধা হইবে এবং সেই আধার অবর্ত হইবে বুঝিয়া সে তাহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিল না। স্মৃত্ব তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; তাহার ধারণা হইল তাহার আত্মার বিকৃষ্টন পথে তাহাকে কায়সার না পাইবে ততক্ষণ তাহাকে আক্রমণ করিবে না।
স্মৃত ক্ষণকাল নিম্নর ভাবে ঢাকারি চিন্তা করিল। যে সম্মত চাহিয়া তাহার পদপ্রান্তে আত্মতায়ীর উভয় স্নিগ্ন দেখিতে পাইল; সেই মুহূর্তে সে আর কোন কথা চিন্তা না করিয়া আইভিতবক হইতে উভয় হাতের বক্সন মুক্ত করিল। এইভাবে সে দুই হাত ছাড়িয়া দিতেই তাহার আত্মতায়ীর পিঠের উপর পড়িয়া গেল। চীনাম্যানটির কার্য স্মৃত্বের সময় তাহ নিকট হওয়ায় সে আর সেই লতাগুলির উপর ঢাকারি ধারিতে পারিল না, স্মৃত্বের দেহের ভর প্রাপ্ত হইয়া। সবগে নীচে পড়িল; স্মৃত্ত সেই সঙ্গে ভূতলস্থায়ী হইল। নীচে যে সকল ফুল গাছ ছিল, চীনাম্যানটি সেই সকল গাছের উপর পড়িল;
দ্বিতীয় সরাট

স্মিথ তাহার দেহের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। সেই আবাতে চীনাম্যানটার চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইল। সে তাহাতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিতে পারিল না; মুখ অন্ধ আহত হইলেও সেই স্থিতে দাঁতাড়ি উঠিয়া। চীনাম্যানটার কক্ষীচুক্ত খুলিয়া বাহির করিল; কুঁড়িখানি বাহির করিল। তাহার কোমরে ওজীঝার রাখিয়াছিল। মুঁট্টি মধ্যে তাহা ঠাণ্ডিয়া লইয়া তাহার আগ্রাবাদ চীনাম্যানটার গলায় স্থাপিত করিয়া অন্য হস্তে তাহাকে ঠাণ্ডিয়া তুলিল, এবং সেই অবহার তাহাকে ঢাকিয়া টানিতে তাহাকে কিছু দূরে লইয়া চলিল। চীনাম্যানটা প্রাণভেদে চিংকর করিয়া নিষ্ঠুর ভাবে চলিতে লাগিল। এই ভাবে তাহারা উভয়ে সেই অট্রালিকার অন্য দিকে উপস্থিত হইল। চীনাম্যানটা তখনও প্রকৃতিযুক্ত হইতে পারে নাই; তাহার উপর সে বৃত্তিয়াছিল বাস্তায় প্রাধান্য চিংকর সমর্পণের প্রস্তাবের আবাতে তাহার কঠিন বিদীর্ণ হইলে।

মুঁট্টি চীনাম্যানটার ঠাণ্ডিয়া টানিতে সেই অট্রালিকার অদৃশ্বকৃ ঝোপের নিকট উপস্থিত হইল। মুঁট্টি সেই ঝোপের ভিতর তাহার মোটামুটায় সাইকেলখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মুঁট্টি সেই স্থানে আসিবার সময় অতঃপর কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই; কিন্তু সেই ঝোপের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার উল্লব্ধ মন্তিকে একটি ফন্নি গজাইয়া উঠিল। সেই ফন্নির কার্যে পরিণত করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইলেও সে তাহার সকল ত্যাগ করিল না, বরং তাহার জিদ্ব বাধির্য গেল।

মুঁট্টি চীনাম্যানটাকে মাটিতে ফেলিয়া মাটির উপর তাহার মুখ একাতে চাপিয়া ধরিল, এবং অত্যন্ত তাহার চর্চনিক্ষিপ্ত কোটটি সাইকেল হইতে ঠাণ্ডিয়া লইল। সে পৃথ্বী অট্রালিকার নিকট গমনের পূর্বে কোটটি খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। সেই কোটের প্রকাছে এক জোড়া হাতকড়ি ছিল; মুঁট্টি তাহা প্রকাছে হইতে তাহাতাড়ি বাহির করিয়া লইল। সে চীনাম্যানটার উভয় প্রকাছে একজন করিয়া তাহাতে হাতকড়ি আটটা দিল। তাহার পর সে চীনাম্যানটার গলা ঘিরিয়া তাহাকে ঠাণ্ডিয়া তুলিল, এবং অত্যন্ত হইতে সাইকেলখানি মাটি হইতে তুলিয়া লইল; কিন্তু সাইকেলখানি
ষষ্ঠ উল্লাস

বাবারপোষেণী করিবার জন্য সে চীনাম্যানটাকে ধরিয়া রাখিবার হ্রদেগ গাইল না, এজন্য সে পুনাবাহিত তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া সাইকেলে উঠিয়া বসিল। সে একথা তাড়াতাড়ি এই কাহুকির সে চীনাম্যানটা মানিকে পড়িত। উঠবার পূর্বেই সে সাইকেলেখানি সম্পূর্ণরূপে অায়ান করিতে সম্ভব হইল। তাহার পর সে চীনাম্যানটার তুই পা চামড়ার ফিতা দিয়া সাইকেলের চাকর ক্রমের সহিত দৃঢ়রূপে বাধিয়া লইল, এবং তাহার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া হাত ধুইয়া তাহার গাড়ির অঞ্চলের উপর দিয়া ধুইয়া আনিল। স্থিথ তাহার নিজের কোমর বেষ্টিত করিয়া তাহার চুই হাতে পুনরায় হাতকড়ি আঁটায় দিল। অতঃপর স্থিথ তাহার উপরিটা চীনাম্যানটাকে মাথায় বসাইয়া দিল।

স্থিথ চীনাম্যানটাকে বলিল, "ওরে কুকুর, ওরে কুকুরের বাঁচা! এখন আমার কথা শোনো। আমি এই গাড়ীতে তোকে লইয়া চলিলাম। যদি চুই চিংকার করিব যা কোন রকম চলাকি করিবার চেষ্টা করিস। তাহার হইলে আমি তোকে যেমন বাড়ীতে তোর বাগ দাদার কাছে পাঠাইয়া দিব। আমার কথা বুঝিয়াছিলেন?

স্থিথ তাহার উভয়ের অপেক্ষা না করিয়াই মোটর-সাইকেল চালাইয়া দিল। প্রথমে তাহা ধীরে চলিলেও কিছু দূর গিয়া তাহা একগুলি বেগে চলিতে লাগিল যে, চীনাম্যানটা গাড়ীর সজ্জ চামড়ার ফিতা দিয়া বাধিত। খালিয়া চলিতে সে চীনাম্যানটা হাত ধুইয়া দিয়া। সে স্থিথকে জড়াইয়া ধরিয়া ভেত আর্তনাদ করিল। মোটর-সাইকেল বায়ুবেগে গেট বুকামের পাথরের নিকট ধাবিত হইল। স্থিথ পূর্বে কোন দিন একথা বেগে মোটর-সাইকেল পরিচালিত করে নাই।

স্থিথ চীনাম্যানটা লইয়া বেকার টােটে উপস্থিত হইল। পথে কেহ তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে দে ততত শাঁপ বাড়ী ফিরিতে পারিত না।

সে মিঃ রকের বাসিবার ঘরে দূর বাসে, করিয়া মিঃ রকের হং-লো-স্ত্রী সহিত পরম্পর করিতে দেখিল। তাহাদের উভয়ের তখন গোপান পরামশ
বন্ধু সম্মান

চলিতেছিল। যার খুলিবার শেষে তাহারা হঠাং নীরব হইয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টিপত্তি করিলেন। সেই মুহুর্তে স্মৃতি শুরুলিত চীনাম্যাটাকে এক ধাক্কায় সেই কক্ষে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার পশ্চিমে দ্বার রুদ্ধ করিল।

মিঃ হং-লো-সু আগন্তুক চীনাম্যাটার মুখের দিকে তাই দৃষ্টি নিকেলে করিয়া মুখ ফিরাইলেন। মিঃ ব্লেক বিশ্বিদ্ব ভাবে প্রথমে চীনাম্যাটার মুখের দিকে চাহিয়া। পরে স্মৃতকে গতির স্বরে বলিলেন, “ইহাকে তুমি কোথায় পাইলে স্মৃতি উহার হাতে হাতকড়ি কেন? যদি তুমি নিজের ইচ্ছায় এই ভাবে পথের লোক দৃষ্টি বাধিয়া। আমি, তাহা হইলে তোমাকে কোনদারীতে পড়িয়া। একবার বিঘ' হইতে হইবে যে, আমি তোমাকে রক্ষা বরিতে পারিব না। এ সকল কি কাও?”

স্মৃতি চীনাম্যাটাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিয়া তাহার হাতের কীর্তিচখানি মিঃ ব্লেকের পক্ষে ধরিলেন। তাহার পর গতির স্বরে বলিলেন, “কাহাকেও জোর করিয়া বাধিয়া। আমি—এ অভাগী আমার নাই কর্তা। আপনাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি আমি উহাকে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি শুক্লিত না করিতে তাহা হইলে এই কীর্তিচখানা আমার বুকে আমূল বিস্থ হইতে এবং এতক্ষণ আমি ইহালোক হইতে অপসারিত হইতাম।”

মিঃ ব্লেক ধাঁয় স্বরে বলিলেন, “সকল কথা: খুলিয়া বল; এ সকল ব্যাপার আমার বুদ্ধির অগোচর।”

স্মৃতি বলিল, “তাহাই ত আপনাকে বলিতে আসিলাম কর্তা। আমে উহাকে চেয়ারের সঙ্গে বাধিয়া। রাধি, তাহার পর সকল কথা বলিতেছি।”

স্মৃতি তাহার চর্চনিমিত কোটটা খুলিয়া ফেলিয়া চীনাম্যাটাকে চেয়ারের সঙ্গে রক্ষণ করিল, তাহার পর সে বন্ধনী সেলুকীর দোকানে যে দুৰ্দশ দেখিয়াছিল তাহা এবং পূর্বের স্থলকায় চীনাম্যাটার অহিংসণ করিয়া কিংবা বিঘ' পড়িয়াছিল ও কি অবহার তাহার আততায়ীকে বাধিয়া। লইয়া আসিয়াছিল, তাহা সমস্ত মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। তাহার কথা শুনিয়া হং-লো-সুর চক্ষু মুহুর্তের জন্য জলিয়া। উঠিল, কিন্তু তিনি কোন কথা বলিলেন।
না, কুঁড়ু দৃষ্টিতে চীনামান্তার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরিয়া লইলেন।
মি: রেক কৌতূহল ভরে স্মৃতির সকল কথা শুনিয়া প্রশ্নচক্র দৃষ্টিতে হং-লো-স্বর মুখের দিকে চাহিলেন।
হং-লো-স্বর স্তব্ধভাবে বসিয়া চিত্তে করিতে লাগিলেন।
মি: রেক বলিলেন, "সমানিত বন্ধু, স্মৃতি যে কুলকায় চীনামান্তার কথা শুনিল, তাহার কথা শুনিয়া আপনার মনে কি কিন্তু ধারণা হইয়াছে?"
হং-লো-স্বর বলিলেন, "মাননীয় বন্ধু, আমার মনে হইতেছে, আপনার এই বুদ্ধিমান সহকারী ডাক্তার লিন-কুর অনুপর্য করিয়া তাহার গুণ আড়াল দেখিয়া আপিয়াছে। সেই চীনামান্তার ডাক্তার লিন-কুর ভিন্ন অন্য কেহ নহে।"
মি: রেক বলিলেন, "উত্তর, মিশ ! তোমার কাছ সতীর প্রশ্নাঙ্গোগু; অজ তুমি সহকার্য সময়ে যতনাক্রমে যে গোয়েন্দা এরিতে সফল লাভ করিয়া আপিয়াছ, তাহাতে তোমার অভ্যত শক্তির পরিচয় পাইলাম। তোমার এই অবিস্থার যে অতি স্বীকৃত হইয়াছে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; কারণ তুমি যে সময়ে এই সংবাদটি লইয়া আসিলে সেই সময়ে আমি আমার বন্ধু হং-লো-স্বর সৃষ্টি কোন রহস্যপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, তুমি সেই জটিল রহস্য তোমার সম্মুখে আমাদিগকে সহায়তা করিয়াছ।"
স্মৃতি তাহার কথার মর্যাদা বৃদ্ধি না পাইয়া বলিল, "আপনার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না করিয়া।"
মি: রেক বলিলেন, "তুমি যে রমণীটিকে রোত-কার হইতে চীনামান্তার সোনাকারে প্রবেশ করিয়া দিশিয়াছিলে অর্থাৎ যে লাইনহাউস পার্কের মঠের সম্মুখে নামিয়া ডাক্তার লিন-কুর গাড়ীতে উঠিয়াছিল—তাহাকে কি চিনিতে পারিয়াছিলে?"
স্মৃতি বলিল, "না করিয়া, এইমাত্র অহ্মান হইয়াছিল যে, সে কোন সহস্র বংশীয় চীনা মহিলা।"
মি: রেক বলিলেন, "কিন্তু আমার ধারণা যদি অভ্যন্ত না হইয়া থাকে—তাহা হইলে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি সে ছুঁভেশেনী জুনি সেভারেন্স।"
মিঃ ক্রেক বলিলেন, “হং-লো-স্কু লোভনের পত্র পাইয়াছেন। তিনি উক্ত মেঠলে নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেখানে তিনি ঐ দুইটি লাল পত্তাকা। উজ্জ্বল দেখিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল। এখন আমরা বুঝিলে পারিলাম জুনি লোভনের মধ্যে কোন চীনা রন্ধ্রের ছয়বেশ। সেই মন্দিরে সম্মিলিত উপস্থিত হইয়া এ দুইটি
ষষ্ঠ উল্লাস

লাল পতাকা ক্রয় করিয়াছিল এবং তাহা উঠ তোরণে আবরণ করিয়াছিল।

জুনি সেভারেস আজ অপারাজে তাহার সহকারিণী মিঃ টিভেন্সকে কোন কাজে স্বাধীনতে পাঠাইয়া তাহাতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়াছিল, তাহার পর তাহার দোকান-সংক্রিয়া মূল্যবান বস্তাই হইতে সমাপ্ত হইল। রমণীর পরিধানিন্দার পরিচাড়া বাছিয়া লইয়া তাহা পরিধান করিয়াছিল, এবং ঐ ছাঁড়াবেশে সজ্জিত হইয়া অপারাজে পাচার পর সেই নরপতিল অথচ মাত্রা করিয়াছিল; সে জানিত তাহাকে সেই মেঠের সুখুমে যায়তে হইবে।

“জুনি আমার ও মিঃ হং-লো-স্কুর নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছিল তাহা বিন্দুতে অামাদের হইতে হওয়ায় আমরা, তাহার অবিশ্বাস্ত কাজে বাধা দিতে পারিলাম না; পারে আম্রা। তাহাতে বাধা দান করিএ এই অশ্বগ সে সুতক হইযাছিল। এখন আমি ইন্দুরিতে পারিতেছি যে নারী সেই সেলুন-কারে প্রবেশ করিয়াছিল সে জুনিভিন্ন অস্ত কেহ নহে। কিন্তু আপত্তি আমরা এই উপলক্ষ আলোচনায় বিরত হই।—মিঃ হং-লো-স্কুর এই চীনামান্ট কি আপনার পরিচিত?”

হং-লো-স্কুর বলিলেন, “মানুষীয় বন্ধু, এই হারামকাদা (son of a pig) আমার পরিচিত; কেবল পরিচিত বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, এই ঘনিষ্ঠ কৃষ্ণ অগ্নিধ পূর্ব পর্যন্ত আমার দৃষ্টা ছিল, দীর্ঘকাল আমার অন্তে প্রতিষ্ঠাত হইযাছিল; কিন্তু এই নিমেষহিমাল হইল একদিন অদূর্দশ হইল। এই ক্ষুদ্র কোট আমার আশ্রয় যাত্র করিয়া কাঠায় পলায়ন করিল তাহ। আমি জানিতে পারি নাই, এবং সেই সংবাদ জানিতে তাহও কোন দিন আগে প্রাকাশ করিয়া নাই। আমার বিখ্যাত এই ঘনিষ্ঠ জীব আমার আশ্রয় যাত্রা করিয়া। বিখ্যাত বাক্সাধানক ডাক্তার লিন-কুর নিকট অ্যাঝে অ্যাশকালে অন০মুক্ত করিয়াছিল। যদি আপনি করে মিনিটের জন্য উহাকে আমার হস্তে অর্পণ করেন তাহা হইলে আমি উহার মুখ হইতে সকল কথা বাহির করিয়া লইতে পারিব।”

হং-লো-স্কুর কথা শুনিয়া মিঃ স্যাক স্মিথকে বলিলেন, “উহাকে আমার লেবেরটরিতে লইয়া গিয়া। বাড়িতে রাখ মিঃ। মিঃ হং-লো-স্কু কৃপকাল পরে
সেখানে উপস্থিত হইয়া উহার পেটের কথা বাহির করিয়া। লইবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।”

মিঃ মিঃ রেকের আদেশ অনুসারে চীনাম্যানটাকে তাহার বৈজ্ঞানিক
পরিকাঠামার লইয়া গিয়া। একখানি ভারী চেয়ারে বসাইল, এবং সেই চেয়ারের
সঙ্গে তাহাকে দূরতরে রহস্যবৃত্ত করিল। অতঃপর সে মিঃ রেকের বসিবার ঘরে
কিরিয়া আপিয়া তাহাকে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিল। মিঃ হং-লো-ঝু
তখন একখানি চেয়ারে বসিয়া চিন্তাকেলুচি চিত্রে ধূমপান করিতেছিলেন।

মিঃ রেক মিথ্যাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হঠাৎ তাহার
সম্যুক্ত দৃষ্টান্ত হইলেন এবং উত্তরের পক্ষে বলিলেন, “দেখ মিঃ, আমরা
—আর আমারাই ব। বলি কেন—আমি, অন্যান্যের নির্ভর করিয়া যে সিদ্ধান্ত
করিয়াছিলাম—তাহার আগাগোড়া তুল! ইহা অল্প বিড়শনার বিষয় নহে।
—মিঃ হং-লো-ঝু। আমার এই সহকারীর নিকট যে সকল সংবাদ জানিতে
পারিলাম তাহ। শুনিয়া বুঝিয়া পারিয়াছি চেং রাজবংশের রাজত্ব কালের যে
মহামূল্য পেয়ালাটি আপনার হস্তগত হইয়াছিল, তাহ। সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে
আপনার অধিকার চূড়ায় হইয়াছে। আমাদের ধারণ হইয়াছিল তাহার লিন-কু
কোন কোনে মিঃ জুমি সেভারেস্টের দোকান হইতে তাহা হস্তগত করিয়া
তৎপরিবর্তে নকল পেয়ালাটি রাখিয়া গিয়াছিল। কিছু এখন দেখিতেছি
আমাদের এই ধারণা সত্য নহে।

“মিঃ সেভারেস্ট আমাকে বলিয়াছিল—সে তাহার দোকানের কার্যে
তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে ইহার যুবতী করীবার সহকারী নিযুক্ত
করিয়াছিল—সেই যুবতী সহকারীর দোকানে চাকরী করিয়া এবং সেই স্থানেই
কার্যকর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া আমি সেই
যুবতী সম্বন্ধে অন্যকুল অভিমত প্রকাশ করিতে পারি নাই, এবং মিঃ
সেভারেস্টের এই কথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াও আমার মনে হয় নাই; কারণ ব্যবসায়-কার্যে সেন্টিকার স্থানের বড় অভাব—একথা আমি পূর্ব
হইতেই জানিতাম।
“গত তিন চারি বৎসর হইতে আমি সেহুকী কোম্পানীর সাহূতার অভাব সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়া আসিয়াছি। অতাহু ব্যবসায়ীদের বিখ্যাত করা কঠিন। কিন্তু তাহারা অদালু হইলেই যে তাহাদের কর্মচারিদেরও মাথা একক্ষণে মৃদুহইতে হইবে (need be tarred with the same brush) এমন কোন কথা নাই। এই জন্য মিদু সেভারেন্ডের দোকানে মিদু টিভেলসের নিয়োগের কথা শুনিয়া আমি তাহার প্রতিকৃলে কোন কথা বলি নাই; কিন্তু আমি এখন নির্ভরের বলিতে পারি আপনি আপনার পেয়ালাটি কোথায় বিরায়ের জন্য পাঠাইয়াছেন—এই সংবাদ লওনপ্রবাহী চীনামান্দরে মধ্যে প্রচারের ব্যবহার করিলে হাফার লিন-কু সেই সংবাদ শুনিতে পায় নাই। কিন্তু সেহুকী মিদু সেভারেন্ডকে তাহার ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠায় মনে করে;—এ অবহার মিদু সেভারেন্ডের নুতন ব্যবসায়ের নষ্ঠ করিবার জন্য তাহার আগে হওয়ার ব্যাপার। সে মিদু টিভেলসের ভাত ও ঘড়ির কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। মিদু টিভেলস সেহুকীর ইন্দিতে মিদু সেভারেন্ডের দোকানে চাকীর গ্রহণ করিয়াছিল।" আপনি নোবেল গেলারীতে প্রদর্শনের জন্য আপনার মহামূল্য আসল পেয়ালাটি মিদু সেভারেন্ডের নিকট পাঠাইয়াছেন— মিদু টিভেলসের এই সংবাদ গেনেন্দ্র সেহুকীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। স্থিত সেহুকীর দোকানের বাহিরে স্থানাঙ্গ নষ্ট চীনামান্দর সহিত দোকানের কর্মচারীর যে কথা শুনিয়াছিল, যিনির সেই কথাগুলি স্বতন্ত্র করে। স্থিতের দৃষ্টিকোণ অবশ্যই তীক্ষ। সে বলিয়াছে সে সেহুকীর দোকানে যে চীনামান্দরকে দেখিয়াছিল—তাহার চেহারা। দেখিয়া উহার ধারণা হইয়াছিল যদি তাহার দাঁত থাকিত তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া সেই চীনামান্দ বলিয়াই মনে হইত—যে মিদু সেভারেন্ডের দোকানে গিয়া আপনার পেয়ালাটির মূল্য আমির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল।

“সেই চীনামান্দটা সেহুকীরই স্বতচ্ছ। সে যখন শুনিতে পাইল সেই পেয়ালাটি মিদু সেভারেন্ডের দোকান হইতে বিক্রয় হইবে না, উহা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবার পর বিক্রয় করা হইবে—তখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল উহা।"
বন্ধু সম্মান

প্রারম্ভিক স্থলে প্রকৃতি হইলে আত্মসাংগ করা অসাধ্য হইবে। আর একটি বক্ষার স্বরূপ—স্বতঃ নস্ল গেলার পার জানাল পারীক্ষায় বুঝিতে পারিয়াছিল— কেহ বল প্রয়োগ করিয়া মিদু সেভারেরের আধিকৃত কথা প্রদেশ করে নাই। কিন্তু মিদু সেভারেরের দোকানের পশ্চাতে যে বাতায়ন ছিল, সেই বাতায়ন বল প্রয়োগে উদ্দীপিত হইয়াছিল—ইহ। আমাদের অবিচ্ছিন্ন হইল: এখন আমার ধারণা হইয়াছে নকল পেয়ালাটি মিদু সেভারেরের দোকানে রাখিয়া আপনার আসল পেয়ালাটি—সেই বাতায়ন—পথে যে অপসারিত করিয়াছিল—সে সেন্সরকারী সেই চীনা অহংকার; ডাক্তার লিন-কু তাহা অপহরণ করিতে পারে নাই।

"তাহার পর সেন্সরকারী তাহার দোকানের সেই পেয়ালাটির মূল্য সন্দেশ ডাক্তার লিন-কুকে যে কথা বলিয়াছিল তাহাও স্বরূপ করিল। দোকানের কর্ত্তার মূল্য চাহিয়াছিল—সাত হাজার পাউণ। উহাই যে সেই আসল পেয়ালা। তাহার প্রমাণের অভাব নাই এবং একাঙ্কে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় যে, ইংল্যাণ্ডের আপনার পেয়ালাই এক মাত্র আসল পেয়ালা। এ অবস্থায় দশ হাজার পাউণ মূল্যের জন্য তাহারা সাত হাজার পাউণে বিক্রয় করিবার জন্য কেন উৎসর্ক হইয়াছিল?—ইহার এক্ষণে কারণ এই যে, উহারা ঐ জিনিস তাড়াতাড়ি হস্তান্তরিত করিবার জন্য ব্যাঙ্গন হইয়াছিল। উহারা জনিত প্রাচীন শিলার অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি পেয়ালাটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে—উহাই আসল পেয়ালা এবং উহার প্রকৃত মূল্য দশ হাজার পাউণের মাত্র নাই। পেয়ালাটি লুকাইয়া রাখিলে তাহা বিক্রয়ের সম্ভাবনা নাই ইহ। বুঝিয়াই সেন্সরকারী উহা বাতায়নে রাখিবার বাস্তব করিয়াছিল, নতুন উহা কদাচ বাহির করিত না।

"ডাক্তার লিন-কু সম্বন্ধে হই একদিন পূর্বে জানিতে পারিয়াছিল যে ঐরূপ একটি পেয়ালা লগনের বঙ্গ স্টারের একটি দোকানে বিক্রয়ের প্রদর্শিত হইতেছে। এই জনবর শুনিয়া সে লোক পাঠাইয়া পেয়ালাটির সম্ভাবনা লইয়াছিল, এবং উহা সেন্সরকারী দোকানে বিক্রয়ের প্রদর্শিত হইতেছে এই
ঃঠা উপলব্ধ

সংবাদ নিসেনেহ হইয়া সে তাহার পূণ্ত অন্বেষণ হইতে বাহির হইয়াছিল এবং
তাহার সেলুন-কারে চাপিয়া সেন্তুকার দোকানে উহা দেখিতে আলিয়াছিল।
সে তাহার আড্ডায় ফিরিবার সময় তত্ত্ব সমাজের তাহার সেলুন-কারে
তুলিয়া লইয়া যাইবে, এক চিলে চুই পাপীর মারিবে এ উদ্দেশ্যেও তাহার ছিল—
ইংহা ঘটনাচক্র হইতে সম্প্রমাণ হইয়াছে।

“কেহ কঠোর প্রশ্ন করিতে পারে, যে সেন্তুকী আসল পেয়লাটি ঐ ভাবে
অগত্য করিবার অবাধিত পরেই বিক্ষোয়র জন্য প্রকাশ্য হইবে প্রদর্শন
করিতে সাহস করিল? বিশেষতঃ, লঙ্ঘনে তাহা চুরি করিয়া সেই নগরেই
তাহা প্রকাশ্য হইল বিক্ষোয়র জন্য কিসের পরে বা তাহার সাহস হইল?
ইংহার একমাত্র কারণ এই মনে হই—সত্ত্বা: মিন চিন্তিতে সেন্তুকীকে এই
কথা বলিয়া আঘড় করিয়াছিল যে, যে লোকটি নকল পেয়লাটি আসল
মনে করিয়া প্রদর্শনাঃ কথা করিয়াছিল সে উহা নকল পেয়লাটি বুঝিতে
না পারায় কোন রকম গোলামার করে নাই। এই জন্য সেন্তুকীর ধারণা
হইয়াছিল যে ব্যক্তি ঐ পেয়লাটি কথা করিয়াছে—সে আসল নকল চিনিতে
পারে নাই; তাহার মনে কোন একার সন্দেহেও উল্লেখ হয় নাই।
হত্যার সেন্তুকী মনে করিয়াছিল—পেয়লাটি অঙ্কাঙ্কাঙ্ক বিক্ষোয়র
করিতে পারিলেই সে নিশ্চিত হইবে। মিষ্টিস্লাস, আমার এই সকল যুক্ত
সম্প্র আপনার কি অভিমত?”

ঃঠা-লো-হি নিষ্টুভাবে মিষ্টিস্লাস কথা শুনিয়া প্রতী ঘরে
বলিলেন, “মাননীয় বন্ধু, আপনার সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিলাম;
আপনার যুক্তি অঙ্গনীয় বলিয়াই মনে হইতেছে। আপনি যে ভাবে সকল
কথা বুঝিয়া দিলেন, তাহাতে কোন বিষয়ে আমার সন্দেহের কোন কারণ
নাই। যাহা প্রকৃত ব্যাপার, আপনি তাহা সম্পূর্ণ সত্যিকার করিয়াছেন।
কিন্ত কথা এই যে, আমার মহামূল্য ছন্দে পেয়লাটি আমি পুনর্বার পাইতে
চাই; কি উপায়ে তাহা আমার হাতে আতিষ্ঠে বন্ধু বলন।”

মিষ্টিস্লাস কথা না বলিয়া নিশ্চিতে তাহার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন,
এবং মাইক্রোসাইন সংরক্ষিত রোপানিঃরিত স্বপ্নগুলির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আর রাত্রি নষ্ট হয়ে গেলে মিনিট একটু সময় আছে; আপনি অবিলম্বে প্যাকার কোর্টে ফিরিয়া গিয়া নকল পেয়ালাটি লইয়া আসিবেন কি? হা-লা-কা, যে প্রধান ঘটনা আমাদের চিন্তা বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে, আপনার পেয়ালাক্ষণিত বিভাগ তাহার আহ্সাসিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু আপনার অসন্তোষের ভাঙ্গা লিন-কুর চরিত্র ও কার্যপ্রণালী সমূহে আমার যে সামন্ত অভিজ্ঞতা আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমাকে ভাবিয়া কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট করিবে হইবে। অবশ্য, আপনি আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছেন এবং মিশ্র যাহা দেখিয়া আসিয়াছে—তাহাতেও আমি যথেষ্ট সাহসী পাইল। সেই বিশ্বাসঘাতক যুক্ত ভাঙুকাটা যে নগর সাহ হাঁকার পাউড়া আনিয়া দিয়া সেহঁকুরী দোকান হইতে অসার পেয়ালাটি কিনিয়া লইয়া সাইয়ে ইহা আমি মুহরের জন্য বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নাই। সে উহা হস্তগত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে বটে, কিন্তু বিনামূলে উহা আসিয়া দেবার জন্য সে যথাযথার্থ চেষ্টা করিবে। যদি সে সদরে করে যে, সেহঁকুরী কোম্পানী তাহা বিনামূলে হস্তগত করিয়াছে, অর্থাৎ কোন কৌশলে চুরি করিয়া আনিয়াছে—তাহার হইলে সে উহা হস্তগত করিবার জন্য অর্থায় নিপ্পোনজন মনে করিবে, এবং যদি সে তাহার চুরি করিতে সাহস না করে, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, তাহার সুস্বন্ধ।—অর্থী উপর পরিচালিত দদাধাল ভাঙ্গার তাহা চুরি করিবার জন্য উৎসাহিত করিবে। যদি ভাঙ্গার লিন-কুর আপনার আসার পেয়ালায় আসন্তে করিবার চেষ্টা করে—তাহা হইলে আঁশ রাখিয়া তাহার। সেই চেষ্টায় প্রযুক্ত হইবে; সে জন্য আর অধিক বিলোপ করিবে না।

"অর্থীত অতি ভীষণপ্রকৃতি সাগরীয়। কোনও অপকর্থ তাহার কুঠ। নাই; কোন দ্রুত কার্যকালে সে সাহসী মনে করে না। ভয় কাহাকে বলে তাহা সে তাহা না। সে বহির্দিন পূর্বের অদৃশ্য হইয়াছিল, কেহ তাহার সাহসী পায় নাই; কিন্তু আমার সে ইংল্যান্ডে আসিয়াছে। চীনের নবীন সমাজ।
ষষ্ঠ উলাস

লিপুকে গুম করিয়া রাখিয়া তাহার মুখিপণের জন্য যে বিপুল অর্থের দাবী করা হইয়াছে—ইহা সেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নারী দম্পতিই ষড়যন্ত্রের ফল। এ সকল তাহারই খেলা। সে এই ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক না হইলে অন্য কোন ব্যক্তি এরূপ হংসাহসের কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিত না, এরূপ বিপুল মুক্তি পানেরও দাবী করিত না। মিঃ হং-লো-হং, এইবার এই দম্পতিকে অত্যন্ত ভাবে আক্রমণ করিয়া বিধবস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রাপ্ত চেষ্টা করিতে হইবে। যদি সমৃদ্ধ তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার অন্তর্ক আর থাকে, তাহা হইলে আপনাকে ধারাবাহিক চেষ্টা করিতে হইবে। যে দূরদৃষ্টির বৃদ্ধিস্তম্ভ সমাজীর ছুদন্বেষ তাহার প্রতারিত করিতে গিয়াছে, যদি তাহার প্রতারণা ধৰ্য্য পড়ে তাহা হইলে তাহার জীবন কি ভাবে বিপন্ন হইবে তাহাও চিন্তা করিবেন। তাহাকেও বঙ্ক করা আমাদের অবশ্যকতা। সে আপনার হিতকাজিনী, আপনাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সে এই বিপদরাশিক বরণ করিয়াছে। স্তরাং তাহার উদ্দেশ্যে জন্য আপনাকেও সচেত হইতে হইবে। কারণ তাহার মিঃ সেভারেন্সকে চিনিতে পারিন, তাহার ছুদন্বেষ ধৰ্য্য পড়িলে তাহার জীবন- রক্ষা দুর্বল হইবে। সে ইতিপূর্বে তিনি তাহাদের কবল হইতে কোঁশলে মুক্তি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এখান তাহার ভাগ্য সেই সমস্ত হইতেও পারে। আমি জানি দুঃখিত দখল কাপড়ী নিগোন তাহাকে মুঠায় পরিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

মিঃ হং-লো-হং অচন্দ্র প্রেরণ বলিলেন, “মানুষীয় বঙ্ক, আপনি কি ভাবে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন তাহা শুনিবার জন্য আমার আর আর হইবে।”

মিঃ চ্যাক বলিলেন, “বাগ তীরে সেন্টারের দোকানে আমরা প্রথমে বল পূর্বের প্রবেশ করিব। আপনি যদি অবিচারে প্যাকার্স কোর্টে প্রতাপস্থ করিয়া সেই নকল পেয়ালোট লইয়া আসেন, তাহা হইলে আমরা সেন্টারের দোকানে তাহার রাখিয়া দিয়া। আসল পেয়ালোট লইয়া আসিবি। কিন্তু আমরা যে কোন আপনার ক্ষতিপুরনের জন্যই আপন রাজ্যে দম্পতিক অবলম্বন করিব—একে মনে
করিবেন না। স্থিত যে কার্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহাও আমরা শেষ করিব, অন্যান্য দস্তাগুলিকেও শুঙ্গলিত না করিয়া আমরা গৃহে প্রভাগমন করিব না। আমাদিগকে অতি দুর্বল কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিদ্রিতলাভ করিতে হইবে। ইহ দুর্বল ব্রতের উদ্যাগের পরমেশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করি; কিন্তু ইহ দুর্বল কার্যে সাফল্য লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে জীবন বিপন্ন করিতে হইবে। কঠোর সাধনা ভিন্ন জীবনের কোন রুপ সফল হয় না।
সপ্তম উল্লাস

ধন্যবাদ

মিঃ হং-লো-হ্য মিঃ রেকের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রায় এগিয়াম করিলে মিঃ রেক ও স্মিথ পরিচ্ছদ পরিবর্তনে মনোনিবেশ করিলেন। তাহারা কষ্টবর্ধ পুরাতন পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। এই পরিচ্ছদ তাহারা বিষয় বিষয়ের উপলক্ষ ভিন্ন পরিধান করিতেন না; উহা কতকটা চুয়া নেবেশের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। এতেক্ষণ তাহারা যে জুড়া ব্যবহার করিলেন তাহার তলা রূপান্তর নিমিত্ত। স্মিথ তাহার জ্যাকেটের নীচে একটা নীলবর্ণ সোয়েটার পরিল। মিঃ রেকের একটা চিলা লথ। কোটে দীর্ঘদেহ আরুত করিলেন; তাহা তাহার ইটু পৰ্যন্ত প্রসারিত হইল । সেই কোটের বর্ণ গাঢ় ধূসর।

মিঃ রেকের উপদেশাগ্রামে হং লো-হ্য ঐ বর্ণের কোট পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি নীল গার্জের গোঁড়ার উপর একটা বালামী রঙ্গের অলঠার পরিয়া বাদামী রঙ্গের নরম টুপিতে মঞ্জর আরুত করিয়াছিলেন।

মিঃ রেকের ঘরের দল্লু তঙ্করোগের ব্যবহারের বিষয় কর্তকুলি অন্ত শর্ত ছিল, তাহাদের ভিতর হইতে তিনি কয়েকটি নীলবর্ণ ইত্যাদির কথা বাণিজ্য নাই। তাহার পর তাহার পথে আসিয়া এখানে ট্যাঙ্কে বার্কলে সোয়ারে চলিলেন।

রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় তাহারা সেই নির্জন স্থানে ট্যাঙ্কে হইতে নামিয়া পড়িলেন। সেই স্থান হইতে তাহারা একত্র পদরোগে বাণ স্টীটের পশ্চিমাংশে উপস্থিত হইলেন; সেই স্থানটি বাণ স্টীটের দোকানগুলির পশ্চাতে অবস্থিত। সেই অংশটি মিঃ রেকের এরূপ পরিচিত ছিল যে, কোন দল্লু তঙ্করোগে সেই অঞ্চলের প্রতিপক্ষ অন্তর্ভুক্ত সমস্তক্ষেত্রে তাহার ন্যায় স্পর্শিতের স্ববোধ লাভ করিয়া পারে নাই। তিনি গোয়েন্দাগিরি আনন্দ করিয়া পর
বন্দী সত্যটি

দীর্ঘকালের চেষ্টায়, পরিশ্রম ও সতর্কতায় এই সকল স্বাত্বিক সম্ভব মে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার সাময়িক অনুসন্ধানের ফল নহে। কথা দিনের পরিশ্রমে তিনি এই অঙ্গলের একখানি নিখুঁত নকশা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই নকশার সাহায্যে তিনি অনুসন্ধান কাজে অনেক বার আশাশীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক, পথ, গলিয়ান এবং সেই পর্যন্ত অন্তরিকাগুলি সম্ভবে সে মন্ত্রা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহ দীর্ঘকালে তাহার মনের ভিতর গাথিয়া গিয়াছিল।

এই রাজ্যে তিনি সেই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা তাহার সন্ধ্যা সিরিয়া অস্থায়ী হইবে ইহা বুঝিতে পারিলেন। তাহারা তিন জন পদের মিনিটের মধ্যে দেশকীর দোকান-সমিতি একটি অন্ধকারময় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; সেই স্থানটি তাহাদের কার্য সিদ্ধির অন্তর্গত হইবে এবিষয়ে মনে ক্লেকের সন্দেহ রহিল না। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানটি চতুর্দিকে চলিল। তাহার এক দিক হইতে একটি সন্ধ্যায় গলিতে প্রবেশ করা যাইত, তাহার বিপরীত দিকে দেশকীর দোকানের পশ্চাত্তাত্ত্বিক। অন্থ দুই দিক অন্তাত্ত্বিক দোকান ঘরের কিয়া প্রসারিত ছিল। একটি দোকান ঘর দেশকীর দোকানের সংলগ্ন; অন্থ একটি ঘর একজন পরিচর্চিত্রগুলির দোকান, এবং তৃতীয়টি একজন জঙ্গলীর দোকান।

অতঃপর মনে ক্লেক চতুর্দিকে সতর্কতায় দৃষ্টি নিকৃষ্ট করিয়া তাহার বিন্দু-বািরিত মূর্তির জন্য প্রস্তরিত করিলেন। সেই জানা দেশকীর দোকানের পশ্চাত্তাত্ত্বিক আলোকিত করিল। সেই জানা দেশকীর তিনি একটি ভারী ও স্থূল দরজা দেখিয়া পাইয়া ক্লেক তাহা পরিচ্ছন্ন করিলেন, তাহার পর কি ভাবিয়া মাথা নাঞ্চিল এবং অমূল্য বলিলেন, “স্থির হইবে না। ভিতরের দিকে স্থূল অর্গল বারা উহা অর্বতন। করাত দিয়া পেলেন কাটির স্থিত নাই।”

স্থির তাহার ঠিক পশ্চাতেই দাড়াইয়া ছিল৷ সে তাহার কথাগুলি শুনিতে পাইল।
সপ্তম উল্লাস

অতঃপর মি: রেক তাহার হাতের বিজলি-বাতির আলোক উজ্জ্বল বিকির্ণ করিলেন। সেই আলোকে তিনি অটলিকার উদ্ধাংশে একটি জানালা দেখিয়া পাইলেন; জানালাটি ছই ফিট উচ্চ এবং চারি ফিট প্রশস্ত। মাটি হইতে তাহা প্রায় পনের ফিট উজ্জ্বল অবস্থিত ছিল।

মি: রেক বলিলেন, "এই জানালা দিয়া ভিতরের অফিসে আলো প্রবেশ করে।"

মি: রেক বিজলি-বাতির আলোক গৃহপ্রাচীরে বিকির্ণ করিলে ঘাসের
dকক্ষাংশে যে জানালা দেখিয়া পাইলেন তাহা ভবন-শাখা দ্বারা অবস্থিত ছিল। তিনি একটি পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া তাহার সদৃশদের বলিলেন, "এই জানালা খুলিয়া একটি পথ পাওয়া যায়; কাবটা তেমন কঠিন বলিয়াও মনে হয় না। মি: হং-লো-স্যু, আপনি এখানে রাড়াইয়া গলির দিকে লক্ষ্য
রাখুন। যদি কেন শব্দ শুনিতে পান—তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে হইতে আসিবেন; তাহা হইলেই আমি বুঝিতে পারিব।"

"আমি যাইতেছি, মাননীয় বন্ধু!"—এই কথা বলিয়া হং-লো-স্যু প্রস্থান করিলেন। সেই গভীর নিশ্চেষ্ট এইরূপ বে-আইনী কার্যে প্রবৃত
হইয়া তিনি কিন্তু স্থলা বোধ করিলেন তাহ। মি: রেক বা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মি: হং-লো-স্যু দীর্ঘকাল ইংল্যাণ্ডে বাস করিয়া
ব্যবসায়-কার্যে লিপ্ত ছিলেন, সম্ভবত সদর বলিয়া সর্বত্র তাহার ভাব ছিল; কিন্তু তিনি ইংল্যাণ্ডে ব্যবসায় বাণিজ্য আরো করিবার পর আর কোন
দিন আইনের মর্যাদা লাভ করেন নাই। তিনি পিকিতে অবহ্যাসকালে
প্রথম জীবনে কিন্তু হৃদয় হইলেন এবং আমাদের লোপে শান্ত মৃত্যুলার
ভাব করিতেন—তাহা তাহার আর হইল। সেই দীর্ঘকাল পরে এক্ষণে বিদেশে চৌদ্দ বছরে সাহায্য করিতে তিনি সঙ্কেতে বোধ করিলেন।

মিথ বিজলি-বাতিটা হাতে লইল। অতঃপর তাহাকে কি করিতে হইবে—
তাহা সে জানিয়া। মি: রেকের পক্ষে হাত দিয়া একটি বল্ল বাহির করিলেন।
যদিও তাহা তিনি দেখিতে সম্মুখ পাইলেন না, তথাপি স্পর্শ করিয়াই
বুঝিতে পারিলেন—তহার তাহার কায্যসিদ্ধি হইবে। তিনি সেই নভুর সাহায্যে পুরুষেক জানালা খুলিতে উচ্চ হইলেন।

সেই সময় স্মৃত তাহাকে বলিল, “আজ কি স্থুল মগ্নান আপনার সদা দেখা করিতে আসিরাছিলেন কর্তা।”

মিঃ রেক বলিলেন, “ঈ! তিনি আমার বাড়ীতে আমার সদা দেখা করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন আমি বাড়ী ছিলাম না। তিনি আমার জন্য একখান চিঠি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছি তিনি সরকারের সহযোগিতায় কয়েকটি বিষয় জানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।”

স্মৃত বলিল, “তিনি মিঃ সেভারেস সম্বন্ধে আর কোন কথা জানিতে পারেন নাই?”

মিঃ রেক বলিলেন, “জুনি যদি তাহাকে কোন পত্র লিখিয়া না থাকে—তাহা হইলে তিনি তাহার গতিবিধির কথা জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।”

স্মৃত বলিল, “তিনি আমাদের সংবাদে আসিতে না পারায় বোধ হয় উদ্দিত হইবেন।”

মিঃ রেক বলিলেন, “কিন্তু তাহার অবস্থা কি কিছু সফলতমন্দ তাহা ভাবিয়া দেখিতে ঢূঢূঢূ কি? তিনি সরকারের পদস্থ কর্ষ্টচারী, আজ আমার দায়ে পড়িয়া যে কার্যে কিও হইয়াছি, তিনি যদি এই কার্যের সহিত কোন সংস্থা রাখিতেন, এবং সেই সংবাদ কর্ষ্টপক্ষের গোচর হইত তাহা হইলে তাহাকে অত্যন্ত সততা পড়িতে হইত। এখন চুপ কর। আমি এই জানালার ফিডকি হাতে পাইয়াছি।”

মিঃ রেক শারিপোড়াটার ফাকের ভিতর তাহার যত্নের সম্মান প্রদিত করাইয়া একটি ঘুরাইতেই খট্টি করিয়া একটি শক্ত হইল। অতঃপর তিনি শারিপোড়াটার ফাকের ভিতর আর একটি যত্ন প্রবেশ করিয়া চাড় দিলে বাতাসের-হাতর ফাক হইল; মিঃ রেক তাহার ফ্রেমের ভিতর অক্সিলু প্রবিষ্ট করাইয়া স্মৃতকে বিজ্ঞানী-বাতির আলো নিবাইতে ইঙ্গিত করিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে মিঃ
সপ্তম উল্লাস

রেক একটি অস্কুট শব্দ করিলেন, সেই শব্দ শুনিয়া হং-লো-হু তাড়াতাড়ি তাহার নিকট সরিয়া আসিলেন ।

মিঃ রেক জানালা খুলিয়া, তাহার ধারীর উপর দিয়া প্রথমে দোকানের ভিতর প্রবেশ করিলেন, যিথ তাহার ইথিতে তাহার অনুসরণ করিল। হং-লো-হু জানালার ধারীর নিকট উপস্থিত হইলেন বেল, কিন্তু তাহার হাতে নকল পেয়ালাটি থাকায় নিম্নের অনুসরণ করিতে পারিলেন না ; তাহা দেখিয়া মিঃ রেক ও মিঃ তাহাকে ধরিয়া জানালার ধারীর উপর তুলিলেন এবং মূর্ত্তিমতে ভিতরের নামাই লইলেন। তখন মিঃ জানালার শারি বন্ধ করিল।

মিঃ রেকের অস্কুট স্বরে স্বত্বকে বলিলেন, “জানালাটি চারি দিয়া বন্ধ কর স্বত্ব।”

স্বত্ব মূর্ত্তি মধ্যে তাহার আদেশ পালন করিল বেল, কিন্তু মিঃ রেক ব্যাপারকে স্বত্বে সব পথ পরিয়া করিতে পারিলেন, ইহা জানিয়াও সুমায় সেই পথে ওভারে কিসিম বন্ধ করিতে বলিলেন তাহা দেখিয়া পারিল না। সে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মিঃ রেকের ইথিতে বিজলি-বাতির স্বইচ টিপিয়া সেই হাতে আলোকিত করিল। মিঃ রেকের সেই আলোকে একটি সদিক্ষণ পথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথের প্রান্তে ভাগে একটি কক্ষ ধার ছিল। তাহাদের ঠিক বাব পথে আবে একটিও ধার ছিল। সেই ধারটি সহজ উন্মাট থাকায় তাহারা মূর্ত্তি পারিলে সেই ধারে দিয়া অগ্রসর হইলে অন্য কক্ষে উপস্থিত হইতে পারিলেন। তাহারা সেই পথে যে কক্ষে উপস্থিত হইলেন তাহা একটি আকস্মিক-কক্ষ। সেই কক্ষের প্রাচীরের উদ্ধে তাহারা পুরোরক্ষ জানালাটি দেখিতে পাইলেন। সেই জানালা দিয়া বাহিরের আলো সেই কক্ষে প্রবেশ করিত ।

মিঃ রেক সম্ভব সহ সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আপনারা হং-লো-হু, আপনার হাতের নকল পেয়ালাটি উভয়ে এইস্থানে অশেখা করুন। অমাদৃতের হাতের নকল পেয়ালাটি আমার হাতে অর্পণ করুন, আমি উহা লইয়া গিয়া নিদ্রিত স্থানে রাখিব এবং
উহার পরিবর্তে আসল পেয়ালাটি লইয়া আসির। আমাদের তিনজনেরই সেখানে যাইবার প্রয়়োজন নাই।”

স্বপ্ন তাহার আদেশ শুনিয়া অনুষ্ঠ হয়ে বলিল, “কর্তা, ঐ নকল পেয়ালাট আমি নয়। গিয়া উহার পরিবর্তে অস্লট লইয়া আসি। সেই অসল পেয়ালাটি কোথায় আছে তাহা আমি জানি; এইজন্য আমি যত তাড়াতাড়ি তাহা বললাইয়া আমিতে পারিব আপনি তত তাড়াতাড়ি কায়টা শেষ করিতে পারিবেন না।”

তাহার কথা শুনিয়া মিঃ রেক মুখে কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু এক চীনের ঝুঁকিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন যে, স্বপ্ন আর তাহার প্রশ্নার প্রতিবাদ করিতে সাহস কারল না। সে মিঃ হং-লো হাট হইতে নকল পেয়ালাটি লইয়া অন্য হইতে বিজলিবাঁটি করিলেন, তাহার পর পূর্বারদ সকাল পথ দিয়া নিঃশবে অগ্রসর হইলেন। মিঃ রেক সেই পথের প্রান্তস্থিত ঢাকাটি ব্যবহার অন্য কথা প্রবেশ করিলে স্বপ্ন দ্বারা ব্যবহার মূল্য শব্দ শুনিতে পাইল বটে, কিন্তু মুহুর্ত পরে সে সমুখে মাথা বাড়াইয়া মিঃ রেকের হস্তজ্ঞাত বিজলিবাঁটির আলোক-প্রভা দেখিতে পাইল না। মিঃ রেক তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অগ্রসর হইতেছিলাম।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ রেক সেই সকাল পথের প্রান্তস্থিত ঢাকাটি রুন্ন করিলে মিঃ হং-লো ও স্বপ্ন তাহার সাড়া পাইলেন। মিঃ রেক তাহাদের পার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়া বিজলিবাঁটির আলো ছাপিলেন। তিনি সেই আলোকে তাহার অন্য হস্তজ্ঞাত আসল পেয়ালাটি হং-লো হকে দেখাইলেন। হং-লো হকে বার্ধুলায় সেই পেয়ালাটি হাদে লইয়া তাহা উটাইয়া ছিলেন, এবং তাহার দেখিয়া আসল পেয়ালাটি চিনিতে পারা। যাইতে, মুহুর্ত মধ্যে পেয়ালার তলায় দৃষ্টিগোচর করিয়া সেই ক্লান্তি দেখিয়া ছাপিলেন। তিনি তৎক্ষণাং স্বষ্টির নিভাস কেলিয়া তাহার মনের অনন্দ পরিব্যক্ত করিলেন। তাহার পর মুহুর্তকাল নিম্নুক্ত থাকিয়া, আনন্দের উচ্ছাস দমন করিয়া মুহুর্তের বলিলেন, “আমি মিঃ
সপ্তম উল্লাস

সেভারেশেরের দোকানে রাখিবার জন্য তাহার নিবিড় আমার গোলার্থিত কে পেয়ালাটি পাঠাইয়াছিলাম—ইহা সেই পেয়ালাটি বেটে। এই নরপতিরাই আমার আসল পেয়ালাটি চুরি করিয়াছিল। আপনার অনুমান যে সম্পূর্ণ সত্য—তাহার অকাট প্রমাণ পাইলাম মাননীয় বন্ধু।

মিঃ লেক বলিলেন, “ভালো লিনঁশু যে আজ রাতে এখানে আসে নাই তাহাও নিম্নেহে প্রতিপত হইল বন্ধু! তবে দেখা তরুণেরা যে সময় চুরি দাকাতি করিতে বাহির হয়, রাত্রি এখনও সেখানে গভীর হয় নাই। আমরা এখানে আরও কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া দেখিব,—হয় ত ধানিক পরে নুভত কিছু ঘটিবে। ইহা নুভত কিছু দেখিতে পাইল আশা আছে।”

হং-লোঁশু বলিলেন, “আপনার কি বিষাণ্ডে সেই বিষাণ্ডাতক রন্ধনের ভাকাটা আজ রাতেই এখানে আসিবে?”

মিঃ লেক বলিলেন, “আমি এইপাই ত আশা করিতেছি। আমি থ্রিকার করি আমি অনুমানে নির্ধর করিয়াই এইপাই সিঁদাল করিয়াছি। কিন্তু আমার সিঁদাল কতদূর সত্য তাহা পরিকাঠা করিবার জন্য অত্যন্ত আরও হইলাছে। মাননীয় বন্ধু, আপনি আপনার পেয়ালাটি কতক্ষণ হাতে করিয়া ধরিয়া রাখিবেন? আপনি উহা ঐ ডেকের উপর রাখিয়া, এখানে চেয়ারের ত অভাব নাই, আমরা এক একখানে চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহাতে বসিয়া পড়ি; কারণ আমাদিগকে কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাদিগকে দ্বার পর্যন্ত নিক্ষেপে আসিতে দিতে হইবে। যদি ধারের নিকট কাহাকেও দেখিতে পান তাহা হইলে আমার আদেশ ভিন্ন আপনারা নড়িয়ে না, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া থাকিবেন; তবে আপনাদের হাতের পিছন যেন উদাত্ত থাকে। তাহারা আমার জন্য প্রাণাৰ চেষ্টা করিতে বলিয়াই মনে হয়।”

তাহারা তিনখানি চেয়ারের অদূরে টানিয়া আনিয়া তাহাতে বসিয়া নিকট ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মিঃ লেক কি উদ্দেশ্যে স্মৃতিকে জানান্তি তিতর হইতে বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা সে
বন্দী সম্মান

এইবার বুঝিতে গাইল। যদি কোন লোক সেই জানাল। উন্মুক্ত দেখিয়া সেই পথে সেই কক্ষে প্ৰবেশ করিতে চাহিত, তাহা হইলে সে জানাল। খুলিয়া ভিরবের আশিবার পূর্বেই তাহাদের সহায়তা পাইত।

আফিসের দেওয়ালে একটি ঘড়ি ছিল, তাহা টুক-টুক করিয়া লাগিল। মিনিটের পর মিনিট অতিরিক্ত হইতে লাগিল; রাজি ক্রমশঃ গতীয় হইয়া উঠিল। এই ভাবে প্রায় এক ঘট। অতীত হইলে স্থির অন্ধকারে তাহার অধ্যে কাহারও কর্মীপত্র অমূল্য করিল; সে বুঝিতে পারিল এই ভাবে তাহাকে কত্ত্ব করা হইল। অতঃপর স্থিরের হাতের শিকা একটি ভারী ও কাঠের ব্যাপ্তি বুঝিয়া দেওয়া হইল। স্থির বুঝিতে পারিল তাহা রচনাবক্ত একটি ভারী লোহার ভাটা। মাথা ফাটাইবার একটি অন্য অঙ্ক। স্থিরের শরণ হইল মি. রেল কোন বিপজ্জনক কার্যে বাহির হইবার সময় ঐজন্য দুইটি ভাটাতাহার কোটের পকেটে লইয়া ধাকৃন।

এই এক মিনিট পরে স্থির একটা মূর্ছ শব্দ শুনিতে পাইল। সেই শব্দে যেন বাহিরের পথের নিষ্ঠুরতা ভঙ্গ হইল। স্থির বুঝিল মি. রেল তাহার পূর্বেই কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। স্থির অন্ধকারে হংলো-হুর ভাব ভঙ্গি লম্বা করিতে পারিল না। বরং, কিন্তু তিনি তখন তাহার তুই হাত পেটের উপর রাখিয়া অর্ধ-নিমিত্ত নেত্রে পুত্তলিকা নায় স্বত্বে বসিয়া ছিলেন। নিদিত্ত্বুত্ত ব্যক্তির নায় দীর্ঘকালঃ ঐ ভাবে বসিয়া থাকা সদা-কর্মিত চকলক্রুদ্ধ ইয়ুরোপীয়ের অসাধ্য হইলেও প্রায়শ্চিত্রীয়। জটীভাবে পর বাড়ি ধরিয়া ঐ ভাবে বসিয়া থাকিলে কষ্ট অনুভব করে না। মি. হংলো-হুর চোখে বসিয়া থাকিলে তাহার মন নান। চিন্তায় পূর্ণ ছিল; সেই চিন্তাধারার অহংসন করা মি. রেল বা স্থিরের অসাধ্য হইল।

বাহিরের অন্যচতুষ শব্দ শুনিয়া মি. হংলো-হুর চন্দ্র পাতা ঈষৎ উজ্জলিত হইল; কিন্তু তাহার দেহের একটি শিংশ স্পন্দিত হইল না।
সভ্য উল্লাস

চর্চার হস্তে আমার একটি ভারী লোহার ভাটা ছিল। তাহার একটি কান ঝাড়ের মাঝে নিকট সংঘাতিত ছিল। জানালার দিক হইতে যে শব্দ আসিতেছিল—তাহার প্রকৃতি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার মনে হইল তিনি যে ভাবে সেই জানালার শাপি খুলিয়াছিলেন, কেন সেই ভাবে তাহা খুলিয়া চেষ্টা করিতেছিল।

অবশেষে বাড়িয়নের শাপি থাকার ঘুরে অপসারিত হইলে মিঃ রেক্স একটি পশ্চাতে হঠাৎ বিস্ময়কৃত সম্পর্কে সতর্ক করিয়া জন্ম তাহার জানালা পোষ্ট করিলেন। কেন লোক সেই জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল—এ বিষয়ে তাহার কাছেও বিস্মৃত সতেজ রহিল না।

তাহার পর তাহার অজ্ঞাত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া পাইলেন। মুহূর্ত পরে কেহ পশ্চাৎ জানালার বাহারীর উপর হইতে মেঝেতে লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিল। অতঃপর সেই সন্ধ্যা পথে কাহারও মুখোপাধ্যায় হইল।

* সহসা আফিসের বাহারের বাহিরে একটি আলো। জলিয়া উঠিল দেখিয়া মিঃ রেক্স মুহূর্ত মধ্যে ঘাটির খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার হাতের-বিজলি বাঁধিতে জালিয়া সবেগে সমুদ্রে ধারিত হইলেন। মিঃ হং-লো-মুঘ্য ও শিন তাহার ইক্ষিতে তাহার অনুসরণ করিলেন।


dুই জনের” পথের উপর দাড়াইয়া ছিল; তাহারা মিঃ রেক্স ও তাহার সঙ্গিনী আগের দিকে সতর্ক ও অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিস্মৃতি নেন দুইশায়ে চাপিয়া রহিল। তাহারা একটিও হতরক্ষিত হইল যে, তাহাদের আর নড়িবার শক্তি রহিল না। মিঃ রেক্স সেই সময় তাহাদের মুখের দিকে চাপিয়া দেখিয়া তাহাদের একজন মুহূর্তকাল চীনাপাড়া। তিনি বুঝিতে পারিলেন—সেই ব্যক্তি ভাঙ্কার লিখিতে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও মিঃ রেক্স চিনিতে পারিলেন; তাহার নাম মাতি ব্রিটশ।

এই ব্যক্তি দূরূপ দৃষ্টি বলিয়া। ইমরোদের সর্বই স্পর্শ ঘটিয়া ছিল।

তাহার সাহস অসাধারণ এবং তাহার বন্দুকের লক্ষ্য অব্যর্থ। সে অক্ষুত
বন্ধু সন্মান

কৌশলে দ্বীপের গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত। ভাস্কর লিন-কু তাহারই সাহায্যে সেই ঘোকানে প্রবেশ করিয়াছিল—এ বিষয়ে মিঃ রেকের সংবাদ রহিল না।

ভাস্কর লিন-কুকে আড়াই ভাবে ঘাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মাটি বিচিত্র মিঃ রেকের আক্রমণ করিবার জন্য পকেট হইতে পিঠুল বাহির করিতে উদ্যত হইল; সেই মুহুর্তে মিঃ রেক তাহার হতস্থিত সেই লোহার ভাড়া সবেগে উঝরে তুলিলেন, এবং মাটি বিচিত্র পিঠুলের ঘোড়া টিপিয়া সঙ্গে সঙ্গে তদ্দান। প্রচলনে তাহার ললাটে আঘাত করিলেন। ঠিক সেই মুহুর্তে বিচিত্র হাতের পিঠুল গর্ব্বিত উঠিল, এবং পিঠুলের গুলী মিঃ রেকের টুপি বিদীর্ণ করিয়া পশ্চাৎ দেওয়ালে বিক্ষিপ্ত হইল। বিচিত্র আর দ্বিতীয় বার গুলীবর্ণের অমূল্য পাইল না। লোহার ভাটার সেই আঘাতে সে মেজের উপর পড়িয়া গ্রাম হারাইল। তাহার হাত হইতে পিঠুলটা খসিয়া পডিল।

ভাস্কর লিন-কু এতক্ষণ পরে তাহার বিপদ বুঝিতে পারিত। বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করিয়া আত্মস্বদ্য জন্য প্রস্তুত হইল। সে পশ্চাৎ করিয়া তাহার কোমরবন্ধনিত ছোরায় হাত দিল; কিন্তু ছোরাখান। সে কোমর করিবার পূর্বেই স্থিথিত হাতের গুলী লোহার ভাটাতে তাহার মজ্জকে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই আঘাতে ভাস্কর লিন-কুর অসাধ্য দেহ স্মিথের পাদপাকে লুটাইয়া পডিল।

মিঃ হং-লো-ই তখনও কাহারকেও আক্রমণ করেন নাই; তাহার হাতে একখানি অনন্তিতীর্থী বৌদ্ধ চাঁদনেশ্বর কিরিচ ছিল, প্রয়োজন হইলে তিনি তাহার সম্বর্তক করিতেন। ভাস্কর লিন-কু স্মিথের লোহার ভাটার আঘাতে চক্ষুর নিমেষে ধরাশায়ী হইলে তিনি ঈষৎ হাসিয়া কিরিচ, কানামুহুর্ত মধ্যে পরিচালন অক্ষরা঳ে লুকাইয়া ফেলিলেন। তিনি ধর্মণ অভ্যস্ত তৎপরতার সহিত কিরিচকানি বাহির করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তাহা অদ্যাবধি হইল।
মি: লেফ তাহার হস্তক্ষেত্রে লোহার ভাটাটি পকেতে ফেলিয়া বলিলেন, "এখন আর পনের মিনিটের মধ্যে উহারা চেতনা লাভ করিতে পারিবে না। উহারা। ঐ ভাবেই ওখানে পড়িয়া থাক। শ্রী, তুমি আফিসের আলোটা আলিয়া দাও। বিছারের পিঠেলের শব্দ শুনিয়া ঘাটির পাহাড়াও ঘাস পাড়ায় অসিতে পারে। তুমি কিছু দড়ি খুঁজিয়া। আন; উহাদিগকে শারীরিকা ফেলিয়া রাখাই উচিত। আমি এখনই ইন্সপেক্টর টমাসের সহান লইব।"

শ্রী আফিসের আলোচ্য আলিয়া রাখিয়া রঙ্গর সহানে প্যাকিং-রুমে প্রবেশ করিল। মি: লেফ ডেল্লের নিকট বিস্মৃতি ইন্সপেক্টর টমাসকে তাহার বিস্মৃতির বাড়িতে কোন করিলেন। অলক্ষণ পরে ইন্সপেক্টর টেলিফোনে সাদা দিলেন।" 

মি: লেফ বলিলেন, "আমি রেল—কথা বলিতেছি। এই সময়ে তোমার নিঃস্বার্থ ব্যাপার ঘটাইলাম এখন আমি দুঃখিত।"

ইন্সপেক্টর টমাস বলিলেন, "নিশ্চয়ই ঐরূপ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ব্যাপার কি লেফ।" 

মি: লেফ বলিলেন, "একটা বড় শিকার জুটিয়া গিয়াছে; তুমি যদি তাহার ভাব লইতে পার তাহা হইলে তোমার অর্থ সাধ্য হইতে পারে। তুমি এ ভাব লইতে পারিবে, না আমি কষ্ট পাই ইরাদে ফোন করিয়া অস্থ কাহারও হ ইই দায়িত্ব-ভার অর্পণ করব।"

টমাস বলিলেন, "বোধ হয় তাহার প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু কি ব্যাপার, বুঝিতে পারিলাম না যে।"

মি: লেফ বলিলেন, "তাহা। বুঝিতে হইলে তোমাকে বম্ব টীকে অসিতে হইবে। কত অল সময়ে তুমি এখানে অসিতে পারিবে;" 

টমাস বলিলেন, "পচিশ মিনিটের মধ্যে।"

মি: লেফ বলিলেন, "উত্তম। তুমি লেঙ্কটি কোম্পানীর নিউ বম্ব-টীকের দোকানে চেন কি? একটু টীকের সাথে হইতে উহা। পনের কুড়িটা দোকানের পরে অবস্থিত।"
বন্দী সন্দার্থ

টমাস বলিলেন, “ধূঃখিয়া লইতে পারিব।”
মঃ টাকে বলিলেন, “আমি সেই দোকান হইতে তোমাকে কথা
বলিতেছি; কিন্তু তোমাকে দোকানের পশ্চাতে আসিতে হইবে। এখানে
একজোড়া দম্ব তোমার জন্য বাধিয়া রাখিয়াছি।”
টমাস সম্বন্ধে বলিলেন, “একজোড়া দম্ব? কিরূপে তাহাদিগকে কায়দা
করিলে? এই রাজ্যিকালে তুমিই বা কি উদ্দেশ্য?—”
মঃ টাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “একদল কথা এখানে আসিয়া শুনিও।
তুমি বিলম্ব করিও না।”
মঃ টমাস আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মঃ টাকে
টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন।
ইতিমধ্যে শুধু রজ্জ সংগ্রহ করিয়া তথায়া দম্ব-হয়কে দূষ্ট কেপ
বাধিয়া ফেলিল; তখনও তাহারা অচেতন অবস্থায় পড়িয়া ছিল।—মঃ
টাকে তাহাদের বশন পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “মঃ হং-লো-স্ব,
আপনি শিখকে সংগ্রহ লইয়া অবিলম্বে আমার বেকার শাক্তের
বাড়ীতে গমন করুন। আপনাদের এখানে আর অপেক্ষা করিবার
প্রয়োজন নাই। আমি এখানে ইন্সপেক্টর টমাসের প্রতীক্ষা করিব; তিনি
আপিলে তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিব। মঃ হং-লো-স্ব, আপনি আপনার
পেয়ালাটি লইয়া আর অধিক কাল এখানে অপেক্ষা করেন ইহা আমি ইচ্ছা
করি না। আপনার পেয়ালাটি ইন্সপেক্টর টমাসকে না দেখিলেই ভাল হয়।
আমি এই দুই জন দম্বকে দম্বারুষ্টির জন্য অভিযুক্ত না করিয়া উপাদানকে
অন্য অপারাগ্র অভিযুক্ত করিব। আমি বর শীঘ্র পারি বাড়ী ফিরিয়া
আপনাদের সহিত যোগদান করিব।”

স্থিথ মঃ হং-লো-স্বকে সংগ্রহ লইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই
প্রস্তান করিল। মঃ টাকে তাহার পাইপে অমিসংযোগ করিয়া ইন্সপেক্টর
টমাসের আগমন-প্রতীক্ষায় ধূমপান করিতে লাগিলেন। অচেতন দশমায়
রজ্জ ব্যতিরেকে শাক্ত অবহ্যায় তাহার পদপ্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিল। মঃ টাকে ইন্সপেক্টর
টমাসকে কি কৈফিয়তে সম্ভব করিবেন তাহাই ভাবিয়া স্থির করিলেন। তিনি বুঝিয়া পারিলেন টমাস যখন জানিতে পারিবেন স্বরূহত নারী-লোক "অর্কিড" সাধনে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছে—তখন তিনি সেই দলকে গ্রেপ্তার করিবার অন্য মিঃ স্ক্রেকের পরামর্শ গ্রহণ করাই বাণিজ্য মনে করিবেন; এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া। মিঃ স্ক্রেক কতকটা নিশ্চিত হইলেন।

মিঃ স্ক্রেক স্থির করিয়াছিলেন—রাজি শেষ হইবার পূর্বেই তিনি সেই দৃঢ়ত্ব দম্প্ত্যদলকে পুলিসের সাহায্যে সুখুমিত করিয়া স্থিতের গোয়েদাপিরি সফল করিবেন। অর্কিডের দলকে গ্রেপ্তার করিবার আশায় তিনি উৎফুল হইলেন। অর্কিড পূর্বে একাধিকবার তাহার মুঠার ভিতর হইতে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু এবার সে জাল ছিড়িয়া। পলায়ন করিতে পারিয়া কি? মিঃ স্ক্রেক তাহার সত্যিকার বুঝিয়। পারিলেন না।
অষ্টম উল্লাস

মন্ত্রিলাভ

স্মৃত হং-লো-স্যুকে সঙ্গে লইয়া রেকার শীটে মিঃ রেকের গৃহকারুণ্যহুতি হইয়া আদুরে একখানি টান্ড দেখিতে পাইল; টার্কিখানি সেই অট্টালিকার বিপরীত দিকে শেডের ধরে ঝড়াইয়া ছিল। কাপ্তেন স্কট মর্গান সেই টার্কিখানি দেখিয়া ছিলেন; স্মৃত দেখিয়া তিনি গাড়ীর ছাইতে নামিয়া পড়িলেন।

কাপ্তেন স্কট মর্গান ক্ষতবন্ধে স্মৃতের সমুদ্রে আসিয়া আগ্রহ ভরে বলিলেন, “পরমেশ্বরকে ধ্যায় যে, এতক্ষণ পরে আপনার দেখা পাইলম! আমি প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া এখানে আপনার জন্য অগ্রেক্ষা করিতেছিলাম। আমি ধরনের দীর্ঘকাল ইঁকাইকি করিয়া আপনাদের কাহারও সাহিত্য পাইলাম না; সেইজন্য শ্রদ্ধে করিয়া প্রবোধক হইল সারাকালে এখানে অনেক করিল। মিঃ সেভারেন্স কি কর্ষর করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিয়াছেন কি?”

স্মৃত বলিল, “আমাদের সঙ্গে ভিতরে আসন। তাহার সঙ্গে বকল কথাই জানিতে পারিয়াছি। তাহার গতিবিধির সংবাদ কোথায় পাইলেন?”

কাপ্তেন বলিলেন, “আমি তিনিষ্ঠা হোটেলে ফিরিয়া গিয়া তাহার প্রেরিত একখানি পত্রি পাইলাম। শ্রুতিতম পত্রখানি খানিক আগে আসিয়াছিল।— মিঃ রেক কোথায়? ”

স্মৃত, কাপ্তেন স্কট, মর্গান ও হং-লো-স্যুকে সঙ্গে লইয়া মিঃ রেকের অট্টালিকার দেহতালায় উঠিতে উঠিতে বলিল, “তিনি শীত্রেই বাজায় ফিরিয়েন।”

কাপ্তেন অধীন ঘরে বলিলেন, “কিন্তু আপনারা কি কিছুই না করিয়া
সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন? এ যে বড়ই আক্ষেপের বিরোধ শিখ! আপনারা
কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে—"

মিঃ হং-লো-স্য কাঙ্ণেনের কথা গুণিয়া আর নীরব থাকিতে পারিলেন
না; তিনি স্বিধেকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া, কাঙ্ণেনের কথা
শেষ হইবার পূর্বেই আগ্রহ ভরে বলিলেন, "মাননীয় বন্ধু, মাননীয় মিনের
বন্ধুরা তাহার সংবাদ অবরত হইয়াও অলস ভাবে কালের ঘাপন করিতেছেন,
আপনার একমাত্র মনে করা সম্ভব নহে। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধে মৌখিক
আলোচনা নিষ্কাল। কিন্তু বর্তমান সময়ে কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে
বল সম্বন্ধে মিঃ ক্লাক উদাসীন নহেন।"

কাঙ্ণেন স্তম্ভ মর্মে মিঃ হং-লো-স্য মন্তব্য গুণিয়া শাস্ত ভাবে মিঃ রাকের
বলিবার ঘরে তাহার আহ্বান করিলেন।

কম্পতঃ মিঃ জুনী সেভারেন্সের অনুষ্ঠানের সংবাদে কাঙ্ণেন রত্ন
রাগিনের উদ্দেশের যেখানে কাঙ্ণেন জুনী
সেভারেন্সের সভাপতি পত্রধারী বিনামেদে বঞ্চিততাদের মায় তাহাকে আদালত করিয়াছিল; তিনি জানিতেন
জুনী সেভারেন্স একমাত্র এককোল, একমাত্র জেদী যে, কেহ যুক্তি তর্ক তাহার
সকল উল্লাসে পারিত নাই; সে যাহা করিয়া বলিল বলো ধরিত, তাহা সে
করিত, ফলাফলে তাহা চিন্তা করিত না—একমাত্র স্বভাবের পরিচয় তিনি পুর্ণেও
pাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কাঙ্ণেন জুনিকে প্রণোদন ভাল বাসিতেন। মিঃ
রাকের শক্তি সামর্থ্যেও তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল; এইজন্য তিনি আশা
করিয়াছিলেন মিঃ রাকে ইন্ডিয়ান-বলে তাহাকে বক্ত করিবেন।

তাহার। তিনজনে মিঃ রাকের বলিবার ঘরে প্রবেশ করিলে স্বাভ
কাঙ্ণেনকে বলিল, "আপনিও ত মিঃ সেভারেন্সের হিতৈষী বন্ধু, আপনিই
বা তাহার জন্য কি করিতে পারিনাহেন?"

কাঙ্ণেন কুষ্টিত ভাবে বলিলেন, "আর আমি আঙ্গ পরমাণু বিভাগের
অফিসে ছিলাম, তাহার পর সন্ধান সময় জাপানী রাজস্ব-ভবনে গিয়াছিলাম;
কিন্তু তরুণ সম্বন্ধে কেন কথা জানিতে পারি নাই।"
স্বামী তাহার কথা শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “হুম! তবে আর অন্যরক হাঁ-চতাপ করিয়া কি করিবেন? মিঃ রেক যতক্ষণ ফিরিয়া না আসেন ততক্ষণ সহান্ত মুখে খাচানে বসিয়া থাকুন। আমারা সেই দম্পত্তিকের তিন জনেক ফাঁস রাখিয়া দিবি দিয়া বাধিয়া রাখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, প্রভাতের পুরস্কার আমরা সেই দলের সকল দম্পত্তিকে ঘুরাইয়া পুরীতে পারিব। অর্থাৎ, কাম্পার নিগ্নান প্রত্য উদ্দীপনা দম্পত্তিকের ক্ষেত্রে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।”

কাপোতে সবিষ্টে বলিলেন, “বলে? তাহার সন্তান পাইলেন কিরূপে? আপনার কথা কি সত্য?”

স্বামী বলিল, “নিজের চক্ষুতে তাহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছি। আপনি বসন; মিঃ হ্যাল-লো-স্ক্র আমার কথায় ফিরিয়া বোধ না করেন তাহা হইলে আপনাকে সকল কথা বলিতে পারিব।”

হ্যাল-লো-স্ক্র স্বামীর কথা শুনিয়া বলিলেন, “মানসিক বন্ধ, আমার ইহাতে আপনি নাই। আপনার অনুমতি হইলে, মিঃ রেক যতক্ষণ এখানে না ফিরিবেন ততক্ষণ আমি অন্য কার্যে লিপ্ত থাকিব।”

স্বামী তাহার মনের কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নের পূর্বে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

হ্যাল-লো-স্ক্র বলিলেন, “আজ সন্তান পর তুমি দম্পত্তির আজ্ঞা হইতে মি-লেকাকে বাধিয়া আনিয়াছিলে, তাহাকে আমি এখানে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই; আমি এই অবসরে তাহার মনের কথা বাহির করিয়া লইব।”

স্বামী বলিল, “উক্তম, আপনাকে সেই কক্ষে রাখিয়া আসিতেছি। তাহাকে সেখানে চেয়ারের সঙ্গে বাধিয়া রাখিয়া বাহিরে পিয়াছিলাম; সে এখনও সেই ভাবে অবস্থা আছে।”

স্বামী হ্যাল-লো-স্ক্রে মিঃ রেকের লেবেরটিরিতে লইয়া গেল; সে সে চীনাম্যানটিকে তাহার মোটর-সাইকে তুলিয়া বাধিয়া আনিয়াছিল, সে মিঃ রেকের আদেশে তখন পাপ্পম্য লেবেরটিরিতে বাধা ছিল।
স্মৃথি মৃঃ হং-লো-স্তুকে লেবেলারিতে লইয়া গিয়া। অন্তুলিতের উদ্দেশ্যে চীনা দ্বীপটাকে দেখাইয়া দিল; তাহার পরে সে লেবেলারিত তাহার করিবামাত্র মৃঃ হং-লো-স্তু সেই কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে অগ্রসর করিলেন, এবং দ্বীপটার সমুদ্রের উপরে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখের উপর একটি কঠোর দৃষ্টি নিয়ে করিলেন যে, সেই হতভাগ্যের আশঙ্কা হইল তাহার চক্ষু হইতে অনলাভ বর্তমান হইয়া তাহাকে দম্পতি করিলেন। কোন মায়ের চক্ষুতে ঐরূপ অনলাভ খালিতে পারে নাই। সে পূর্বে ধারণা করিতে পারে নাই! তাহার আপাদ-মুক্ত আত্মকে ধর-ধর করিয়া কাপড়ে লাগিল।

চীনামানটি, চিংকার করিয়া না পারে এজন্য তাহার লুক রূপান্তর বীর্যাধিক রাখা হইয়াছিল। মৃঃ হং-লো-স্তু তাহার সমুদ্রে পাড়াইয়া। তাহার মুখের বন্ধন অগ্রসর করিলেন; তাহার পরে চারি দিকে দৃষ্টি নিয়ে করিয়া তিনি একটি সেলুকের উপর মোটা দড়ির একটি তাল দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কিয়সং কাটিয়া লইলেন এবং তাহার এক প্রান্তে গুঁটি দিয়া। একটি ফাঁস দিলেন (which he tied to end in a loop.) সেই কক্ষের দেরিতে কতকগুলি বস্ত্র সঞ্চিত ছিল, তাহাদের মধ্যে তিনি পেশিলের মত পিঠের একটি ছোট নল দেখিতে পাইলেন।

হং লো স্তু চীনামানটার সমুদ্রে ফিরিয়া আসিয়া দড়ির ফাঁসটি দ্বারা তাহার লালাট পরিবেষ্টিত করিলেন; তাহার পরে পিঠের নলটি তাহার ঘাড়ের কাছে মোটা করিয়া ধরিয়া তাহা। দড়ির ফাঁসের বিভাগ গুঁটিয়া দিলেন, এবং সেই নলটি হই হাতে ধরিয়া তাহা। ধীরে ধীরে ঘুরাইলেন। সুই চারিবার এই রূপ করায় সেই দড়িট। তাহার মস্তকের চতুর্দিকে দৃঢ়তরপে আঁতুগার বসিল।

সেই সময় হং-লো-স্তু তাহার চক্ষুর উপর কঠোর দৃষ্টি নিয়ে করিয়া বলিলেন, “ওরে কুফর, ওরে কুফরের বাচ্ছা। তোর মত গ্রন্থি জীবকে শপ্ষাল করা লাল বোতামধারী মাদারিনের পক্ষে কত্তহানি অপমানজনক, এই ভাবে হত্ত কলুষিত করিতে তাহার মনে কি পরিমাণ ঘাতক সংগ্রহ হয়, তাহ। আমার অক্ষত নহে; কিন্তু তোর পাপের শান্তি দেওয়াও আমার অবশ্য...
কর্ষ্যঃ। ওরে কুকুর, তুই জানিন্স এই দড়ির ফাঁসে গোলে পাক দিতে আরম্ভ করিলে তোর কি দৃশ্যমান হইবে। তুই আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে তোর চক্ষু কোটির হইতে ছুটিয়া বাহির হইবে। এই দড়ি পাকে পাকে তোর কণ্ঠাল এভাবে আটিয়া বসিয়ে যে, তোর মণ্ডলী চূড় হইবে।”

এই কথা বলিয়া হং-লো-সু পিঠের নলট পুনরায় ঘুরাইতে লাগিলেন। চীনামান্টু অসহ যক্ষণায় আর্কনাদ করিতে লাগিলেন। হং-লো-সু জানিতেন মিঃ রেক তাহার গুহ-কক্ষে চীনদেশ-প্রচলিত এই প্রকার বর্সর ও তীর্থ যজ্ঞাদায়ক পৈশাচিক নির্ধারণের সমর্থন করিবেন না; এই অঙ্গ হং-লো-সু মিঃ রেকের অনুপস্থিতে চীনামান্টুকে এই ভাবে পীড়ন করিতে লাগিলেন। মিঃ তখন দূরবর্তী কক্ষে কাষ্ঠেরের সহিত কথোপকথনে রত ছিল। সে কিরিয়াছিল হং-লো-সু তাহার অদৃশ্যতায় নাম্বার মুখ হইতে গুপ্তকথা বাহির করিবার জন্য যদি তাহাকে নিগৃহীত করেন তাহা হইলে নে তাহার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিবে না; কিন্তু এই নির্ধারণ কিরূপ ভীম তাহা তাহার ধারণা করিবার শক্তি ছিল না।

হং-লো-সু চীনা দশ্যকে যে সকল কথা বলিলেন তাহাতেই কায় হইল। সে জানিত তিনি কথায় যাহা বলিয়াছেন কায়েও তাহাই করিবেন, তিনি তাহাকে কুর্বর পতঙ্গ ভিতর আর কিছু বলিয়া পণ্য করিবেন না; তিনি তাহাকে হত্যা করিতে মুহূর্তের জন্য কুষ্টিয়া হইবেন না। যদি সে চীন দেশে থাকিত তাহা হইলে নির্ধারণ আরম্ভ করিবার পূর্বেই তাহাকে সকল গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে হইত।

চীনামান্টু যজ্ঞায় না করিতে না পারিয়া বলিল, “আমি বলিয়েছি; হে মহামহিম ! আমি সকল কথাই আপনাকে বলিয়েছি। আমাকে দয়া করুন; পদিয়া খুলিয়া লইয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।”

হং-লো-সু দৃষ্টধরে বলিলেন, “তবে শীঘ্র সকল কথা বল শয্যতমাই ফেন-লোর মৃতদেহ নদীতলে পাওয়া গিয়াছে; কিরূপে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে তাহা তুই জানিন। আমার ভূমিটে কে হত্যাকরিয়াছিল এবং
কাহার অব্বাষ্ঠাতে তাহার মুখ এরূপ বিকৃত হইয়াছিল যে, তাহাকে সনাক্ত করিবার উপায় ছিল না।

চীনামায়ান বলিল, “মহাভূতব, যাহার অস্পৃষ্টতে আপনার অন্থচরটি নিহত হইয়াছিল তাহার নাম ফি-নি-গান। ফি-নি-গানের পৌষা শিয়াল তাক্ষ অন্তর্গত আর তাহার মৃত্যুরাশি বিকৃত করিয়াছিল।”

মি হং-লো-সাং জানিতেন ক্যাল্পার নিগান নামক দম্পতি তাহাদের দলে ফি-নি-গান নামে পরিচিত ছিল। তাহার গোষ্ঠী শিয়াল তাদো চতুর্পদ শুধু নহে, তাদের একটা ফিকিরিত; এক সময় সে তাহার সেতার দেশের দাক্ষার-খানায় অন্ত-চিকিত্সা বিভাগে অন্ত-প্রয়োগের কার্যে নিযুক্ত ছিল। নিগান নামক দম্পতি হইয়ারোগে লইয়া গিয়াছিল।

হং-লো-সাং কোনো গর্জন করিয়া বলিলেন, “ওরে কুকুর! তোমার এরূপ পরিবর্ধনের কারণ কি? এক মাস পূর্বে তুই আমার চাক্রীতে নিযুক্ত ছিলী; সেই পদে তোর স্বামী ছিলী। এখন তুই মিশিয়া মায়াময়ীর রক্ত শোষণ করিতেছিলী। ওরে শহতান! তুই যাহা কিছু জানিস সকল কথা খুলিয়া বল; নতুন তোর নামকৃত আত্মাকে এমন স্বাগে পাঠাইব যে, সেখানে তোর ক্ষুষ্ণ পিঙ্কুপিরের অস্ত্র কোন দনি প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমি ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র পদাঞ্চলির দিব্য করিয়া বলিতেছি—ভিল ভিল করিয়া অস্ত্রহয় যোগ ওরে গোলাপ বাহির হইবে। তোর মন্ত্র তোর নাকের ছিন্ন দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝুরিয়া পড়িবে; তাহাতে তোর ব্রুক ভাসিয়া যাইবে। তোর চক্ষ ছুট তোর নাকের ছুই পাশে ভাঁটার মত খুঁলিতে থাকিবে।”

হং-লো-সাং কথা শুনিয়া চীনামায়ানটি প্রভাবে সকল গৌল কথাই ধীরে ধীরে প্রকাশ করিল। সে যে সকল কথা জানিত তাহার কোন অংশ গোপন করিল না। তাহার কথা শেষ হইবার সম্ভাব সে কথাকে বক্তভাবে করায়াত হইল। হং-লো-সাং সেই শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দণ্ড চীনামায়ানটার কপাল হইতে খুঁলিয়া লইয়া পকেটে নিক্ষেপ করিলেন; এবং
পিত্তলনির্ভিত নলটি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি দ্বার খুলিয়া মিঃ রেকেক দ্বারের সম্ভূতে দণ্ডায়মান দেখিলেন।

মিঃ রেক হং-লো-স্বর মুখের দিকে চাহিয়া মুখার্জন করিলেন, “মানীন্দ্র বন্ধু, এই দণ্ডায়মান আপনার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন।”

হং-লো-স্বর বলিলেন, “এই শয্যতাতে আমার তাকাত বাণ্ডা হইয়া যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে তাহাই আমি ব্যখ্যা মনে করিয়াছি বন্ধু।”

মিঃ রেক চীনামান্তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার কপালে দুঃখের লাল দাগ দেখিতে পাইলেন; তাহা দেখিয়াই তিনি দৃষ্টিতে পারিলেন মিঃ হং-লো-স্বর দশম্যাটাকে কথা কহিলাম সন্ধ্য উপায়ে অবলম্বন করিয়াছিলেন উহা তাহারই ব্যাখ্যক নির্দেশ। মিঃ রেক প্রশ্নচক্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু মিঃ হং-লো-স্বর তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া তাহার সহিত বন্ধবর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

নেই কথা নিশ্চিত করে বর্ণনা তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়েছিলেন। মিঃ রেক তাহাদিগকে কোন কথা না বলিয়া হং-লো-স্বরকে বলিলেন, “আপনি কি জানিতে পারিয়াছেন বন্ধু?”

মিঃ হং-লো-স্বর বলিলেন, “মানীন্দ্র বন্ধু, আমার ভূতা ফেন-লোকে কে হত্যা করিয়াছে তাহা উহার নিকট জানিতে পারিয়াছি। নিগান তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং তাহার একটা অস্থির আমার বিখ্যাতী ভূতের মূল অনুশীলনে বিক্রিয়াছিল। আমি আরও জানিতে পারিয়াছি আমাদের এই যুদ্ধ বন্ধু স্বয়ং তাহার অসাধারণ গোপনে দাসগীর ফলে যাহা। অবিকাশ করিয়াছেন তাহা সত্য ভিন্ন মিথ্যা নহে। স্বধ সত্যই অহংমান করিয়াছেন আমাদের নবীন সম্মান দেই অট্টালিকাতে ভেতালায় আবর্জ আছেন। আমি এ সংবাদে পাইয়াছি যে, বিশালদায়ক লিন-স্বর যে মহীষী মহিলাকে তাহার সেলুন-গাৰ্ডেতে তুলিয়া সেখানে লইয়া গিয়া আবর্জ করিয়াছে তাহাকেই নেই দাহ্য। সমাজ্য বিখ্যাত করিয়াছে। দ্বারা নিউনাস নিউইঞ্জর্লে লিন-স্বর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে এই ভাবে প্রলোক করিয়াছিল যে,
যদি সে মহামহিম সমার্থকে কৌশলক্রমে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারে
তাহা হইলে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। তাহার পর দম্যরা সদনে
ইংল্যান্ডে আশিয়া নানা স্থানে আড়া লইলেও অবশেষে যে বাড়ীতে তাহার
সকলেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সেই স্থানটি আমাদের তরণ বন্ধু স্থির করিতেক
কৌশলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, অকিঞ্চি নাগরিক যে নাগরিক-স্থান
তাহাদের নেতৃত্ব তার গ্রহণ করিয়াছে, স্বতন্ত্র তাহার স্বদে অধিকার করিয়া
নানা প্রকার দৃঢ়ত্ব তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। আমার ইচ্ছা আমাদের
সমার্থকে শক্তিকর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা সকলেই অবিচলে সেই
আড়াই উপাদান হই, এবং তাহার প্রাণক্রান্ত ব্যবস্থা করি; কারণ সেই
শায়তানী অকিঞ্চি তাহার দলের নিকট মুক্তকরণ ঘোষণা করিয়াছে যে, যদি সে
কোন দিক হইতে বিপদ-সমাগমের সমাবেশ। দেখিতে পাওয়া তাহা হইলে তাহার
প্রথেমে মহিমান্বিত সমার্থক জীবন নষ্ট করিয়া পরে আত্মরক্ষণ ব্যবস্থা
করিবে।"

মিঃ রেক বলিলেন, "আপনার উৎকৃষ্ঠ নিশ্চেষ্ট; ডাকার লিন-এ ও
মার্টি ব্রিটেনকে স্থট ল্যাঙ্গ ইয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে । তাহাদের বিচােরে মার্টি
হব করিয়া রাখিবার ও ভয় দেখাইয়া নাটা আদারের অভিযোগ উপাদান হইবে;
আজ রাতে তাহারা যে চুরির চেষ্টা করিয়াছিল, সে কথা এখন
গোপন রাখিতে হইবে; ইহার কারণ আমি ইন্স্পেক্টর টমাসের নিকট প্রকাশ
করিয়াছিল। ইন্স্পেক্টর টমাস লেদারহোডের পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা
করিয়াছেন, তত্ত্ব তিনি যত লোক সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহাদিগকেও
সঙ্গে লইবেন। কিন্তু আমাদের সেখানে উপস্থিত পুরুষ তিনি অন্য সকলে
গোপনের চেষ্টা করিবন না। আমি এক ঘটনার মধ্যে লেদারহোডে তাহার
সহিত যোগদান করিব। স্থির, আর সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই; তুমি
অপ-স্থানায়কালে লইয়া এসো। এক ঘট মর্গান, আশা করি তুমি আমাদের সেবে
সম্ভাব্য অবগাহন করিতে প্রস্তুত আছে।"

কাপ্তেন বলিলেন, "সম্পূর্ণ প্রস্তুত, মিঃ রেক!"
নি: রেক বলিলেন, "উত্তম, এই মুহুর্তই আমাদিগকে আত্মক্ষেপ সহিত হইতে হইবে। যদি আমরা আজ রাত্রে দশ্যদলকে আক্রমণ করিয়া ফোঁড়ে ফেলিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে তাহার আত্মকারক জন্ম আমাদিগকে হই করিবার চেষ্টা করিবে না।"

লগ্নে যখন এই সকল কাণ্ড চলিতেছিল সেই সময় দশ্যদলের আড়াইতেও তাহার নিষ্ঠা ছিল না; সেখানে বিশ্বাসহীন অতিনাম আকৃতি হইয়াছিল। মিস জুনি সেভারেন্স মিঃ হং-লো-স্ত্রকে সাহায্য করিবার জন্য কেছ মূলাঙ্গায় কাশ্চিয়ে প্রবৃব্ব হইতে উত্তর হইয়াছিল তাহার বিরহন পূর্বেই বিত্ত হইয়াছে।

মিন্সেভারেন্সের নিকট হইতে হং-লো-স্ত্র আসল পেয়ালাটি অপছন্দ হওয়ায় সে একপ অহত্তপ্ত হইয়াছিল কেন, হং-লো-স্ত্র ক্ষতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ব করিবার আশায় সে ঐভাবে আত্মোৎপর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য রাত্তপত্ত হইয়াছিল। মিঃ রেক ও হং-লো-স্ত্র মনে করিয়াছিলেন বিশ্বাসরক্তক ভাবচারটা জুনির দোকান হইতে আসল পেয়ালাটি চূরি করিয়াছিল; জুনির একটি বিশ্বাস করিয়াছিল। সে একবারও সন্ধে করে নাই যে, মিস টিনসেস্ন সেন্সর পরামর্শ আসল পেয়ালাটি অপসারিত করিত প্রলুক হইয়াছিল।

চাইন সম্ভটীকে সম্ভটের মূলক্ষেরে জামিনকুপি কি উপায়ে দশ্যদলের হেতু আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তাহা জুনি সেভারেন্সের অজ্ঞাত ছিল না। এইজন্য জুনি সাহায্য চাইন রমণীর ছায়ার্বেশে লাইম হাউস পলনীর মতো উপস্থিত হইয়াছিল। চাইন ভাবায় তাহার যথেষ্ট আজ ছিল এইজন্য মহর্ষি কন্যাসমীর উপদেশপূর্ণ উল্ল কেদিত লোহিত কামের পতাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার মতো উদ্বেগ-পূর্ব তোরণে সংগ্রাহিত করা তাহার গণে করিন হয় নাই।

কিন্তু সে এই কার্য নির্বিশেষে সম্পন্ন করিতে পারিলেও নবীন সম্ভটীকের তুমিকো গ্রহণ করিয়া সম্ভটের মহাশ্যক চতুর্দশ দশ্যদলে প্রতীক্ষিত করা তাহার পক্ষে কত করিন হইবে তাহার লে বুঝিতে পারে নাই। যদি জুনির দোকানে বহুমূল্য রেশমী পরিষ্কারদি ও মহামূল্য হইকাল হিতকৃত্তিকে সক্ষিপ্ত না থাকিয়া,
তাহা হইলে সে সমাজীর ছয়বেশ ধারণে সাহস করিত না, এবং তাহার সেই চেষ্টা বিফল হইত; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার অষ্ঠাবং ছিলেন। চীনদেশের অভিজাত সমাজের পুরুষহিলাগণের আচার ব্যবহার, কথা কহিবার, চলিবার ভঙ্গি, দৈনিক জীবনধারার প্রাণালী তাহার সুবিদিত ধাকায় এবং সমাজীর ছয়বেশ গ্রহণ করিলে প্রতিগলনের কি ভাবে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাও সে জানিত বলিয়া সমাজীর ছয়বেশে দম্পত্রদের অভ্যাস প্রবেশ করা সে অসাধ্য মনে করে নাই।

সমাজীর ছয়বেশ ধারণের চেষ্টা করিতে পিয়া জুনি রুষিতে পারিল তাহার মৃত্যুর ও চুলের বর্ণ তাহার সকলনিক্ষেপ সর্ববিধায় অস্ত্রায়; কিন্তু সে কেশগুলি রুক্ষচন্দ্রে রঞ্জিত করিয়া কমাগত ছই ঘটাকাল অপরাপরের পর চীনা মহিলার রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইল। সে এই ছয়বেশে কোন সাধারণ লোকের চক্ষুতে প্রতিদিন করিতে পারিত বটে, কিন্তু সে যে দম্পত্রদের দার্শনিক জিনিষত্তর বেষ্টিয়া তাহারের কলে আয়োজন করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহারের তীক্ষ্ণতৃটি অতিক্রম করা সহজ হইবে কি না ইহা সে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু আশা করিল অবগতন্ত্রের সাহায্যে সে এই কৃট সংশোধন করিতে সম্ভব হইবে; কারণ সে জানিত চীন-সমাজীর সাধারণের সমকে বাহির হইতে বাধা হইলে অবগত ত্যাগ করিবেন না, এবং দাক্ষার লিন-কু অধোলোকে বিদ্যমান সত্তেতে হইয়াছিল করিয়া সমাজকে দম্পত্রদের অভ্যন্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে সমাজীর অবগততার উন্মোচিত করিয়া তাহার মৃত্যু দেখিতে সাহস করিবে না।

এই সকল কারণে জুনি সমাজীর ছয়বেশ ধারণের সাফল্য সহজে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। অতঃপর সে তিনি বালাঙ্গে পড়িয়া একথা গিয়া মিঃ রেঙ্কে, অন্যান্য হং-লো-হুকে এবং তৃতীয়ধারা কার্তিকে স্ট মর্গানকে পাঠাইবার এক্ষণ ব্যবহা করিয়াছিল যে, সেই পত্র হস্তগত হইবার পর তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার সুযোগ হইবে না। সে এক মৌত্র-ব্যবসায়ীকে টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইয়া একথা হাই 'আবার শক্ত' (a closed car)
বন্দী সম্বন্ধ

অনাইয়া লইল। তাহার পর সে যখন দেবমন্দিরের অদূরে আসিয়া সেই গাড়ী হইতে নামিয়া। দাক্তার লিন-কুর সেলুন-কারে গ্রেবেশ করিল, সেই সময় শিখ সেই দেবমন্দিরের কিছু দূরে তাহার মোটর-সাইক্ল হইতে নামিয়া তাহাদের লক্ষ্য করিতেছিল। অতঃপর যে কাঠল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ। তাহারা রূক্ষই জানিতে পারিয়াছি। শিখ ভেড়ে বিউম্যান লেন পর্যন্ত সেই সেলুন-কারের অনুসরণ করিয়াছিল।

জুনি দাক্তার লিন-কুর সহিত দয়াদলের আয়ত্তা গ্রেবেশ করিলে তাহার অবশ্য সক্ষমতন হইয়া উঠিল। সে সেই অট্রালিকায় গ্রেবেশ করিয়া তাহারা একটি শুক্র অভিযুক্ত-কক্ষ নীত হইল। সেই সময় তরুণ চীন সম্পাতককে জাগিয়া করা হইল, তাহার মুখিতের জ্ঞানিতে তরুণ তাহার মহিষী সেই কক্ষ প্রেরিত হইয়াছেন। বন্দী সম্পাত্তি এই চূড়ান্ত জ্ঞানিতে কোন মন্ত্র অর্থক করিলেও জুনি বুঝিতে পারিল কিরূপ ভীষণ নষ্টসমৃদ্ধ স্বানে তাহার সেই প্রেরিত হইয়াছে। সে জানিত না তাহার পূর্বশুরু মাবার-দম্বু অক্ষির ও তাহার দলের অন্যতম পরিচালিকা ব্যারেন্সে সেক্সই তারে কক্ষেন সম্পাদকে বন্দী করিয়া। তাহার মুক্তি-পণের দাবী করিয়াছিল।

তাহাদের উভয়ের সেই কক্ষে প্রেরিত করিতে দেখিয়া জুনি অবগত হইলেন তাহাদের অধ্যায় হইতে তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; সে তৎক্ষণাং তাহাদের চিনিতে পারায় ভয়ে তাহার বুখ কাপিয়া। উঠিল।

শিখ সেই কক্ষে বায়ানথেকে বাহিরে আইভি-শাখায় দাড়াইয়া। এই জীবলোলোক বা কক্ষের দ্বারে যাইতে দেখিয়াছিল। জুনি কাংগারু নিগান ও দাক্তার লিন-কুরে ইঙ্গিত তাহাদের অনুসরণ করিতে নিয়েছ করিয়াছিল, ইরাও পাঠক পাঠকের শরণ দাবিতে পারে। তাহাদিগকে দেখিয়া জুনি বুঝিতে পরিয়াছিল, তরুণ চীন সম্পাদক তাহাদের হইতে বন্দী হইয়াছিলেন তাহারা পাহাড়াই ও চোচুর চীন। দিন মহাবুধ তাহারা মহাশক্ত নারীদের অল্পের দলে; বিখ্যাততা দাক্তার লিন-কুর অপ্লোডে তাহাদের হইতে সাম্প্রদায় করিয়াছিল। এই রমণীর জুনিরেখা চিনিতে পারিলে তাহার...
ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা সে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল। (She knew full well what her fate would be.)

জুনির জাহাজে যখন তাহার দেহের ভার হইল ও অসমর্থ হইল। সে বখাদ্র চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া নিত্য ভাবে দঃক্ষাইয়া রহিল। অস্কুরিল ও তাহার সঙ্গী ব্যারনেসি সোলি ভন কেজেন জুনির সমুদ্রে দঃক্ষাইয়া তাহার জমকাল পরিচ্ছন্দ ও তাহার পরিহিত মহামূল্য হীরকালঙ্কার-পুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। জুনি অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে আত্ম-বিভূষণ দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল। জুনির আচার্য্য সে নারীর্দশা অস্কুরিল ও তাহার সহোদরী ব্যারনেল চীনের ভাষা জানিত না এবং সম্রাজ্ঞী ইংরেজিতে কথা কহিতে পারিতেন, যে তাহাদের ইংরেজী কথা বুঝিতে পারিতেন—এ বিষয় না ধাকায় যাহার। জুনীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

কিন্তু জুনির সতিদী আলাপ করিবার উপায় না ধাকিলেও অস্কুর জুনির আপাকানুভূত পরীক্ষা করিবার যুদ্ধের ভাগ করিল না। সে জুনির অবগুণ্ঠন অপসারিত না করিয়াও যুদ্ধ অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া তীর দৃষ্টিতে তাহার মুখ দেখিতে লাগিল; কিন্তু এই ভাবে জুনির মুখ পরীক্ষা করিয়া তাহার সদেহ দুর হইল না। সে সতাই সম্রাজ্ঞী মহিলা, কি অঞ্চল কনারী রমণী মহিলীর ছবি সেই হইল যে তাহাদিগকে প্রতাপিত করিতে প্রেরিত হইয়াছে তাহা অস্কুরিল বুঝিতে পারিল না; এই অজ্ঞতা সে দুই এক মিনিট তীর দৃষ্টিতে জুনির অবগুণ্ঠনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গুঞ্জ তাহার অবগুণ্ঠন স্পষ্ট করিল, এবং চক্ষুর নিমেষে তাহার অপসারিত কার্য জুনির চোখ, মুখ, গল, কপাল, অ প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে লাগিল। জুনি অবনত দৃষ্টিতে সহিত্যিত ভাবে তাহার সমুদ্রে দঃক্ষাইয়া রহিল।

পাছে তাহাকে ধরা পড়িতে হয়—এই ভাবে তাহার বক্ষঃস্থল সরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরীক্ষা পর অস্কুর জুনির অবগুণ্ঠন তাহার মুখের উপর নামাইয়া দিল।
অর্কিড তাহার পার্থিকীতা সোফী স্বন্ন কেজেলকে অস্ফুট হ্রে বলিল, “দেখ, সোফী, আমি উহার মুখ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম; তুমিও বোধ হয় এক-নজর দেখিয়া লইয়াছ। ইহা, এই যুবতীকে স্পর্শরী বলিতে পারা যায়; আমার বিশ্বাস, সন্তত্র ইহাকে সমুদ্রে উপস্থিত দেখিয়া তাহার বর্তমান লিখ কহ ও অস্থিরবাদ্য মধ্যে কিছুই সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে। আমি পূর্কে কিছুই চারিটি সমস্তকবর্ণিণী চৌহান যুবতীকে দেখিয়াছি; তাহাদের চোখ মুখ দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—তাহাদের রূপের আদর্শ ও আমাদের ইয়ুরোপীয় মহিলাগণের রূপের আদর্শে আকাশ পাতাল গ্রহণে। কিন্তু এখন আমার মনে হইতেছে স্বামী যেই ধারণা অত্যন্ত নহে; অথবা চৌহান দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসীগণকে দেখিয়া স্বৰূপ পূর্বে লাভ করিতে পারি নাই, কারণ এই সমাজ-মহিষীর মুখ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম চৌহানদেশের সর্বোচ্চ দেশের মহিলাগণের রূপের আদর্শে অধিক পার্থিক নাই। প্রকৃত রূপবতী পৃথিবীর সকল দেশেই রূপসী বলিয়া পরিগণিতা হইতে পারে, দেশভেদে এই আদর্শের পরিবর্তন হয় না।”

অতঃপর অর্কিড জুনিকে তাহাদের উভয়ের অন্তরাণ করিতে ইষ্ঠিত করিল। চৌহান দেশের সমস্তকবর্ণী মহিলাই, কি ভাবে পদবিক্ষেপ করেন তাহ। জুনির স্বপ্রিয়তা ছিল; সাধারণ চৌহান রমণীদের চলিবার ভঙ্গি সহিত তাহার পার্থিক ছিল। এই বিশেষত অর্কিডের অজ্ঞাত নহে মনে করিয়া জুনি আভিজাত্য-পৃথিবিতে পদক্ষেপ করিয়া অর্কিড ও তাহার স্বর্ণিতার অন্তরাণ করিল। কিন্তু দীর্ঘকাল পরা বাঞ্ছা দুই তাকিয়া চলিবার যে বাধা বাধা হয় জুনি সে ভাবে চলিল না; কারণ জুনি আমিত চৌহান রমণীদের পদচ্যুত হইতে না দিয়া পদ-সৌন্দর্য্য বৃত্তির জন্য যে কুলজ্ঞ উপায় অবলম্বিত হইত, সেই নিশ্চয় প্রথা বুঝি পাচ্ছিল বৎসর পূর্বে হইতে চৌহান সমাজে পরিবর্তন হইয়াছিল। (that horrible practice had fallen into disuse) জুনির অন্তরাণ ছিল যে, সমাজের মধ্যে বিবাহ হইয়াছিল
সেই সময় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল—নবীনা সম্ভ্রান্তীর পদ্ধতি ঐ ভাবে বিকৃত করা হয় নাই। (never had her feet disfigured in that manner.)

অকিড জুনির আগে আগে চলিলেও সোফী জন কেন্দ্রে সম্ভ্রান্তীকে সম্ভাব্য প্রদর্শনের লল হাড়কে অভিবাদন করিয়া তাহার অপরাধ করিল।

তাহার তিনজনেন একটি সঙ্গে পথ অভিমুখে করিয়া। একটি কক্ষ দ্বারের সমুক্তে উপনিষিদ হইলে অকিড সেই দ্বারে করাঘাত করিল। তাহার পর সে সেই কক্ষ হইতে কাহারও সাড়া পাইবার জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া পাট হইতে একটি চারি বাহির করিল। সে সেই চাহি দিয়া ধার খুলিল ফেলিল, এবং সেই মূখ দ্বারের এক পাশে সরিয়া দাড়াইয়া জুনিকে সেই কক্ষে অবশেষ করিতে উদিত করিল। অকিড ও সোফী কক্ষ-দ্বারে দাড়াইয়া রহিল।

জুনি বৃহত্তে পারিল—এইবার তাহার নাহিস ও চতুরঙ্ক পরিবর্তন অপরিরহিত। সে সাক্ষাত্চেষ্টায় নন সংকট করিয়া ভীষণ অপরিরহিত জন্য প্রশংস হইল, এবং সে দ্বার অভিমুখে করিয়া যে কক্ষে অবশেষ করিল সেই কক্ষটি সুপ্রশংস, তাহা কেন সর্বোচ্চ বাহিরের উপরের কক্ষের নাম মুদ্রাবান আসবাব-পরে স্বীকৃত। সে সেই কক্ষের ভিতরে বিচিত্র কিছু দুর অগ্রসর হইয়া কাঠের অধিকৃত অর্থে একথা অচল চেয়ারের উপর একটি লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিল; সেই বাহির চেয়ারের ঠেল দিয়া অর্থাৎ ভাবে বসিয়া ছিলেন। জুনিকে সমুক্তে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন; সেই সময় জুনি তাহার মুখ স্নাতক দেখিতে পাইল, এবং দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, তিনিই চিনের বদী সম্প্রতি। তরুণ সম্প্রতির মুখে হতাশ ভাব। মনের ছাপ কষ্ট এবং ছাপ বাদে-জীবনের অসহ্য ভাব তাহার চেয়ে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তরুণ সম্প্রতির অবস্থা দেখিয়া জুনির হৃদয় কর্ণায় ও সমবেদনায় পূর্ণ হইল; নিজের বিপদের কথা সে কোনোরূপে জন্য বিশ্বাস হইল। সম্প্রতি জুনিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং গভীর বিশ্বাসে অক্ষুত শব্দ করিলেন। তিনি
কৌশুল তায় জুনির মুখের দিকে চাইলেন; কিন্তু তাহার মুখ অবগুন্ধে আচ্ছাদিত থাকায় তিনি তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না।

জুনি সে ভিক্ষীতে পদবিক্ষেপ করিয়া পৃষ্ঠাকৃতি সূর্যাণু পথ অতিক্রম করিয়াছিল—সেই ভিক্ষীতেই চলিয়া। সমাটের সমুহে উপস্থিত হইল। সে সমাটের সমুহে মুখের জন্য দাড়াইয়া-থাকিয়া, তাহাকে অভিবাদন করিবার জন্য এভাবে তাহার পদপ্রাঙ্গণে জানু নত করিয়া। ও সমুহে বুঝিয়া-পড়িয়া উপবেশন করিল যে, তাহার ব্যবধান রেমূর পরিচ্ছেদের হিসাবে কার্য-ক্রিয়া প্রাঙ্গণের খড়মের ভাঙ্গনের (stiff folds) নতুন দেহের, বিভিন্ন অংশে অট্টিয়া বসিল। অবশেষে জুনির মন্ত্র : সমাটের পদপ্রাঙ্গণে গালিচ স্পর্শ করিল। জুনি গালিচায় ললাট পূর্ণ করিয়া কয়েক মিনিট নতুমতকে স্থির ভাবে বসিয়া রহিল। সে হঠাৎ উঠিবার চেষ্টা করিল না; কারণ সে বুঝিয়াছিল অকিছ ও সোফী ধারাপ্রাঙ্গণে দাড়াইয়া। তাহার অচরণ লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু তাহাকে সেই ভাবে অবস্থিত করিতে দেখিয়া সমাট সমুহে বুঝিয়া-পড়িয়া, দুই হাত বাড়াইয়া তাহার হাত দুইঘাঁটি নিজের হাতের ভিতর হইলেন এবং তাহার অকর্ষণ করিয়া তাহাকে জানুতে ভর দিয়া বসাইয়া দিলেন। এই ভাবে বসিয়া জুনির মনে হইল সে জীবনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সময়ের সমুহে বীম হইয়াছে।

সমাট যখন জুনির হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন, তখন সে তাহার কার্যে বাধা দিল না, বা হাত টানিয়া লইল না। "তাহার পর সমাট তাহার অবস্থান তুলিয়া এক পাশে সরাইয়া দিলেন; তাহাতেও সে বাধা দিল না।" কিন্তু জুনি করলে তাহাকে অভিবাদনের ভিক্ষীতে হাত দুইঘাঁটি সমুহে রাখিয়া। তাড়াতাড়ি একটি অংশ ঘায়। এভাবে ওঠ স্পর্শ করিল যে, সমাট তাহার মনের ভাব বুঝিয়া পারিয়া নিষ্ঠা রহিলেন, এবং বিশ্বাস দমন করিলেন। অকিছ ও তাহার সহিনী তখন পর্যন্ত ধারাপ্রাঙ্গণে দাড়াইয়া ছিল; তাহারা জুনির এই কেশেল বুঝিয়ে পারিল না, কারণ তাহারা জুনির পশ্চাতে মাত্র দেখিতে পাইতেছিল।
নমঃ উদাস

সম্রাট লিপু জুনির মুখের দিকে চাহিয়াই জানিয়ে পারিলেন কেহ কোন কারণে তাহাকে প্রত্যারে করিয়াছে; তাহার মহিষী বলিয়া পরিচিত হইয়া দেখি তাহার নিকট ঘোর করা হইয়াছে, সে মহিষী নহে, কোন অপরিচিত নারী। সে জানে তিনি তাহার প্রাণ নহেন, তথাপি সে কি উদ্দেশ্যে মহিষীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এইরূপ অভিনয় করিতেছে? কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য যাহাই হুকু, সে তাহাকে নীরব থাকিতে ইচ্ছিত করিল; ইহার কোন কারণ আছে! সেই কারণটি কি, এই যুবতীর উদ্দেশ্য কি, তাহ। জানিবার জন্য সম্রাটের আগ্রহ হইলেও তাহার চক্ষুতে তাহা প্রতিফলিত হইল না; এমন কি, তাহার মুখের ভাবাস্তর মাত্র লক্ষিত হইল না। মায়ের বিশেষতঃ, কোন তেজ যুক্ত কোন অপরিচিত নারীকে তাহার সহিত চিরপরিচিতের নায় ব্যবহার করিতে দেখিয়া। এরূপ নির্বিশেষ, এরূপ উদাসীন ভাবে পড়দুলের মত বসিয়া থাকিতে পারে, ইহার জুনির অস্তাবান মনে হইল। কিন্তু সম্রাট নির্ধারিত জীবন বহন করিয়া যে অবস্থায় সেখানে নীতি হইয়াছিলেন এবং এরূপ চুচ্চ কষ্ট অপমান, লাঞ্চু ও হীনতাকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহ স্থূল করিয়া তিনি কোন বিষয়েই মোতীহাল বা উদ্দেশ্য। প্রকাশ না করিলে তাহ অস্তাবান বলিয়া মনে করিবার কারণ ছিল না।

কিন্তু জুনি সম্রাটকে দীর্ঘকাল ধারায় কেদিয়া রাখা। সুপ্ত মনে করিল না। তাহার স্থূল হইল—যে দুইটি নারীদুর্ভার তখন পঞ্চম দ্বারাপ্রাপ্তে দাঙ্গাইড়া। থাকিয়া তাহাদের আচরণ লক্ষ্য করিয়েছিল তাহারা চীনা ভাষা বুঝিতে পারে না; তখন সে নিমিত্তে সম্রাটকে বলিল, "সম্রাট, আপনি দয়া করিয়া শিক্ষার অপরিচিত এই নগণী। নারীকে দ্বার-প্রাঙ্গণমূল্য মহাশ্রমদের নিকটে ধরাইয়া দিবেন না। যদি উহারা সেনদে করে—আমি সম্রাট-মহিষী নহি, তাহ হইলে আমার জীবন বিপল হইবে, আপনারও কোন উপকার হইবে না। আমি সম্রাট-মহিষীকর্তৃক আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। এই হয়ুদের আদেশে তাহাকে এখানে আসিতে হইলে তাহাকে মৃত্যুর অধিক ঘটনা ভোগ
করিতে হইত, তাহার অপমানের সীমা থাকিত না; এজন্য আমি তাহার ও আপনার মান সম্বন্ধ অনুসৃ রাখিতে আসিয়াছি।”

সমার্থ কোন কথা না বলিয়া তাহার উক্তির সমর্থনের অভিপ্রায়ে দুই হাতে তাহাকে টানিয়া তুলিলেন। তাহা দেখিয়া অকিড ও তাহার সঙ্গী রুগ্রহে পারিল সমার্থ তাহার মহিষীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তাহাদের কথা ত তাহার বুঝিতে পারিবেন না;—স্নাতক সেখানে অপেক্ষা করিয়া লাভ নাই ভাবিয়া অর্জিত সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল, তাহার পর তাহাতে চারি দিল।

তাহারা সেই কক্ষের দ্বার চারি দিয়া বন্ধ করিয়া কক্ষাস্তরে প্রাণ করিলে জুনি অন কথায় তাহার আগমনের উদ্দেশ্য সমার্থের গোচর করিল।

সমার্থ নিশ্চল ভাবে জুনির সকল কথাই শ্রবণ করিলেন; তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “তুমি আমার কল্যাণকামনায় যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছ, যে ভাবে জীবন বিপদ করিয়াছ, তাহা অতীত প্রত্নতাত্ত্বিক, তোমার এই তাগাদীকারের জন্য তুমি যথাযোগ্য পুরফার লাভ করিবে। সমার্থী এখানে আসিয়া অপমানিত। ও লাঞ্ছিত। হইতে হয় নাই, এজন্য আমি আনন্দ এবং তোমার নিকট আন্দোলনি করত, কিন্তু তুমি বেচাতে অতি বিপদসম্ভব। হাস্য উপস্থিত হইয়াছ। তোমাকে শক্তকর হইতে উচ্চার করিব, সে শক্তির আমার নাই, এবং তুমিও যথাসাধ্য চেষ্টায় আমার কোন উপকার করিতে পারিবেন না। আমাকে নিরুপায় ভাবে এই স্থানেই বাস করিতে হইবে। বিশ্বাসধারক কুকুর লিন-কুর যোগ্যতে আমি শক্তিতে পড়িয়াছি। এই লোভী দম্পতি আমার মুক্তি না পাইলে আমাকে মুক্তি দান করিবেন না। সেই বিপুল যুদ্ধপাত্রা আমাকে উদ্ধার করা কাহার সাধ্য?”

কিন্তু জুনি তাহাকে জ্ঞানাইল বিন-মুক্তিপনে তাহাকে মুক্তিদান করিবার উদ্দেশ্যেই সেই বিপদসমার্থে বেচায় লাফাইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার ভাগ্যে যাহাই ধাক, সে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিবে।—সমার্থ তাহার কথা।
জ্ঞুনিয়া অবিশাশ ভরে মাথা নাড়িলেন। তাহার দেখিয়া জুনি বুঝিতে পারিল।—তাহার সাহস, উৎসাহ, আশা ভরঙা সমতলই অস্থিরত হইয়াছে; তিনি আত্মরক্ষার জন্য কোন রকম চেষ্টা করিবেন না। সেই অপরিচিত স্থানে দৃশ্যাৎ দম্যাত বদনী হওয়ায় তিনি একুশ ভাইত হইয়াছেন যে, নিজের শক্তির উপর তাহার বিনয়মূলক বিষাদ নাই। অতঃপর তিনি অভিভূত হইয়াছেন।

সমাটের সরল ভাবে এককল কথা জুনির নিকট শ্রীকার করিয়া বলিলেন, যদি হং-লো-শ্রুন্ন কোন উপায়ে মুক্তিপাত সংগ্রহ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলেই তিনি মুক্তি লাভ করিবেন, নতুবা জীবনে কোনও দিন তাহার উদ্ধারের আশা নাই।

জুনি উঠিয়া সেই কক্ষে খুলিয়া বেড়াইতে লাগিল; তাহার মন তখন নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত। সমাট তাহার দিকে আর এক বারও দৃষ্টিপাত করিলেন না।

জুনি ভাবিয়া লাগিল, সে মিং রেক ও মিং হং-লো-শ্রুন্ন বলিয়া আসিয়াছিল—এই সফরকালে সে সমাটকে সাহায্য করিয়া, হং-লো-শ্রুন্ন নিশ্চিত করিবে। কিন্তু কিস্তে সে কুঠাকায় হইবে? এখন সে কোনো পথ অবলম্বন করিবে?

এই প্রথ পুনর্বার তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল; অবশেষে একটা উপায় স্মরণ করিয়া সে সেই কক্ষের বাতাসনের নিকট উপস্থিত হইল। বাতাসন রুপ ছিল; সে তাহা খুলিয়া জানালার ধারীর উপর পুকিয়া পড়িল এবং নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে জানালার বাহিরে আইভিকুঞ্জ দেখিতে পাইল; তাহার সেই অশ্লিল প্রাচীর বহিয়া। তুষালার জানালার কারিগরি পর্যন্ত শাখাবিস্তার করিয়া, শ্যামল শোভা বিকাশ করিতেছিল। জুনির মনে হইল আইভির স্নৈহ শাখাগুলি সিদ্ধির ন্যায় ব্যবহার হইতে পারে। সেই সকল শাখা অবলম্বন করিয়া নীচে নামিয়া যাইয়া তাহার অসাধ্য হইবে না মনে হইল। সে যাহা পারিবে, তরুণ সমাটের কি তাহা অসাধ্য? তাহাকে সঙ্গে লইয়া সে সেই লতার সাহায্যে সুরক্ষিত কারাকে তাগ করিতে পারিবে না?

জুনি সমাটের সমূহে আসিয়া তাহাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল; সে জানিতে পারিল, প্রতাপ রাজি নাড়ে দুটোর সময় সেই কক্ষে তাহার
কন্দী সমালোচনা

রাজির খাবার আমিনা দেওয়া হয়। রাজি এগারটার সময় একজন পরিচারককে সেই কফকে প্রবেশ করিয়া খাল ম্যাস তুলিয়া লইয়া যায়; তাহার পর সৌর রাজির মধ্যে আর কেহ তাহার সম্মান লইতে আসে না।

জুনি এই সকল কথা শুনিয়া বলিল, “তাহা হইলে রাজি এগারটার পূর্বে কিছুই করিতে পারা যাইবে না, সমাট! কিন্তু রাজি এগারটার পর আমারা পলায়ন করিব। ইহা, আমাদিগকে এই কারাকক তাগ করিতেই হইবে। আমি একটি কোলশল প্রি করিয়াছি; কিন্তু তদরসারে কাজ করিতে দুই এক ঘটা বিলম হইল ক্ষতি হইবে না। সমাট, আপনার নৈশ ভোজনের পর চাকরটা আসিয়া ততক্ষণ খাল ম্যাস প্রাৱৃত্তি করিল লইয়া চলিয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার অন্য কষ্টটিতে আমি বিশ্বাস করিতে পারি কি?"

সমাট লিপু ততক্ষণ জুনিকে সেই কফ ব্যবহারের অন্তত্ব প্রদান করিলেন। তাহার অনুমতিক্রমে জুনি সেই কফের প্রাপ্তি কোন ককে প্রবেশ করিল; তাহা বন্ধ সমাটের শয়ন-কক। ককটি সুপ্রশস্ত; পেটেল তৈলপূৰ্ণ হইল ল্যাম্প সেই ককের উভয় প্রাপ্তে সংগ্রহিত ছিল; তাহাদের উচ্চ আলোকে ককটি আলোকিত হইতেছিল। সেই অট্টালিকার তেতালিয় বৈদ্য্যমাত্র তার প্রাপ্তির না থাকায় সেই কক একাধিক পেটেল-ল্যাম্প ব্যবহৃত হইত। জুনি সেই ককের এককালীন চেয়ারে বসিয়া মনে মনে বলিল, "বন্ধু সমাট নিজের অসহায় অবহার কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়াছেন দেখিতেছি। তাহার মনে উদ্যম উৎসাহের কন্যামাত নাই; বিশালচীন সামাজিক সমাট আজ বিদেশে দম্প্ত বন্ধু; তাহার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিলে হিতে বেদনাপূৰ্ব্ব হইয়া। উঠে। আমি তাহার কল্যাণকামনায় এখানে আসিয়াছি; যদি তাহার এই অভিশপ্ত কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাহার পারি, তাহা হইলেই আমার চূড়ান্ত ব্যবস্থা এই মহাবিপদকে আলিঙ্গন করা সার্থক হইবে। যদি আমি তাহার হস্তে আনা ও উৎসাহ সঞ্চারিত করিতে পারি তবেই আমার চেষ্টা সফল হইবে। ইহা, ঐ দুইজন চতুরা নারী-দম্প্ত ও তাহাদের সহচর ক্যাস্পার নিগানের চক্ষুতে ধৃতি নিক্ষেপ
করিয়া আমি বিপর্য সম্মান করিয়া মূল্যদান করিয়া, অথবা এই চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন করিয়া। যদি আমি কার্যার্থের করিয়া সঙ্গীতের মিঃ এলাকা ও তাহার সঙ্গে মিঃ এল-লো-স্বর নিকট ফিরিয়া যাইতে না পারি তাহা হইলে আমার মৃত্তিকা বাণিজ্য।"

জুনী উদ্যোক্তকরণে সেই ক্ষেত্রে বসিয়া রহিল। তাহার সময় আমার কাঠে না। দীর্ঘকাল পরে এক জন লোক সম্মানের উপেক্ষাকে প্রস্তুত করিয়া তাহার খান দেবার্দী রাখিয়া গেল। ধার খুলিবার ও বন্ধ হইবার শেষে জুনি তাহা বুঝিয়া পারিল। আরও কিছু কাল পরে আর একজন লোক সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বাসনগুলি লইয়া গেল, তাহাও সে জানিতে পারিল; কিন্তু জুনির জন্য থাকাপুর্ণ কোন পাত্রে সেখানে আনিত হইল না। এ জন্য সে অন্যমান করিল সম্মানের ভেজন-পার্থী তাহার আহার্য হইলে প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু রাত্রিকালে তাহারও যে কিছু আহারের প্রদান ছিল, এবং সম্মান অপার্জনক বশতঃ সে কখা তুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়া পারিয়া তাহার মন কোলে পূণ্য হইলেও সে বিরক্তি প্রকাশ করিল না।

রাত্রি এগারটার কয়েক মিনিট পরে জুনি সম্মানের উপেক্ষাকে প্রবেশ করিল। সম্মান তখনও বিনিময় নেতে হতাশ ভাবে সেখানের দ্বারে বসিয়া ছিলেন। জুনি তাহার সময়ে দাড়াইয়া গভীর আগ্রহে নিঃশব্দে সে সকল কথা বলিয়া লাগিল, সম্মানের বাধা হইয়া তাহা শুনিতে হইল। (which he was compelled to listen to.) সম্মান চারের পেয়ালা ভিন্ন অন্ত কোন ব্যবহার হাতে তুলিয়া ধরিয়া জানিতেন না। কোন শ্রদ্ধায় কার্য্য প্রবৃত্ত হওয়া চীন সম্মানের পক্ষে অর্থাৎ অপরাধী বহু। জুনি সেভারেস তাহার নিকট যে প্রস্তাব করিল তাহা তাহার বুঝিয়া অগ্রহায় (entirely outside his understanding,) বলিয়াই তাহার ধারণা হইল; কিন্তু জুনি একাই আন্দোলনে উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় তাহার কল্পনা-্পথ নিদর্শে করিল যে, তিনি সচ্ছাড় তাহ করিয়া জুনিকে সাহায্য করিতে উদ্দীপিত।

তাহারা উভয়ে ধরাধরি করিয়া সেই কক্ষের ভারী আসরাব্যূহ রক্ষা
বাংলার নিকট বহিয়া আনিলেন। কোন কোন তাকে জিনিস তুলাহালিগেক সতর্কভাবে হই এক ইঞ্জি করিয়া ঘায়ের নিকট বহিয়া লইয়া যাইতে হইল; অনেকার পরিশ্রমেই সম্ভাবন ঘটিয়া যাইতে হইল, তিনি হাপাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার কষ্ট দেখিয়াও জুনির মনে দরা হইল না। তিনি জুনির ইচ্ছা বাধা দিতে পারিলেন না। জুনি প্রায় এক ঘট। তাহাকে এই ভাবে তাহার সাহায্য করিতে বাধা করিল। এক ঘটার মধ্যে তাহাকে বিশ্বাস করিতে দিল না।

রাত্রি বারটা বাজিলে জুনি সেই কক্ষের রুদ্ধচারের নিকট দাড়াইয়া দেখিল—তাহার উভয়ে সেই কক্ষের যে সকল সাধ্য দ্বারের উপর নিকেট করিয়াছিল তাহা পুরীকার পড়িয়া থাকায়, সেই ঘাঁট বাহির হইতে ঠেলিলে সেই পথে কাহারও ঘায়ের ভিতর একেবারে করিবার উপযোগ ছিল না। কিন্তু জুনি তাহাতেও সক্ষর হইতে না পারিয়া, সম্মুখের সাহায্যে আরও কড়কাঁটি জিনিস পার্শ্ববর্তী শয্যার কক্ষ হইতে টানিয়া। আনিয়া ঘায়ের উপর সুপাকারে রাখিয়া দিল।

এই সকল কায় শেষ হইলে জুনি সম্মুখের হাত ধরিয়া তাহাকে সেই কক্ষের জানালার নিকট টানিয়া লইয়া গেল। কোন নারী সম্মুখ্যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, সম্মুখের সারা-জীবনের অভিজ্ঞতায় ইহা নূতন। কিন্তু তখন তিনি নিরুপায়; জুনির প্রবল ইচ্ছা-শক্তির নিকট তিনি পরাঘৃত। জুনি অপরূপি প্রসারিত করিয়া সম্মুখের বাতায়ন-প্রালামায় আইতির স্বল্প লভ্য দেখাইয়া যুদ্ধবর্তী বলিয়া, “এ সম্মুখ সম্মুখ, উহাই আমদের মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। আমরা এই জানালার ধারার উপর দিয়া নামিয়া এই আইতি-লতার শাখায় আশ্রয় প্রাপ্ত করিয়া, সিংহর সাহায্যে নীচে নামিবার মত, দীর্ঘ দীর্ঘ নামিয়া যাইব। একবার আমরা মাতৃতে নামিতে পারিলে এই বাড়ীর আলিঙ্গন হইতে পলায়ন করা আমদের অসাধ্য হইবে না। আপনি আমার অধীকারে অন্তঃদ্বারে নির্ভর করিতে পারেন; আমি আপনাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া পিয়া আশ্রয় দান করিব। আপনি
হতাশ না হইয়া উৎসাহভরে আমার অমূল্যর করিয়েন, ইহাই আমার প্রাণন! আপনার উদ্দেশ্যের আশায় আমি জীবন বিপত্তি করিয়াছি; আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রহায় করিয়েন না। আমার উপদেশ পালন করিয়া। আপনি আপনার মূল্যবান জীবন রক্ষা করুন সম্রাট!"  

জুনির কথা। জুনিয়া সম্রাট সেই আইভি-লতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়েন, তাহার পর সেই লতাবুঝ-সমাচার অগ্রিলির পাদদেশে চাহিয়াই সময়ে চন্দ্র মুদিত করিয়েন এবং দূরে সরিয়া ঢাকাইলেন!—সেই তভালার জানালা। হইতে লতা বহিয়া নীচে নামিতে হইবে? যদি দৈবব তাহার পদশয্যান হয়, যদি মৃত শিশিল হইয়া। হাত হইতে লতার কোন শাখা হঠাৎ খসিয়া যায়, তাহ। হইলে কাঠন মৃতকৃত্য নিক্ষিপ্ত হইয়। তাহার সর্বাঙ্গ চুর্ণ হইবে, তাহাকে মৃতুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। ভয় তাহার মৃত চুর্ণ, তাহার বুক কাপিতে লাগিল। তিনি অন্ত দিকে বুথ ফিতায়। অল্পি ব্রহ্ম বলিলেন, "চীন সম্রাটের নিকট একৰ বায়বে ব্যবহারের প্রাথ্যাশ। করিও না। কুলী মজুরের পক্ষে এইরূপ উচ্চ অভিন্ন অভাবিক হইতে পারে, তাহারা এই শ্রমাদ্যা পরিকায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সম্রাটের ইহ কর্তব্য নাহে; ইহ তাহার অশোভ। যদি আমাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই কারাগারে বেদিতভাবে সাত করিতে হয় তাহ। হইলেও আমি এই ভাবে পলাযন করিতে সমর্থ নহি। আমার উদাহরের জন্য তোমার চেষ্টা প্রশ্নসীনী, আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ; কিন্তু তুমি ঐ পথে পলাযন করিয়। নিজের প্রাণরক্ষা কর। আমি তোমার উপদেশ পালনে অসমর্থ। আমাকে রাখিয। তুমি একাকী প্রস্থান কর।" (thou goest alone!)  

জুনি জানিয়া সম্রাটের নিকট হইতে সে এইরূপই উত্তর পাইবে। যুক্তি তচ্ছে তাহার তাহার মতাধিকারী করিতে পারিবে না। বুঝিয়া জুনি সম্রাটকে পলাযনে বাধা করিবার জন্ত অন্য একটি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য মনে করিল। সম্রাট তাহার অবাধ হইলে, তাহার উপদেশ অগ্রহ করিলে, সে কি উপায় অবলম্বন করিবে তাহ। সে পূর্বকই স্থির করিয়াছিল। এজন্য
সেই উপায়টি অবলম্বন করিতে বিলম্ব হইল না। জুনি ভাবিল সে তাহার সম্প্রসারণায় কাঠটি নিক্ষেপে শেষ করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে সে কি আশাহৃদ্রুপ ফল লাভ করিতে পারিবে? ভগবান বলিয়াছেন কেবল আমাদের অধিকার, ফলে অধিকার নাই। জুনি খুঁটিনাড়ি, সে এই সনাতন ভগবদ্গীতা কোন দিন শ্রবণ করে নাই; কিন্তু যাহা সত্য, তাহা কালভেদে, দেশ ও সমাজভেদে কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে। সে হৃদয়ের অন্তর্ভুক্তে এই মহান সত্যের বর্ণ ধারণ। করিতে সমর্থ হইলেন; এজন্য সে ফলের দিকে লক্ষ্য না। করিয়া কর্মেই অন্যতমে প্রবৃদ্ধ হইল।

তাহার সেই অনুষ্ঠিত কর্মটি যেতে ফুঁসাইল্লেন, সেইরূপ সকলের কঠোরতার পরিচয়।

জুনি সমারে সেই বাতায়নের নিকট অপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক করিয়া পার্শব্দ শয্যন-কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই কক্ষে পেট্রল তৈলের মহ ল্যাম্প অলিয়াছিল, তাহাদের একটি সে হাতে তুলিয়া লইল। তাহা নির্বাচিত করিল। সেই ল্যাম্পটি হাতে লইল। সে সম্ভাতের উপরেশন-কক্ষে পুন:প্রবেশ করিল, এবং তৈলাধারের মুখের পাঁচ খুলিয়া। ল্যাম্পের সবটক পেট্রল মেশের গালিচার উপর চালিয়া দিল। তাহার পর সে সেই কক্ষটিতেও একটি ল্যাম্পের অলো নিবাইল। সেই ল্যাম্পের সমস্ত তেল গালিচার অন্য ধারে পুকুরের ন্যায় চালিয়া দিল।

সম্ভাত জুনির এই কথ্য দেখিয়া পাইলেন না; কারণ তিনি তখন বাতায়নের পাশে ছাড়াই বাহিয়া নিবিড় অস্থায়ীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। তখনও সেই কক্ষে আর একটি আলো ছিল। জুনি সম্ভাতের দিকে আড়াচোক্ষ চাহিয়া অন্য কক্ষ হইতে পেট্রলপুর্ণ দ্বিতীয় ল্যাম্পটিও লইল। অলিয়া, এবং সেই ল্যাম্পের তেলমূল উপরেশন-কক্ষের গালিচার আর এক মুড়ায় চালিয়া দিল। গালিচারাণির বিভিন্ন অংশ এই ভাবে সহজসহজে পেট্রলে ভিজিয়া। উঠিয়া জুনি দেশলাইয়ের একটি কাঠি জালিল এবং
ঋষি উল্লাস

অক্ষমিত হয়ে তাহা দুইতে তৈলসিক গালিচার উপর নিক্ষেপ করিল। এই কার্যে সে বিদ্যমান সঙ্কোচ বোধ করিল না।

মায়ের অলস্ত কাঠা। পেট্রলসিক গালিচার উপর পেড়ামাট গালিচার তেল জলিয়া উঠিল, এবং মুহুর্ত মধ্যে সেই পুকুর গালিচার অগ্নিয় হইল। অবশেষে গালিচার ধূঢ় করিয়া জলিয়া উঠিলে সেই অগ্নির লোল-জিহাল উঠিয়া সেই কক্ষের কড়ি বরগা পর্যন্ত প্রসারিত হইল। (a flame shot to the ceiling.)

জুনি সেই অগ্নিয় গালিচার উপর দিয়া ড্রুতবেগে সম্রাটের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। সম্রাট সেই কক্ষ সহসা অধিরাজিতে সমাচর্ধ হইতে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া। শুন্য দৃষ্টি জুনির মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্বেই জুনি তাহার হাত ধরিয়া ব্যাকুল হয়ে বলিল, “আস্তন সম্রাট, শীত্র আহ্মন! এই ঘরের ভিতর আবদ্ধ ধারিয়া বেড়া-আগুনে পুড়িয়া মরা। অপেক্ষা ঐ জানালা দিয়া আইভি-লতার সাহায্য নীচে নামিয়া প্রাপ্তর্ক করা। শতগুণ অধিক বাঙ্গালী। লতা ধরিয়া সতর্কভাবে নীচে পদনিবিখ্য করিলে আমরা নির্দেশে নামিতে পারিব; তাহার পর নিরাপদ হন। আর অন্য গৃহে হইতে ন।; কিন্তু আর ক্ষণকালও হতবুদ্ধি হইয়া। এখানে ঢাঢ়াইয়া ধারিয়া এই অগ্নিতে মৃত্যু অনিবার্য। না, আমি আর নিশ্চয় ধারিয়া না; আস্তন সম্রাট! এই মুহুর্তই ঐ লতায় আহ্মন গৃহে করুন।”

জুনি সম্রাটের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া, সেই বাতাস উল্লাস করিয়া। চক্ষুর নিমিত্তে কানিশের উপর নামিয়া পড়িল; সেই কানিশ শুল আইভি-লতায় আচার্যের ছিল। সে সেই লতা অবললন করিয়া বানরের মত নীচে নামিতে লাগিল। সম্রাট পশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া উষ্ণ-প্রসারিত আলাময় অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন; সেই সেলিহান অগ্নি-জিহাল গ্রহণ উভয়ে তিনি সর্বাঙ্গে আলা বোধ করিলেন, হতরাং তখন তাহার আর চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। তিনি আতঙ্কে অষ্টফট আর্বনাদ করিয়া সেই
জানালার কারিগীর নামিলেন এবং দৃঢ়মন্ডিতে আইভি লতা জড়াইয়া ধরিয়া।
পদতলবদ্বতী লতার শাখায় পা রাখিয়া তাহার, পদ-প্রান্তবর্তী জুলির
অনুসরণ করিলেন। যে নিরাশ ও অহবানে তাহার স্বদেশ আচ্ছাদন থাকায়
তিনি জীবনের প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, এই আকাশ্মিক বিপদে তাহা
মৃত্যুর জন্য বিলুপ্ত হইল; প্রাণরক্ষক জন্য ব্যাকুল হইয়া। তিনি স্থান
সত্ত্বা সতর্কতা-সহকারে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন। জীবনের প্রতি
মমতায় তাহার বিলুপ্তপ্রায় উচ্চম উৎসাহ, সাহস ও তৎপরতা। উহা হৃদার
নায় তাহার দেহ ও মনের উপর অধিকারবিন্ধয় করিল।
নবম উল্লাস

বার্ষিক প্রয়াস

মিঃ বোক, মিঃ ইং-লো-স্থ কাব্যন স্থট মর্গান ও স্থিরত সন্দে লইয়া গ্রে-প্যাসারে দন্তায়র আড়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার গাঢ়গণের মর্যাদা ধারিত পারে। হ্রে-প্যাসারে তৃণবেগে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তাহারা লেনারহেড পল্লীতে সোয়ান হোটেলের পার্শ্বে উপনিষত হইয়াছিলেন।

সেই স্থানটি পাহাড়ের উর্ধ্বদেশে অবস্থিত ছিল। পথের সেই স্থানে আসিয়া তাহারা দেখিলেন প্রায় এক মাইল দূরে অমুখারির স্থলোহিত লোল-উইল নৈশকাশের বহুদূর পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

এই বিষয়ে আদেশ দূর্স্থ দূর্গোপচার হইবামাত্র মিঃ বোক বলিলেন, “কি সংবাদ কি সংবাদ কি আগুন লাগিয়াছে? মনে হইতেছে এই রুক্ষামের কোন হাড়ে এই দুর্গন্ত ঘটিয়াছে।”

স্থির আসিয়ার লোহিতলোক-রক্ষিত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, “হি করত, হ্রেষ্ট বুকামের বা তাহারই নিকটবর্তী কোন স্থানে কাহারও বাঁধিতে আগুন লাগিয়াছে। কিন্তু ডেড উরোমান নেন শেষ সীমায় দূরায়। যে আড়াটা দেখিয়া আসিয়াছি সেই আড়াটর আগুন বলিয়াই মনে হইতেছে।”

সেই মুহুর্তে লেনারহেডের অপী-নির্বাগনের আড়া হইতে পূঃ পূঃ বংশ-ভ্রন্ত আরপে লইল; তাহার পর দুই মিনিটের মধ্যেই কায়র ইক্ষুনের মোটর চার-চার-চার শতে ধন্ত বাজাইতে বাজাইতে গ্রে-প্যাসারের পাশ দিয়া নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইল।

মিঃ বোক সেই পথে অগ্নিকর হইয়া বলিলেন, “স্থির, তোমার এই অমুখারির মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। যদি সেই দূর্ঘন্তের আড়াট আগুন
না লাগিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার অদৃশ্বত কোন বাড়ীতে এই বিষ্ণুটি ঘটিয়াছে—সন্ধেহ নাই। যদি দৃষ্টান্তের আদর্শ তাহা অগুন লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল কি কিছু সাংখ্যিক হইবে ভাবিয়া আরুণ হইয়াছি। আমরা একবার থানায় গিয়া দেখি—স্ট্র্যান্ডলয় ইয়ার্ডের গাড়ী আলিয়া পৌছিয়াছে কি না।

মিঃ ল্যাকের মোটর-কার থানায় দিকে যাইবার জন্য মোড় ঘুরিতেই একাধিক লালবর্ণ বৃহৎ মুখোমাক করে তাহারদের সমস্তে আলিয়া পরীক্ষা করিয়া যে, মিঃ ল্যাকের তাড়াতাড়ি খেল করিয়া। তাহার শর্কারের গতিরোধ করিতে হইল। সেই স্থানে পূর্বকার গাড়ীর তাহার পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মিঃ ল্যাক উত্তোগান্ত দিয়া স্ট্র্যান্ডলয় ইয়ার্ডের গাড়ী আলিয়া আসিলে সম্ভুক্তের অঞ্চল ও তাহার অঞ্চলের মধ্যে দিকে চাহিয়া সমুদ্রে বলেন, "ক্যাসপার নিবাস এই গাড়ীর ড্রাইভার। তাহার পাশে ব্যাবসায়ী বর্ন কেন্দ্রে দেখিলাম যে, পশ্চাতের অনেক অত্যন্ত অল্পকালের কাজ হারানো বলিয়া আছে বলিয়া মন হইল। ইন্সপেক্টর তমাসের জন্য আর অপেক্ষা করিলে চলিলে না। ব্যাপার কি, ঠিক অনুমান করা অসম্ভব; তবে উঠিয়া ডেভের ডিউম্যান লেনের অল্প চাহিয়া গুলিতে ছিলেন এবং সন্ধেহ নাই।

মিঃ ল্যাক গাড়ী ঘুরাইয়া দেই লাল স্ট্র্যান্ডলয় কারের অনুমান করিলেন, ঠিক দেই সময় আর একাধিক লালগাড়ী প্রচলন ঘটিতে তাহার পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। স্থির দেই গাড়ীতে নিজেদের ফিরিয়া অঞ্চল 'শিয়াল' হইতে গাইল; চেখ গাড়ী চালাইতে ছিল। গাড়ীর ভিতর অন্য দেই দুইজন আরোহী বসিয়া ছিল, স্থিরের ধারণা হইল সে, সেই রাতে জানালা দিয়া চাহিয়া দেই দুইজন দরকার করার অজ্ঞাত উপস্থিত দেখিয়াছিল।

স্থির দেই মিঃ ল্যাকের এই কথা জানাইলে মিঃ ল্যাক কথা না বলিয়া ফ্রতবেগে দেই দুইজনি শক্তিতে অমূল্য করিলেন। তিনি তখন প্রায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ী চালাইয়া স্থানীয় থানা অজিকার করিলেন, এবং মূল প্রায় প্রবেশ করিয়া অধিকাংশ বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিলেন।
নবম উল্লাস

সেই সময় তিনি স্কটল্যান্ডে ইয়ার্ডের পুলিশের গাড়ি পথপ্রাঙ্গনে দাগেদাগে দেখিয়া। তাহার ড্রাইভারকে তাহার অনুশীলন করিয়া আদেশ করিলেন। অতঃপর তাহার গাড়ি অগ্রগামী শাক্তদর্শনের অনুশীলন করিয়া করিতে সরে। জেলার যে পার্কত্ত্বাং অংশে প্রবেশ করিল, তাহা। দুর্ভ-পৌরবের জন্ত লিটল, হেইট জরল্যান্ড নামে খাট। মিঃ ব্রেক উচ্চ পাহাড় হইতে ক্রমশঃ নীচে নামিতে নামিতে অগ্রগামী শাক্তদর্শনের পশ্চাতের আলোক দেখিতে পাইলেন। গ্রে-প্যাসার দুর্গন্ধ ক্রষ্টহতি তাহাদের অনুশীলন করিয়া লাগিল। সেই শভিষিকায় শক্ত তখন পূর্ণবেগে চলিল লাগিল; সাধারণ কোন মোটর-কার সেখানে বেগে চলিল না।

সময়ের পথ কিছুদূর পর্যন্ত বাঁকি। যাওয়ায় মিঃ ব্রেক সমুদ্রভূত শক্ত-পবের পশ্চাতের আলো। ক্রমে মিনিট দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু সে সৌজন্যের আলোর তাহা পুনর্বার তাহার দূর্গাপূজার হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন দূর্গের ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া। স্বর্গ উৎসাহভূতে হইয়া চলিল দিয়া উঠিল; করণে সে বুঝিতে পারিল। পল্লীকাছার দ্বিতীয় শাক্তের দূর্বল গ্রাম হইতে একশত গজের অধিক পল্লীকাছার শাক্তের দুর্গ-প্যাসার হইতে একশত গজের অধিক ছিল না। প্রথম শাক্তধারী তাহার আরও একশত গজের অধিক ছিল না। এই দুই শত গজ অত্যাও করা সহজলভ্য মনে করিয়া শিব উৎসাহিত হইয়াছিল।

এই সময় মিঃ ব্রেকের শক্ত লক্ষ্য করিয়া। অগ্রগামী শাক্ত হইতে বন্ধন বন্ধন শাক্ত পল্লী বরিতে হইতে লাগিল। মিঃ ব্রেক মাথা নাড়িয়া জানাইলেন। হংলোস্ব ও স্কটল্যান্ডের তাহাদের শক্ত হইতে গুলীর্বর্ণন নিপ্পেঝোজোন। সেখানে হইতে গুলীর্বর্ণন নিপ্পেঝোজোন। গুলীবর্ণন করিবার সুযোগ ছিল না।

এই অক্ষর ব্যাপী গাড়ি চালাইতে হইল বলিয়া। অগ্রগামী শাক্তদর্শনের তাহাদের আলোক পুনর্বার পুনর্বার হইল। অশ্লীল পরে। পুনর্বার ধন শাক্তদর্শনের আলোক পুনর্বার পুনর্বার হইল। তখন তিনি সেই আলোক লক্ষ্যের তাহাদের আলো। মিঃ ব্রেকের দূর্গাপূজার হইল, তখন তিনি এই আলোক লক্ষ্যের
বন্দী সম্ভাষণ

করিয়া বুঝিতে পারিলেন অগ্রগামী শক্তিকের দ্বিতীয়খানির দূরশ্ন পঞ্চাশ গজের অধিক নহে; প্রথমখানি আরও পঞ্চাশ গজ আগে চলিতেছিল। ব্যবধান ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল এবং যে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

সহসা গ্রে-প্যাটার্নের সম্ভূখ্য শক্তির পশ্চাৎ হইতে অগ্র-জিহ্বা পূনঃ পূনঃ সম্প্রদায় হইল; তাহা দেখিয়া মিঃ রেক ভিন্ন গ্রে-প্যাটার্নের সকল আরোহী গাঢ়তের ভিতর মাঝে টানিলেন। মিঃ রেকের অনুমান হইল জীব হায়েন। তাহারদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলিয়ো বর্ণ করিতেছিল; কিন্তু একটি গুলী গ্রে-প্যাটার্নের স্পর্শ করিতে পারিল না। মিঃ বেলি ক্ষণকাল পরে ইহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন। প্রথম শক্তার সংসারীয় আত্মারকার আশায় তাহার দ্বিতীয় শক্তি লক্ষ্য করিয়া গুলীর বর্ণ করিতেছিল। মিঃ বেলি প্রথমে বিপদ বুঝিতে না পারায় হঠাৎ। ভীতিহীন অত্যন্ত শব্দ করিয়া তাড়া-তাড়ি রেক করিয়া ধরিলেন। তিনি এইভাবে গ্রে-প্যাটার্নের গতিরোধ করায় তাহা উড়াইয়া পড়িতে পড়িতে মূল্য মধ্যে খামিয়া গেল।

যে শক্তির গ্রে-প্যাটার্নের স্থান ছিল তাহা। কিছুকাল পূর্বে উড়াইয়া পড়িয়াছিল; তাহার দেখিয়া মিঃ বেলি হঠাৎ ঐভাবে গ্রে-প্যাটার্নের বের করিয়া তাহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। তিনি সবলে গ্রে-প্যাটার্নের গতিরোধ করিয়া দেখিয়া তাহার অগ্রগামী শক্তিকের দূর্বল গজ মাঝে দূরে উড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিভিন্ন অংশ খুব খাও হইয়া গেলের মধ্যে পড়িয়াছিল। মিঃ রেক তাহা অতিক্রম করিয়া গ্রে-প্যাটার্নের সমুদ্রে পরিচালিত করিবেন তাহার উপায় ছিল না।

মিঃ রেক স্থিতিকে সেই লহিয়া গ্রে-প্যাটার্ন হইতে নামিয়া পড়িলেন। তাহার সেই বিষয়ক শক্তির নিকট উপনিষত হইয়া তাহা পরিক্ষা করিতে লাগিলেন; মিঃ বেলি বিপদাশ্চাত্য বলিলেন, “এই সকল তাহার অধ্যয়ন নাগিবার আশায় আচ্ছা; কিন্তু উহার ভিতর হইতে আরোহীদের বাহির করিবার উপায় কি? সকলেই মরিয়ায় বোধ হয়।”

হং-লো-স্ক্যাখন মিঃ রেকের মোটর-কার হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি
সম্মুখে অঞ্চল হইলেন। তাইয়ার বিধানে মোটর-গাড়ীর অস্থ। দেখিয়া বিশ্বাস প্রকাশেরও অবসর পাইলেন না; কৃত্তবেগে গাড়ীর মোটর্বুট্টি ইম্পার্টের ও কাঠের ভাঙ্গা সাজের তল। হইতে (from beneath the twisted steel and smashed wood of the car.) তিনটি মনুষ্যদেহ টানিয়া বাহির করিলেন। সেই তিনজনই চক্ষুর নিমেষে নিহত হইয়াছিল। করিন্দীতের চোখ মুখ ও মাথা এ ভাবে খেলাইয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে চিনিবার উপায় ছিল না। ক্যান্ডার নিহারের হাতে হংসেই নুরে যে অঙ্গচটি নিহত হইয়াছিল—এই ফিরিন্দীই তাহার মুখ বিকৃত করিয়াছিল। তাহার সেই অস্থায়ী পায়ত্নিক কি কেতার!

মিঃ রোক ও তাহার সদীরা মৃতদেহগুলি পধ্যাপ্তে অনসারিত করিয়াছিলেন; সেই সময় স্ট্র্যাঙ্গ ইয়ার্ডের শক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মিঃ রোক ইনস্পেক্টর গণানের সাহায্যে সেই গাড়ীর থাকিবার ভাবে বিধান হইবার কারণ আবিষ্কার করিলেন। মিঃ রোক অত্যন্ত বিশিষ্ট ভাবে রোককের বলিল, “যে শহরসত্তার আগের গাড়ীতে পলাইতেছিল, তাহার বুঝিতে পারিয়াছিল শক্তিতে তাহাদের অস্বরূপ করিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে ধরিতে পারিব ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহার। পথ বন্ধ করিয়া আমাদের গতিরোধ করিবার জন্য এই অপকর্ষ করিয়াছে। তাহারা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের অনুরূপ করিবার কাজ এই গাড়ির থাতিবাদি এই ভাবে চূর্ণ করিয়াছে। আমরা বাধা পাইয়া আর তাহাদের অস্বরূপ করিতে পারি নাই। সেই স্থবিধা তাহার। বহুদূরে পলায়ন করিয়াছে। যে মূলতঃ তাহারা স্বাধীনতা করিয়াছে তাহার অত্যন্ত অধিক; কিন্তু আমার বিশ্বাস পরমেশ্বর সেই পিশাচের এই অপরাধ দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিবেন না। তাহাদিগকে এই পাপের শাস্তি পাইতেই হইবে।”

ইন্সেপ্টর বর্লিলেন, “তুমি কি তাহাদিগকে দেখিয়ে পাইয়াছিলে রোক!”

মিঃ রোক বলিলেন, “হা, তাহাদের চারিজনকেই দেখিয়াছি। সেই
গাড়ীতে আরিফ, সোফীর ভান, ক্যাস্পার নিগান, এবং জীন হাডনের আর্ডা হইতে পলায়ন করিতেছিল। आমার বিখ্যাত, জীন হাডনের আর্ডা আদেশে গুলীবর্ধন করিয়াছিল।"

টমাস বলিলেন, "আর্ডারের আদেশ?"

মিঃ রেক বলিলেন, "হাঁ, সে এই দশ্যদিগের অধিনায়ক।"

টমাস বলিলেন, "এখনে আর আমাদের কিছুই করিবার নয়। এখন আমরা যে আর্ডারের গাড়ীর অন্তর্গত করিব সেই স্থান স্থায়োগ নাই। সে স্থান স্থায়োগ বহু দুরে পলায়ন করিয়াছে; তাহাতে কোন নাট্য পাইছা আর্ডার লইয়াছে। এখন আমাদের সেদারংশে ফরিয়া। মাসেট ইটচ। স্থানীয় প্রশিক্ষকে এই ভাষা। গাড়ী ও মৃতদেহগুলির ভার লইতে অস্তরোধ করিব। আমি টেলিফোনে হাটিতে হাটিতে প্রহরীদের সতর্ক থাকিয়া বলিব, যদি কে আর্ডারের 'টুটিংকার' দেখিতে পায় তবে তাহ। আটক করিবে। যে বন্ধু কথা বলিয়াছিলে তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ কি?"

মিঃ রেক বলিলেন, "না, বন্ধু সম্মানের কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। চল আমারা সেখানে ফিরিয়া যাই; তুমি আমাদের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন কি?"

টমাস বলিলেন, "আমি 'ফকায়ার-ইস্কারের ঘটনামাত্র জ্ঞানিতে পাইয়া ছিলাম।"

মিঃ রেক বলিলেন, "দশকরা যে বাড়ীতে আড়া লইয়াছিল, আমার বিখ্যাত, এই বাড়ীতেই জন লাগিয়াছিল। উহা পলায়নের পরে বন্ধ সম্মানের ও সহায় সম্মানের সেই আগুনে ফেলিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছে না। চল, আর বিলম্ব করা অনুচিত।"

কাণ্ডের ফট মর্যাদা মিঃ রেকের শেষ কথাগুলি শুনিয়া অভ্যস্ত স্বাভাবিক সুনিয়া অবশেষ ব্যাপিয়া উঠিলেন। বন্ধু সম্মানের সম্মানে কে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জুনি সেভারেক আগুনে পুড়িয়া মারিয়াছে, এ চিঠ্ঠি তাহার অহিয় হইল। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া হতাশ ভাবে বলিয়া পড়িলেন; তাহার মৃদুলা...
নবম উল্লাস

প্রথম হইল। মিঃ রেল গ্রে-প্যাকারের উঠোন তাহা গমন্ত পথে পরিচালিত হইলেন, এবং কালেন স্ত্রী মরণেকে সাদ্ধানাদের চেষ্টা করিলেন বটে, স্ত্রী বন্ধু সমাটি ও জুনির জীবন রক্ষা হইয়াছে—ইহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তাহার মনের ভাব মুখে প্রকাশিত না হইলেও তাহার দেয় তখন বাটিকার বিষম ছিল না।

তাহার কিছুদূর চলিবার পর পথিপ্রায়ে হইতে মহুয়া মৃত্যু দেখিতে হইলেন। তাহারিকে দেখিয়া মিঃ রেল তাহার গাথী ভাৰাহী সেই গুলির নিকট উপস্থিত হইলেন। জুনি সেভারেন্স দুই হইতে মিঃ রেলকে নিতে পারিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া মিঃ রেল আনন্দে এক অভিভূত হইলেন যে, আদর্শনাত্মক চীন সমাটের দিকে তাহার লক্ষ রহিল না। কিন্তু হং-লো-সু মিঃ রেলকের পশ্চাতে ছিল; তিনি সমাট তে দেখিয়া মিঃ রেলকে বলিলেন যে, অদুরবস্তু চীন সমাটের দিকে তাহার লক্ষ রহিল। কিন্তু হং-লো-সু মিঃ রেলকের দেখিয়া মিঃ রেল আনন্দে এক অভিভূত হইলেন যে, আদর্শনাত্মক চীন সমাটের দিকে তাহার লক্ষ রহিল। রাজার প্রতি এইরূপ ভক্তি আমাদের প্রাচী মহাদেশেই নরনারী-পুরুষের চরিত্রগত বিশেষ্ট; কিন্তু এই দুঃখ দেখিয়া মিঃ রেল হং-লো-সুর মনোরুড়িত প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। হং-লো-সুর রাজা ভক্তির বিচিত্র পরিস্ফুটন হইলেন। কাণ্ডে অমত মণ্ডাল ছদ্মবেশী জুনিকে জীবিত লইলো। পরে সমাদরে তাহার অভ্যন্তর করিলেন। তাহার সকল উত্তরচিত।

অতঃপর লণ্ডনে প্রত্যাগমনের পূর্বে জুনি সেভারেন্স স্থানীয় ধানায় পাইতে হইল, ভোল উইলিয়াম লেন নামক গলিতে অবস্থিত যে অট্টালিকায় আশা অাড়া লইয়াছিল সেই অট্টালিকা সম্ভিত সকল কথা ইন্দোপোষ্টিধ কোন বিবৃতি করিল। মিঃ রেল তাহার নিকট সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন, এবং সে কি কেমনে সমাটকে উদ্ধার করিয়াছিল তাহা শুনিয়া হের অজ্ঞ প্রশ্না করিতে লাগিলেন। তিনি মুখ্যদৃষ্টি মুক্ত করিলেন অন্ধকার সাহস ও উজ্জ্বলকণা সমাটের জীবন রক্ষা করিতে পারিত না। তিনি গাথ স্বরে বলিলেন, "তুমি সাহসে অতুলনীয়।"
ঔক্ষের দলের কোন কোন দলকা নিহত হইল বটে, কিন্তু অন্য তাহার সকল সোফিক এবং ক্যাপার নিগান পৃথা পল্লিন না। তিন-কু সকল অপরাধ শেষাকার করিল। ফ্যাল্মাও সোর্দার ঔক্ষেকে করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিল না; সং লেক আশা করিলে একজন তিনি তাহার সহার পাইলেন।

লেন্নকী পেশালা-চুরির অভিযোগে শুঙ্গলিত হইল। তাহার অপরিপুর হওয়ায় মিস টিভেসও আত্মকাত্তিতে হইয়া সকল অপরাধ পূর্ণ করিল, কিন্তু বন্দী সমারক মুক্তিকেই মিঃ লেক তাহার পরিশমের করিল পুরস্কার বলিয়া মনে করিলেন।

সমাপ্ত

রহস্য-লহরীর ত্রৈমাসিক পঞ্চম উপন্যাসের পরিবর্তে পুরাজ বাজারে ‘চোর মোহন্ত’ প্রকাশিত হইল। ইহাতে চীন দেশের চেংতু মথের কান মুখোমুখির মোহাজ্জেরের লেখকের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই উপন্যাস খানি ‘মাসিক বন্ধনী’তে ‘তিব্বতের বিভীষিকা’ নামে ধারাবাহিক তে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু উপন্যাসচিত্রের প্রকৃত আদেশ দোষ মোহন্ত হওয়ায় উদ্ধিত ছিল; এজন্য ইহা এই নামেই ‘প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। রহস্য-লহরীর সঙ্গে সকল পাঠক পাঠকা ইহা পাঠে উৎসুক, উপন্যাসের আদেশ পাইলে পৃথক কাহিনী কেবল তাহাদেরই পাই ভি, পি, দায়ে প্রেরিত হইল।